

आस्तिक्य-दर्शनम्

(प्रथमः पादः)

(सुदर्शनभाष्योपेतम् वङ्गविवृतिसमेतञ्च)

श्रीपद्मगोपीवल्लभपुरे श्रीश्रीराधागोविन्द-सेवाप्रकाशक-श्रीमद् रसिकानन्द-वंशावतंस-

विश्ववैष्णवदुर्गाणि 'वेदार्थतत्त्वदीपिका'- 'सुविज्ञानरत्नमाला'-

'हरिमक्तिसर्वस्व'- 'गोविन्दपरिचर्या'दि-ग्रन्थप्रणेत्-

श्रीश्रीविश्वम्भरानन्द-देवगोस्वामिना

विरचितम्

श्रीग्रन्थकारात्मज-

श्रीगोपीवल्लभानन्द-देवगोस्वामिना

प्रकाशितम्

आस्तिक्य-दर्शनम्

(प्रथमः पादः)

(सुदर्शनभाष्योपेतम् वङ्गविवृतिसमेतञ्च)

श्रीपट्टगोपीवल्लभपुरे श्रीश्रीराधागोविन्द-सेवाप्रकाशक-श्रीमद् रसिकानन्द-वंशावतंस-
विश्ववैष्णवद्वयमणि 'वेदाथतत्त्वदोषिका'- 'सुविज्ञानरत्नमाला'-
'हरिभक्तिसर्वस्व'- 'गोविन्दपरिचर्या'दि-ग्रन्थप्रणेतृ-
श्रीश्रीविश्वम्भरानन्द-देवगोस्वामिना
विरचितम्

श्रीग्रन्थकारात्मज-
श्रीगोपीवल्लभानन्द-देवगोस्वामिना
प्रकाशितम्

प्रथमं मुद्रणम्

सर्वस्वत्, सुरक्षितम्]

[मूल्यम्— पादोन-रूप्यकम्

ग्रन्थप्राप्तिस्थानम्—
मेदिनीपुर-जिलान्तर्गत-
गोपीवल्लभपुर-पोष्टाधीन-गोपीवल्लभपुर-
ग्राम-निवासी ग्रन्थसत्त्वाधिकारी,
श्रीगोपीवल्लभानन्द-देवगोस्वामी

ढाका-मञ्जुषा-मुद्रणयन्त्रालयतः
श्रीरामकृष्ण-पालाख्य-मुद्राकरेण
मुद्रितम् ।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবো জয়তন্তরাম্

উৎসর্গ-পত্র

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাদারবিন্দমধুকর

নিখিলসদৃশাসক্ত, সদ্ধর্মপালকবর, অখিলজীবক্রেতৃশক্তি-সূর্য্যবংশাবতংস, ভক্ত-ভূমীশ্বর, পঞ্চশ্রীক শ্রীমন্মহারাজ স্থার প্রতাপচন্দ্র ভক্তদেব বাহাদুর কে, সি, আই, ই
মহোদয়ের শ্রীকরকমলে—

মহারাজ !

জড়বাদসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার পদার্পণে এতদ্দেশে এক মহাচুর্দ্দিনের সূচনা হইয়াছিল। সর্বশাস্ত্রে প্রশংসিত আস্তিকপ্রধান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও তাহার দুর্দ্দম্য প্রভাব সর্বময় জগদীশের অস্তিত্বের বিলোপসাধন করিয়া নির্বিচারে সকলকেই স্থূল ভোগবাদেই আত্মদানের মোহদ্বারা বশীভূত করিতেছিল; স্তূতরাং সনাতন-ধর্মের বিলোপসাধনই সভ্যতামূলক বিচার করিয়া দেশবাসী কলির সাহচর্য্য করিতেছিল। ‘অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টা জীব-দুঃখকাতর মহাজনগণের অবতারিত আর্ষজ্ঞানের এতাদৃশ প্রলয়ঙ্কর প্লাবনকালে মদীয় পিতৃদেব নিত্যধামগত ও বিস্মৃপাদ শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বস্তরানন্দদেবগোস্বামিপাদ গোলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক মানবজাতির অধঃপাতদর্শনে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং সন্দেহবাদের নিরাসার্থ প্রত্যক্ষ-যুক্তিমূলে ঈশ্বরাস্তিত্বের সহিত ঐশবাণীর লোকহিতকরত্ব প্রাজ্ঞলক্ষ্যে সকলের হৃদয়গত করাইবার জন্ত এই “আস্তিক্য-দর্শন” প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

আপনার পূর্ব্বপিতৃবর্গ কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদবর্গের হিতৈষণার প্রধান সহায় ও প্রচারক ছিলেন। বিশেষতঃ আপনার কুলশেখর পুণ্যশ্লে‘ক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বৈষ্ণনাথ ভক্তদেব বাহাদুর শ্রীল শ্যামানন্দদেব ও শ্রীল রসিকানন্দদেবের বিমল-ভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারের মূলস্তম্ভ ছিলেন। তদবধি আপনারাই শ্রীগোশামিষট্ক-প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোহরভীষ্ট-বিতরণে সমর্পিত-প্রাণ। মদীয় পিতৃদেব গোস্বামী প্রভুর বাসনা ছিল—ভবদীয় পিতৃদেব লোকপাবনচরিত মহারাজ শ্রীযুত শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদেব বাহাদুরের শ্রীকরকমলে এই আস্তিক্যদর্শন সমর্পিত হইবে; অস্মদীয় দুর্দৃষ্ট-ক্রমে তাঁহারা উভয়েই এক্ষণে স্বধামগত।

‘পুত্রদেহাশ্রয়ে জনকের অবস্থান’ এই শাস্ত্রপ্রমাণে নির্ভর করিয়া মদীয় পিতৃদেব গোস্বামীর সদিচ্ছা-সম্পূরণমানসে এই শ্রীগ্রন্থ পরমশ্রদ্ধাসহকারে ভগবৎসেবানিরত ভবদীয় শ্রীকরপঙ্কজে সমর্পণ করিলাম। আশা করি, আপনি আমার পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষা অনুমোদনপূর্ব্বক এই শাস্ত্রের সর্ববতোমুখী প্রচার দ্বারা জীবগণের অনাদিবহিস্মৃখতা ব্যাধির উপশম করাইতে থাকিবেন; ইতি—১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ। ৪৫৫ চৈতন্যাব্দ।

শ্রীগাট গোপীবল্লভপুর।

২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার;

শ্রীগ্রন্থকারের আবির্ভাব-বাসর।

বিনীত প্রকাশক—

শ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

জগৎপাবন মহাজনবর্গ বহিস্থ অধঃপতিত মানবকুলের প্রতি অহৈতুকী, কৃপাবশতঃ যে সমস্ত গ্রন্থাবতারের প্রকাশ করেন, এই 'আন্তিক্যদর্শন' তাঁহাদেরই অগ্রতম। একদা কলিরাজের প্রধান মহানগরীতে অবস্থানকালে প্রত্যক্ষবাদী কোনও নাস্তিক ব্যক্তির তর্কজাল ছিন্ন করিয়া তাহার ও তাদৃশ মানবকুলের উপকারার্থ যে-সকল শাস্ত্রীয় সত্য মহাজনবরের শ্রীমুখ হইতে বিগলিত হইয়াছিলেন, তাহাই কালে জীবের নিত্য-কল্যাণপথ প্রদর্শন করিতে গ্রন্থাকারে প্রকটিত হইয়াছেন। আশা করি, ইহার প্রকাশে সজ্জনবর্গ পরমানন্দিত ও নিত্যকল্যাণপ্রার্থী মানবগণ মহোৎসুক হইবেন।

এই মহাজনবর্ষের মানবতন্ত্রগ্রহণ হইতে লীলাসংবরণ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জানিতে পাঠক-বর্গের কৌতুহল স্বাভাবিক জানিয়া নিজ বুদ্ধির অনুসারে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রাকট্যের পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম ও প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ বঙ্গ ও উৎকলাদি প্রদেশে শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট প্রচার করিতে শ্রীল শ্রীজীবপ্রমুখ আচার্য্যবর্গকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গ্রন্থসহ বিদ্রোহ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রোহিণীর ভূমাসিকারী শ্রীঅচ্যুতের তনয়ভাব-অঙ্গীকারকানী নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল রসিকানন্দদেবকে এই কার্য্যে প্রধান সহায় করিয়া মোদনীপুর ও উৎকলাদি প্রদেশে বহু পাষাণমর্দন ও প্রেম-প্রচারণ দ্বারা জীবগণের মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার ই বিষ্ণুগোদ শ্রীশ্রী বিশ্বম্ভরানন্দদেব শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর একমাধবরূপে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুত্র। বঙ্গাব্দ ১২৫৩, ৮ই পৌষ (খ্রিস্টাব্দ ১৮৫০) শনিবারে জন্মলীলা স্বীকার করেন। তদীয় কুলপর্যায় রূপ—

শ্রীরসিকানন্দদেব
|
শ্রীরাধানন্দদেব
|
শ্রীনয়নানন্দদেব
|
শ্রীবন্দ্যবনানন্দদেব
|
শ্রীবৈষ্ণবানন্দদেব
|
শ্রীগোকুলানন্দদেব
|
শ্রীত্রিবিজ্ঞানানন্দদেব
|
শ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেব
|
শ্রীগ্রন্থকার

আত্মায়-পারম্পর্য্যেও গ্রন্থকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর দশমাধস্তন। যথা—শ্রীচৈতন্য-দেব—শ্রীগৌরীদাস পাণ্ডিত ঠাকুর—শ্রীহৃদয়ানন্দ (হৃদয়চৈতন্য) ঠাকুর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—শ্রীকিশোর-

দেব— শ্রীকৃষ্ণগতিদেব— শ্রীব্রজজনানন্দদেব— শ্রীবৈষ্ণবানন্দদেব— শ্রীচন্দনাদেবী— শ্রীকুঙ্কুমাদেবী— শ্রীগ্রন্থকার ।

পঞ্চমাস্ত্রে বিহারস্তের ১৭ বর্ষত্ৰয় মধ্যে উৎকল ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া অধ্যাপক শ্রীচতুর্ভূজমিশ্র-সমীপে ৬ মাস জুমর ব্যাকরণ ও শ্রীনীলকণ্ঠমিশ্র নিকটে সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ব্যাকরণ ৩ বৎসর অধ্যয়ন করেন । অনন্তর মনঃশিক্ষা ও স্মরণমঞ্জল পাঠসমাপনান্তে ত্রয়োদশাস্ত্রে মাঘকাব্য আশ্বাদনের ছলনা করেন । এই সময়ে শ্রীশ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ের রক্ষক তদীয় পিতৃদেব মহান্ত শ্রীরামকৃষ্ণানন্দদেবের বৃন্দাবন লাভ হইলে তৎকালে বিষয়বিরক্ত উদাসীন শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব মহান্ত আসনাধিকারী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবকরূপে স্মৃষ্ণালার সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ও সমুদয় মঠাদির সেবাকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন । কিন্তু ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী কাঞ্চনাদেবীর সহিত মনোবৈধ উপস্থিত হইলে সমুদয় অভিভাবকত্ব পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্রাদিচর্চায় মনোনিবেশ করেন । স্বল্প কয়েক বর্ষমধ্যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শাস্ত্রে, বিশেষতঃ গোস্বামিগ্রন্থসমূহে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া সমগ্র উৎকল ও বঙ্গদেশ-মধ্যে প্রধানতম পণ্ডিত-রূপে প্রসিদ্ধ হন ।

উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের এবং মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ শাসনব্রাহ্মণ প্রমুখ শ্রেষ্ঠবাস্তব-শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ে শ্রীরসিকান্নায়েরই শিষ্য । উড়িষ্যার অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ রাজ্য ময়ূরভঞ্জের তৎকালীন অধিপতি অধুনা পরলোকান্তরিত শ্রীরামচন্দ্র ভণ্ডদেব বাহাদুর প্রচলিত ধর্ম্মমতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অবধারণের পমাসে ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের যে বিরাট সভা আহ্বান করেন, তাহাতে ইনি অসামান্য শাস্ত্রযুক্ত প্রদর্শন করিয়া পূর্ববপক্ষীয় সমুদয় অসংস্কৃত্যের নিরাকরণপূর্বক শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর প্রচারিত বিমলবৈষ্ণব-ধর্ম্মের অসংমার্জিতা প্রতিপাদন করেন ।

মেদিনীপুর জেলার কতিপয় পণ্ডিতাভিমानी স্মার্ত্ত মাৎসর্য্যবশে বৈষ্ণবধর্ম্মের অবরতা প্রতিপাদন-কল্পে মহাত্মকহল জাল বিস্তার করিয়া উক্ত-প্রদেশে মহা-দুর্দ্দিনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তাহার অপসারণার্থ বঙ্গীয় ১৩১৮ সালে বালিঘাই নামক স্থানে বহুবিশ্বজ্ঞানমণ্ডিতা মহতী সভার অধিবেশন হয় । ইনি তাহাতে সভাপতিরূপে সমাসীন হইয়া কুচক্রাদিগের সমুদয় কুহক ভেদ করিয়া সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন ।

এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশন, সন ১৩১৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল পরগণার হাদিয়া-গ্রামনিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ দাসের ঠাকুরবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় । তথায় দিবসত্ৰয়-ব্যাপী সভায় ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বহু স্মার্ত্ত পণ্ডিতের সন্দেহ নিরসনপূর্বক গৃহস্থ-বৈষ্ণবধর্ম্মের দশাহাশৌচাচরণের বৈধতা ও বৈরাগী বৈষ্ণবগণের সংস্কারাদিবিষয়ে নিকান্ত প্রকাশ করিয়া পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মহিমা প্রচার ও রক্ষা করিয়াছিলেন ।

মেদিনীপুর নগরমধ্যে ভাগবত-ধর্ম্মপ্রচারকালে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রয়োগনৈপুণ্যে তদানীন্তন ব্যবহারাজীব-সভার নেতা অধুনা পরলোকগত মনীষী কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল্ ; পি, আর, এস্ মহোদয় অতীব বিস্মিত ও গুণমুগ্ধ হইয়াছিলেন ।

পিঞ্জলা নামক জড়ীয় জ্ঞানপ্রধান স্থানে ভাগবত-ধর্ম প্রচারকালে তত্রত্য বড়দর্শনাভিজ্ঞ লঙ্ক-প্রতিষ্ঠ হাইকোর্টের ব্যবহারাজীব অধুনা পরলোকপ্রাপ্ত মহেশচন্দ্র বসুর সহিত শাস্ত্রবিচারে তাঁহার পূর্ব-পাক্ষরূপে উপস্থাপিত বিবিধ মতবাদ অসামান্য যুক্তিবলে নিরসনপূর্বক ভাষ্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন এবং বহু স্মৃতিমানকে স্বমতে আনয়ন করেন। তমোলুক মহকুমার কানীঘোড়া পরগণায় শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়েষ শিষ্যব্রতবর্ণন কুমারগাবলম্বন করিয়া সদাচার-ভ্রষ্ট হওয়ায় ইনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া শাসন দ্বারা পুনরায় তাহাদের সদাচার প্রবর্তিত করেন।

এক সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে বঙ্গমাতার কৃতিপুত্র স্বনামধন্য হাইকোর্টের সূযোগ্য জজ স্যার শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার “প্রমেয়-রত্নাবলী” ও “বেদান্তের শেষ ভাষ্যকার” শ্রীল বলদেব বিদ্যাভরণের গুরুবংশীয় বলিয়া জানিতে পারিয়া জজমাহেব বাহাদুর কয়েকদিন তাঁহার নিকট বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম-মত-সম্বন্ধে আদ্যোচনায় নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বঙ্গের সূযোগ্য কমিশনার বেদের ভাষ্যকার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মিঃ আর, সি, দত্ত বাহাদুরের সহিত গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ হওয়ায় গ্রন্থকারের নিকট বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া কমিশনার বাহাদুর নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

হুগলী জেলার এলাটানিবাসী শ্যামানন্দীয় বৈষ্ণবপণ্ডিত নিত্যধামগত শ্রীমধুসূদন দাস তত্ত্ব-বাচস্পতি মহোদয় ‘ভক্তিব্রত’ নামক বৈষ্ণব মাসিক পত্রিকা ইঁহারই উপদেশ-প্রেরণাক্রমে সম্পাদন করিতেছিলেন। ইনি স্বয়ং ঐ পত্রিকায় অলিখিত বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ ও ব্যবস্থাদি প্রদান করিয়া বৈষ্ণব-সমাজকে নির্দোষ, সংহত ও উদ্বুদ্ধ করিতে বিপুল প্রয়াস করিয়াছেন।

এতৎপ্রদেশস্থ বেলিয়াবেড়ার প্রখ্যাত ভূম্যধিকারী, শাস্ত্রজ্ঞ, বাগ্মিপ্রবর, ‘দুর্গোৎসব তরঙ্গিনী’ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখাসমিতির তদানীন্তন অভিযর্থনাসমিতির সভাপতি পরলোকগত রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর ইঁহার সজ্জাত্ত্ববিচারনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে ক্রমাগত দুই একমাস ধরিয়া স্বীয় গৃহে অবস্থান করাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদির বিশুদ্ধ বিচার শ্রবণ করিতেন। গোড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর নিত্যলীলা-প্রবিন্দ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিক্তান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে ইনি প্রচলিত আনুরবর্ণাশ্রম-প্রণালীর বিনাশ সাধন করিয়া দৈববর্ণাশ্রম-পদ্ধতির পুনরুদ্ধারে প্রচুরভাবে উৎসাহিত করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় জনসংখ্যার দশমবার্ষিক প্রগতিবিবরণীতে বৈষ্ণবগণকে অস্পৃশ্য হিন্দুজাতির পর্যায়ভুক্ত করিলে ইনি স্বয়ং তীব্র প্রতিবাদ দ্বারা ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজ-কর্মচারীর সমক্ষে অকট্যযুক্তি প্রদর্শনপূর্বক উঁহার ভ্রান্তি-সংশোধন করাইয়া সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণপর্য্যায়ে ভুক্ত করাইয়াছিলেন।

জ্যোতিষ ও গণিত-শাস্ত্রে ইঁহার প্রবল অনুরাগহেতু প্রাচীন জ্যোতিষ ও গণিতের সুদৃঢ় অঙ্কগুলিরও সমাধানে প্রায়ই নিবিষ্ট থাকিয়া কৃতকার্য্য হইতেন। বৈষ্ণবত্বাদির ব্যবস্থা ইঁহার উপদেশে শিক্ষা পাইতে আমার ভাগ্যে সূযোগ ঘটিয়াছিল। আধুনিক প্রণালীতে লিখিত ভূগোল ও ইতিহাস গ্রন্থগুলি ইনি বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেন। গায়ক না হইলেও ভজনসঙ্গীতে সমধিক আকৃষ্ট ছিলেন এবং স্বয়ং বীণাবাদন দ্বারা শ্যামানন্দীয় ভজনবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেন। বাহ্যদর্শনে বৃদ্ধ ও অস্বর্থ হইয়াও বৈষ্ণবত্ব শ্রীহরিবাসরাদির সম্মান পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতেন।

কলিজীবের সৌভাগ্যক্রমে তিনি শাস্ত্রীয় সদাচারপ্রদর্শন ও শিক্ষাদানার্থ আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একদা ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে উক্তি করিয়াছিলেন,—“আমি পরিত্রাণ কবেশে নিখিল ভারত ভ্রমণ করিলেও একাদশ অপূর্ব স্বীকৃতিসম্পন্ন যথার্থ ষট্ সন্দর্ভবেত্তা বৈষ্ণবাচার্য্য অন্য কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।”

বৈদেশিক শিক্ষা ও সংসর্গের ফলে ভারতীয়গণকে জড়বাদের গর্তমধ্যে পাতিত হইতে দেখিয়া মগ্নাহত হওত এই দীনবৎসল মহাজন প্রত্যক্ষযুক্তিমূলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝাইবার প্রয়াসে এই ‘আস্তিক্য-দর্শন’র প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপর যে সকল সদগ্রন্থ প্রণয়নে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে “বেদার্থতত্ত্বদীপিকা”, “স্ববিজ্ঞানরত্নমালা”, “গোবিন্দ-পরিচর্যা” ও “হরিভক্তিসর্বস্ব” বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীবজগতের অশেষবিধ নিত্যকলাণের পথ প্রদর্শন করিয়া এই মহাজন বাঙ্গালা ১৮২৫ সালে (ইং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে) ৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার ভোমলীলা সংবরণ করিয়া গোলোকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রণীত এই “আস্তিক্যদর্শন” মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার চিরপোষিত আশা অর্থাভাব-বশতঃ ফলবতী হইতে পারে নাই। সজ্জনগণের আগ্রহাতিশয্যে পাদচতুষ্টয়সমন্বিত গ্রন্থের প্রথম পাদমাত্র ভিকালক অর্থসাহায্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। কেশিয়াড়ী-নিবাসী পরমভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দত্ত মহাশয় মুদ্রণের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়া পরোপচিকীর্ষার সার্থকতা দ্বারা আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রকাশে তমলুক—মথুরীনিবাসী পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় কাব্য তীর্থ বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহাশয় ও ল্যাংগ ভদ্র-মহোদয়ের নিকট বহুবিধ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট আমি তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

অপ্রত্যাশিত নানাবিধ বিঘ্নের মধ্য দিয়া “আস্তিক্যদর্শন” এই প্রথমবার মুদ্রিত হইল। সজ্জন-নগুনী মুদ্রণাদির ত্রুটি মার্জ্জনাপূর্বক প্রকাশকের গোচরে আনিলে পরবর্তী সংস্করণে শোধন করিতে প্রয়াস করিব।

হিন্দী-অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যয় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থের ব্যয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্তমানে কাগজাদির মূল্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য আকারের অনুপাতে অধিক মনে হইবে। ইতি—

সন ১৮৮১২১শে অগ্রহায়ণ,

শ্রীগ্রন্থকারের আবির্ভাবসর

বিনীত প্রকাশক

শ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামী।

श्रीश्रीराधागोविन्दौ जयतः

आस्तिक्य-दर्शनम्

तत्त्वसूची

(मातृकाक्रमेण)

विषयः	पृष्ठाङ्कः	विषयः	पृष्ठाङ्कः
अन्तःकरणलयः	६।१०	नियामको भगवान्	४५-४८
अन्तःकरणस्य जीवाधीनत्वम्	११	परस्पराश्रितत्वम्	५
अन्तःकरणस्य नानात्वम्	११।१२	पापपुण्यानां जीवसहगामित्वम्	१५-१७
अन्तःकरणाश्रयत्वम्	६	पेशस्कारिस्वभावः	२२
अवयवभेदः	२०	प्रत्यक्षवादः	१
अंशांशिसादृश्यम्	२८	वित्तभेदः	१७
आश्चर्य्यक्रिया	४२	विश्वसृष्टिः	४
आस्तिक्यसिद्धान्तः	३	विश्वस्य परमेशध्यानत्वम्	२७
जड़स्य सर्गादौ अशक्तिः	४१	विश्वस्य विकारः	४०
जन्मान्तरम्	१६	भावत् सृष्टिः	३५
जीवगतयः	४	भगवतोऽशित्वम्	२६
जीवबहुत्वम्	३५	भ्रमवैचित्त्यव्यापारः	७
जीवस्य परतन्त्रताम्	२५	मनोरथः	७
” शक्तिवैकल्यम्	३०	मशकादिजन्म	२१
” वाञ्छापूर्त्ताभावः	३१	शक्ते शिचद्गुणत्वम्	३८
” स्वाभाविकव्यापारे अशक्तिः	३२	शब्दप्रमाणमुख्यता	२६
” उद्धारोपायसृष्टिः	३३	सर्ववस्तूनां चित्साहाय्यम्	३६-४८
” अदेहान्तःकरणवत्ता	३४	स्वतः प्रवृत्तिः	१६
जीवस्वभाववैसादृश्यम्	३६	स्वतः सृष्टेर्मिथ्यात्वम्	३७
ह्यमभेदः	१८	सर्वाश्रयपरमेशः	२३।२४
देहान्तरादानम्	१२	स्वप्नवत् स्वर्गनरकभोगः	१३।१४
देहस्य परतन्त्रता	६	स्वप्नमनोरथदृष्टान्तः	२६
नास्तिकमतम्	२		

सूत्रसूची

(मातृकाक्रमेण)

संख्या	सूत्रम्	पृष्ठाङ्कः	संख्या	सूत्रम्	पृष्ठाङ्कः
१	अथास्तिब्रह्मानुशासनम्	४	१०	नानाविधत्वात्	११
३६	अत्यद्भुतक्रियाकारित्वस्य च	४२	४०	नियमदर्शनाच्च	४५
२६	अंशांशिसादृश्यात्	२८	२१	परमेश्वरः सर्वश्रियः	२४
१३	आदिप्रवृत्तितारतम्यात् पुण्यपापयोः		२०	पेसस्कारिणश्च	२२
	सहगमनम्	१५	३७	विकारवत्त्वात्	४०
२६	उपायस्मृष्टृदर्शनात्	३३	६	भ्रमवैचित्त्यदर्शनात्	८
३६	चिदपयोगित्वेन चिदधीनता-		५	मनोरथे च	७
	दर्शनात्	३६	१६	शतपदमशकादिसमुत्पत्तेः	२१
३१	जगतस्मृष्टिश्च	३५	३५	शक्ते शिचद्गुणत्वात्	३८
१६	जःमान्तरं च सिद्धम्	१६	१५	शिक्षाफलस्य च	१८
११	जाः त्वग्रसंप्राप्तिवद्देह-		१८	शुक्रशोणिताण्डजातस्य मुख-	
	त्यागग्रहणे	१२		पादादिभेदात्	२०
६	जीवाधीनत्वात्	११	७	शोकभयभावैर्देहत्यागात्	८
३२	जीवानां बहुत्वञ्च	३५	३८	सर्वत्र शोभादेरसम्भवात्	४०
२२	जीवास्वातन्त्र्यात्	२५	१४	सम्पत्तितारतम्यात्	१७
२४	तदधीनवृत्तिकत्वात्	२६	२८	संघटनप्रवाहरोधेऽसामर्थ्यात्	३२
३३	तज्जनस्वभाववैशादृश्यात्	३६	८	सुषुप्तिमोहसमाधिषु तल्लयात्	६
२३	तद्व्याप्यत्वात्	२५	४	स्वप्नेऽन्तःकरणस्वातन्त्र्यात्	६
३०	तस्याप्यन्तःकरणवत्त्वं सिद्धम्	३४	२५	स्वप्नमनोरथजनेभ्यः	२६
२	देहान्तःकरणजीवपरमेश्वराः		१७	स्वतः प्रवृत्तिदर्शनात्	१६
	पूर्वाश्रयाः	५	१२	स्वप्नान्नरकभोगो यथा स्वप्ने	१४
३	देहास्वातन्त्र्यात्	६	२७	स्वेच्छया सुखदुःखप्राप्ति-	
३४	न स्वतः सृष्टिः	३७		त्यागादर्शनात्	३१



শ্রীপাট গোপীকল্পভূমির গোষ্ঠামীকুলগোরব
বৈষ্ণবাচার্য্যবর্ষ্য
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীবিশ্বজ্ঞানন্দ দেব গোষ্ঠামী

আবির্ভাব—শকাব্দ ১৭৭২।৮।৮

তিরোভাব—শকাব্দ ১৮৪০।৭।৯

ঃ আন্তিক্যদর্শনম্ ঃ

॥ বিষয় সূচী ॥

প্রথম পাদে		শব্দ প্রমাণ মুখ্য	২৯
প্রত্যক্ষবাদ	১	জীবের শক্তিবৈকল্য	৩০
নাস্তিক মত	২	" বাহ্যাপূর্ণির অভাব	৩১
আন্তিক সিদ্ধান্ত	৩	" স্বাভাবিক ব্যাপারে অশক্তি	৩২
বিশ্বসৃষ্টি	৪	" উদ্ধারোপায় সৃষ্টি	৩৩
পরম্পরাশ্রিতত্ব	৫	" অদেহান্তঃকরণবত্তা	৩৪
অন্তঃকরণাশ্রয়ত্ব	৬	জীব বহু, ভগবৎসৃষ্টি	৩৫
দেহের পরতন্ত্রতা	৬	জীব-স্বভাববৈসাদৃশ্য	৩৬
মনোরথ	৭	স্বতঃসৃষ্টি মিথ্যা	৩৭
ভ্রমবৈচিত্র্য ব্যাপার	৮	শক্তির চিদগুণতা	৩৮
অন্তঃকরণলয়	৯, ১০	সর্ববস্তুর চিৎসহায়	৩৯-৪৮
অন্তঃকরণের জীবাবধীনত্ব	১১	বিশ্বের বিকার	৪০
অন্তঃকরণ নানা	১১, ১২	জড়ের সৃষ্টিদি কার্যে অশক্তি	৪১
দেহান্তরগ্রহণ	১২	অংশুর্চয় ক্রিয়া	৪২
স্বপ্নবৎ স্বর্গ-নরক ভোগ	১৩, ১৪	নিয়ামক ভগবান্	৪৫-৪৮
পাপপুণ্যের জীবসহগামিতা	১৫-১৭		
বিন্দুভেদ	১৭	দ্বিতীয় পাদে	
জ্ঞানভেদ	১৮	আশ্রিতাশ্রয়ভেদ	২
জ্ঞানান্তর	১৯	আশ্রয় শক্তি	৪
স্বতঃ প্রবৃত্তি	১৯	আশ্রয়াংশ	৫
অবয়ব ভেদ	২০	আশ্রয় পরিণাম	৬
মশকাদি জন্ম	২১	প্রাকৃত নিদর্শন	৭
পেশস্কারি স্বভাব	২২	অন্তঃকরণ সমূহ	৮
সর্বাশ্রয়-পরমেশ্বর	২৩, ২৪	জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয় সমূহ	৯
জীবের পারতন্ত্র্য	২৫	স্থূলসূক্ষ্মভূত সকল	১১
স্বপ্নমনোরথ দৃষ্টান্ত	২৬	পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব	১২
বিশ্ব পরমেশ্বরের ধ্যানময়	২৭	জীব ভেদ	১৫
অংশাংশিসাদৃশ্য	২৮	সৌর বিশ্ব	১৬
ভগবান্ অংশী	২৯	সংযম, সমাধি	২৫

	বিষয় সূচী	
যোগপ্রভাব	২৬	ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টি ৫৩
চিত্ত ভেদ, অপ্ৰাকৃত চিত্ত	২৯	সৃষ্টি ক্রম ৫৪
প্রাকৃত চিত্ত	২৯	ভুলোকে স্মেরু শৈল ৫৫
নিবৃত্ত চিত্ত, প্রবৃত্ত চিত্ত	৩০	ভারতবর্ষ কৰ্মক্ষেত্র ৫৭
নির্বিশেষনিষ্ঠ	৩০	সপ্তদ্বীপ ৫৮
বিশুদ্ধ চিত্ত, অশুদ্ধচিত্ত	৩১	সৌরকক্ষা ৬০
সবল চিত্ত, দুর্বল চিত্ত	৩২	স্বর্গলোক ৬২
অভৌতিক, ভৌতিক	৩৩	দিব্যপুরীতে আশ্রম ভেদ ৬৬
ভৌতিক দেহ	৩৪	অমরদেহ ৬৮
পরমেশ চিত্ত	৩৫	সপ্তপাতাল ৭০
বহু শক্তিক	৩৬	অতলাদির বিষয় সমূহ ৭২
		শ্রীমদনন্ত দেব ৭৪
		মানবগণের গতিভেদ ৭৬
তৃতীয় পাদে (প্রথম ভাগ)		ঐবলোক মহালোক ৭৬, ৭৭
পরমেশ্বর এক	২	দৈবাসুরভাববীজ ৭৮
পরমেশ্বর স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ	৩	জনলোক, তপোলোক ৭৮, ৭৯
" সদা একরূপ, স্বস্বপূর্ণ	৪	সতালোক, শিবলোক ৮০, ৮১
" স্বতন্ত্র, সর্বশক্তিমান	৫	শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠ ৮১
" সর্বকারণ, সর্বাশ্রয়	৬	ব্রহ্মাণ্ডগত বিষ্ণুলোক ৮৩
" সর্বব্যাপক, সর্বপ্রকাশক	৭	কাল বর্ণন ৮৪
" সর্বদ্রষ্টা, সর্বপ্রেরক	৭	ব্রহ্মার দিবস মান ৮৬
" সর্বানন্দ বিধায়ক	৮	ষড়্বিধ প্রাকৃত সৃষ্টি ৮৭
তদীয় গুণের আবিষ্করণ ও অনাবিস্করণ	১০	পঞ্চপর্বা অবিজ্ঞা ৮৮
তদীয় বিগ্রহ আবিষ্করণ ও অনাবিস্করণ	১৪	স্থাবর সৃষ্টি, জঙ্গম সৃষ্টি ৮৮
দ্রষ্টা ও প্রেরক	১৬	চতুর্বিধ প্রলয় ৯৩
শক্ত্যাবেশ ও স্বয়ংরূপ	১৮	দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড ৯৪-৬
প্রকাশ বিশেষে ভিন্ন	২১	
ব্রহ্ম ও পুরুষ	৩২	
পরমাত্মা ও ভগবান্	৩৩	
তদীয়-মায়াশক্তি	৫২	

বিষয় সূচী

তৃতীয় পাদে	শ্রীনাথায়ণের বিলাস মূর্তি	২৬
দ্বিতীয় ভাগ	তাহাদের নাম	২৭
চিচ্ছক্তির লক্ষণ	অযোধ্যা শ্রীপুরুষোত্তম দ্বারকা-মথুরা-বৈকুণ্ঠ	২৮
চিচ্ছক্তির আবিষ্কৃত বৈকুণ্ঠ বর্ণন	শ্রীগোলোক বা শ্রীগোকুল বৈকুণ্ঠ	২৮
বৈকুণ্ঠধাম ও তদগত বস্তুব্যাপারাদিতে	সপ্তাবরণ	৩০
সংশয় ও তন্নিরাস	প্রকটলীলা ও অপ্রকট লীলা	৩১
প্রাকৃত বিশ্ব পরিচ্ছিন্ন হয়ে উৎপত্তি প্রলয়যুক্ত,	স্বকীয়া ও পরকীয়া লীলা	৩২
অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ অপরিচ্ছিন্ন উপাদেয়, উৎপত্তি	মিতা ও নৈমিত্তিক লীলা	৩৪
প্রলয় বর্জিত	বড় খাতু লীলা	৩৪
বৈকুণ্ঠধামগত লীলাবৈচিত্র্য	অম্বর সংহারলীলা	৩৪
প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা	বেদ ভুল ভলীলা	৩৪
শ্রীবৈকুণ্ঠের ধাম সমূহ ও	সৃষ্টি লীলারহস্য	৩৫
পদার্থবৃন্দ	শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্	৩৫
শ্রীমাদ্রাঘণ বৈকুণ্ঠ	শ্রীকৃষ্ণরূপের বৈশিষ্ট্য	৩৫
অনন্তপুর	একরূপতা, সর্বরূপতা, প্রধামরূপতা,	
বহিঃপুর	সর্বনিঃসৃত	৩৭
মভা প্রাঙ্গণ	শ্রীগোকুল লীলার বৈশিষ্ট্য	৩৭
প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষ	শ্রীবৈকুণ্ঠগত ধাম সমূহের অবস্থান বৈশিষ্ট্য	৩৭
তৃতীয়-চতুর্থ কক্ষ	শ্রীবৈকুণ্ঠধামের বহিঃ-প্রদেশে বিরজাসমুদ্র	৩৮
পঞ্চম কক্ষ ষষ্ঠ কক্ষ	নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম	৩৮
সপ্তম কক্ষ	নায়াতুর্ধামী প্রথম মহাপুরুষ	৩৮
শ্রীবৈকুণ্ঠধামবাসী	কারণ-সমুদ্র ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড	৩৯
উপদেষ্টা, রক্ষক, পোষক, সেবক	চর্মমেত্রগ্রাহ সৌরজগৎ	৩৯
ভক্ত সম্প্রদায়	অনুভবযোগ্যতা	৩৯
ইন্দ্রাদি দেবগণ	অনন্তশক্ত্যাশ্রয় শ্রীভগবানের শক্তি	
শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবানের পরস্পর-শ্রীতি	প্রাকটোর রহস্য	৩৯
ব্যবহার	শক্তি লক্ষণ ও মুখ্যশক্তিবর্গ	৪০
শ্রীগুরু	চিচ্ছক্তি ও স্বরূপ	৪০
	মায়াশক্তি ও জীবশক্তি	৪০

বিষয় সূচী

চিচ্ছক্তি অনুগ্রহাত্মিকা	৪০	আত্মরভাব বীজ ও তদ্বিস্তার	৪৫-৫১
জীবশক্তি প্রজাস্থানীয়া	৪১	ঋণাবলীর আবিষ্কারেই স্বরূপের পরিপূর্ণতা	৪৫
মায়াশক্তি শাসনাত্মিকা	৪১	বৈভব ও শক্তিসহ স্বরূপদর্শনে আনন্দাধিক্য	৪৬
লীলাশক্তি, ধর্মশক্তি	৪১	মায়াশক্তি ও তৎকার্যের রূপগুণ এবং চিচ্ছক্তি ও	
কালশক্তি, পরিণমনশক্তি	৪১	তদ্বিলাসের রূপগুণ এক নহে	৪৬
আধারশক্তি, আদেশশক্তি	৪১	বিশ্বরূপোপাসনা ও তাহার ফল	৪৬
অনুধ্যামিত্বশক্তি	৪১	পরমেশ্বরহারোপে মুখ্যদেবোপাসনা	৪৭
প্রদানশক্তি, স্বসত্ত্বানুভবশক্তি	৪১	পরব্রহ্ম ও পরমেশ্বরজ্ঞানে গুরুচরণাশ্রয়	৪৭
শ্রীভগবানের নিত্যকর্ম	৪১	ভক্ত্যভক্ত্যবিচারহীন উপাসনা	৪৭
প্রেমবশ্তা শ্রীব্রহ্মজ্ঞানন্দন	৪১	শ্রীব্রহ্মরূপাদির প্রাধাত্যোপাসনা	৪৮
ভক্তগণের প্রেম-তারতম্যেই শ্রীভগবানের		মায়াশক্ত্যভিমিনি শ্রীচূর্ণার প্রাধাত্যোপাসনা	৪৮
গুণাবির্ভাব তারতম্য	৪১	নির্বিশেষ ব্রহ্মাবতার পঞ্চোপাসনা	৪৯
গোকুলবাসীগণ বিশুদ্ধ শ্রেমিক	৪১	শ্রীবিষ্ণুতে জীববিশেষবুদ্ধি	৪৯
ব্রজবাসীগণ মাধুর্যনিষ্ঠ	৪১	পরিচ্ছেদবাদ	৪৯
মাধুর্য ও ঐশ্বর্য	৪২	আভাসবাদ	৪৯
গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা	৪২	বলজীববাদ	৫০
মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতরতা	৪২	প্রতিবিম্ববাদ	৫০
দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা	৪২	অভাসবাদ	৫০
শ্রীনারায়ণবৈকুণ্ঠে কেবল ঐশ্বর্যপ্রধান	৪২	বাদনিরসন	৫১-৬
বলভদ্র, রুদ্র ও চতুরাননাদিতে ভক্তভাব	৪২	দৈবাত্মরভাব সম্প্রদায় প্রাকট্য	৫৩
ভক্তের উপাসনানুসারে ভগবানের প্রকাশ ভেদ	৪৩	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	৫৪
শ্রীভগবদ্বিগ্রহের আদর ও অনাদরে		আর্হত সম্প্রদায়	৫৫
দৈবাত্মরভাব ভেদ	৪৪	শ্রীশঙ্করাচার্যস্বামী	৫৫
শ্রীভগবদ্মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও শ্রীতি বেদকর্তৃক		প্রকৃত উপনিষৎ সিদ্ধান্ত	৫৭-৬
গোপনীয় কেন ?	৪৪	শ্রীশঙ্কর সিদ্ধান্ত	৫৬
নিগূর্ণতাচাক উপনিষদের রহস্য--দৃষ্টান্ত	৪৫	তন্নত বিবেচন	৫৬
বেদবাক্য সমূহ সূত্রস্থানীয়, ইতিহাস ও		শ্রীরামানুজাচার্যস্বামী ও তন্নত	৫৮
পুরাণাদি তত্ত্বাত্মক স্থানীয়	৪৫	শ্রীমদ্ভক্তাচার্যস্বামী ও তন্নত	৫৯
নির্বিশেষ ব্রহ্মানুশীলন ও তাহার ফল	৪৫	সিদ্ধান্ত তারতম্যাবাদীত্রয়	৬০

বিষয় সূচী

উপাসনা তারতম্যাদিত্রয়	৬০	প্রথমাবস্থা	৮৭-৮৯
শ্রীমদাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী ও তন্ত্রত	৬০	দ্বিতীয়াবস্থা	৮৭-৯০
শ্রীনিম্বার্কীচার্য্য স্বামী ও তন্ত্রত	৬১	তৃতীয়াবস্থা	৯০-৯১
শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাপ্রভু ও		দৈব ও অদৈব ভাব	৯১-৯৩
তন্ত্রত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ	৬২	ত্রেতাযুগীয় সমাজ	৯৩-৯৫
শ্রীভগবদ্ভাক্যে শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার	৬৪	চতুর্থী অবস্থা	৯৩-৯৪
দেবতত্ত্ব—পরমেশ্বরের সৃষ্টাদির সহায়ক	৬৬	পঞ্চমী অবস্থা	৯৫
দেবগণের পরিচয়	৬৭	দ্বাপর যুগীয় সমাজ	৯৫-৯৭
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	৬৮	ষষ্ঠী অবস্থা	৯৫
বাস্ত্বিত্বলদাতা	৭০	সপ্তমী অবস্থা	৯৬
দেবগণ পরমেশ্বরাধীন	৭৩	কলিযুগীয় সমাজ	৯৭-১২০
চিত্তভেদে প্রাপ্যভেদ	৭৪	অষ্টমী অবস্থা	৯৭-৯৮
অপ্রাকৃতচিত্তে বৈকুণ্ঠ	৭৪	নবমী অবস্থা	৯৮-১০৩
নিবৃত্তচিত্তে ব্রহ্মসাধুজা	৭৫	দশমী অবস্থা	১০৩-৫১
বিশুদ্ধচিত্তে সত্যাদিলোক	৭৬	পুনরাবৃত্তি	১০৫-১৬
সবলচিত্তে স্বর্গাদিলোক	৭৭	অবৈদিক পাষণ্ডমার্গ	১০৪
দুর্বলচিত্তে ভৌতিক সৌরলোক	৭৭	উপদেষ্টা চিকিৎসকস্বরূপ	১০৬
গুরাণাদি শাস্ত্রবর্ণিত বিশ্ব ও দৃশ্যবিশ্ব	৮০	উপদেষ্টার উপদেশবাক্যই গ্রাহ্য	
গোত্র—আদিপুরুষ ? অথবা কুলাচার		উপদেশের অননুগত আচরণ গ্রাহ্য নহে	১০৮-৯
প্রবর্তক স্থায়ি	৮৩	সমাজ পর্যালোচনা	১০৯-১১৪
কুলাচার ও দেশাচার	৮৪	মনুষ্যস্বভাবভেদে যুগভেদ	১১৫
এই বিশ্ব ধ্যানময়	৮৫	যুগভেদে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্ত	১১৫
যাহা ধোয়রূপে গৃহীত হয়,		কলিযুগের শেষাবস্থা	১১৬
তাহাই সত্যরূপে প্রাপ্য হয়	৮৫	য়েচ্ছ সম্প্রদায় ভেদ	১১৭
সত্যাদি যুগভেদ কেন ?	৮৬	ত্রিবিধ নাস্তিক	১১৮
সমাজের বৈষম্যেই যুগভেদ	৮৭-১২৬	সত্যাস্থেয়ী সম্প্রদায়	১১৮
সত্যযুগীয় সমাজ	৮৭ ৯৬	পূর্ণ নাস্তিক ও অর্ধ নাস্তিক	১১৯
সামাজিক অবস্থা ভেদ	৮৭-৮৯	বৈদিক যজ্ঞের অভাবেও তান্ত্রিক	

বিষয় সূচী

শ্রীনামসংকীর্তন যজ্ঞের সদ্ভাব	১২০	দৃশ্যাদৃশ্য উভয়বিশ্বে	১২৯
শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীকল্কি	১২১	সদস্য সংসর্গাদির গুণদোষে-সমাজে	
দৃষ্টনাশন কি অযৌক্তিক ?	১২১	সদস্য স্বভাব গঠন	১৩১
দৃষ্টনাশনেই শিষ্টের পালন	১২১	আকাশস্থ গ্রহগণের কার্যকারিতা	১৩১-১৩৯
অস্য স্বভাবকে সৎ স্বভাবে আনয়নে		কর্ম, দৈব, গ্রহ, কাল ও স্বভাবাদি	
শ্রীহরিভক্তিই সমর্থ	১২২	সকল শক্তির আশ্রয় পরমেশ্বর	১৩৯
সত্যযুগের প্রচার	১২২	দৃশ্য সৌরবিশ্ব পরমেশ্বর সৃষ্ট হইলেও	
বিশ্বে ধর্ম এক অথবা বহু ?	১২৩	ধ্যানময় ও জ্ঞানময় বিশ্ব জীবকল্পিত ?	১৪১
বৈদিক (কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি) মার্গত্রয়	১২৪	অতএব শ্রীভগবানের ভগবদ্ভাও	
শ্লেচ্ছ সমাজ হইতে বৈদিক সমাজ	১২৫	পারমেশ্বর্য অসিদ্ধ	১৪১
বৈদিক কর্ম সাংখ্য যোগ জ্ঞান		সমাধান-- বনাদি দৃষ্টান্তেও পারমেশ্বর্য সিদ্ধ	১৪১
বৈরাগ্য বিজ্ঞানের অসামর্থ্য	১২৫	বস্তুতঃ ভগবদ্ব্যয় জ্ঞেয় বিষয়ের একাংশই	
ভক্তিমার্গই শ্লেচ্ছধ্বংসী ও সৎস্বভাব প্রাপক	১২৫	জীবগণের ধোয় ও জ্ঞেয়	১৪৩
তন্মধ্যে শ্রীভগবান্নাম-রূপগুণলীলাদির শ্রবণ		দৃশ্যবিশ্বের প্রাণিগণের পরলোকে ভোগ	
কীর্তন স্মরণই পরম সমর্থ	১২৫	সিদ্ধির জন্ম ধোয় ও জ্ঞেয়বিশ্ব প্রয়োজন	১৪৫
সমাজে সদগুণনিষ্ঠতা ও অসদগুণ		বিচিত্র সৃষ্টিকোশলী পরমেশ্বর,	
নিষ্ঠতার কারণ কি ?	১২৬	জীব নহে	১৪৮-৫০
সমাধান--গোষ্ঠীবিশেষের জন্মকাল	১২৬	সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়	১৫১-৫৪
চতুর্থগুণীয় স্বভাববৈধম্য			



श्रीश्रीराधागोविन्दौ जयतः

आस्तिक-दर्शनम्

प्रथमः पादः

प्रसादलवतो यस्य दुर्मन्त्राः सुमेधायते ।
तं नौमि सततं विश्रम्भरं सर्वजनाश्रयम् ॥
खवेदसूत्रैरादिमे पाद आस्तिक्यदर्शने ।
जड़जीवेश्वरतत्त्वं प्रमाणैर्दशितं स्फुटम् ॥

ॐ नमः श्रीकृष्णाय । प्राचीनैर्वेदादिशास्त्रा-
नुगैस्तत्त्वनिर्णयाय प्रत्यक्षानुमानशब्दैतिह्योपमाना-
र्थाभित्यनुपलब्ध्यन्यथानुपपत्तिसम्भवस्वानुभवरूपाणि
दश प्रमाणानि निर्णयन्ते । तेषु प्रत्यक्षादीनि
चतुर्थैव मुख्यान्यन्ये प्राप्येष्वन्तर्भूतत्वात् । पुनस्तत्र
प्रत्यक्षशब्दौ परममुख्यतया गणितौ, अनुमानस्यात्य-
न्तिकप्रत्यक्षानुमापकत्वादितिह्यस्य शब्दमूलत्वाच्च । परं
प्रत्यक्षस्य परममुख्यत्वेऽपि तेन ज्ञानिनामेव तत्त्व-

निर्णयो, न तृज्ञानाम् ; यतो भ्रमप्रमाद्विप्रलिप्सा-
करणापाटवरूपदोषचतुष्टयमस्य परिपन्थि । शब्दा-
श्रयमन्तरेण केवलप्रत्यक्षेण गुरुशिष्ययोरध्यापना-
ध्ययनकर्म, पान्थस्य मार्गज्ञानं, परित्राजां देश-
निश्चयः, देशकालपदार्थाच्छादितानां परिचयः, नृपाणां
राष्ट्रचिन्ता, सार्थवाहानां वाणिज्यं, पूर्वपितृवोधः,
अन्यान्तःकरणव्यापारज्ञानं, भृत्यानां सेवा, अन्येषामपि
व्यवहारादयो न सम्भवन्ति । अतः निखिलप्रमाणेषु
शब्दप्रमाणमेव गरीयः । वेदतदनुगतशास्त्राणि
पारमेश्वरशक्तिप्रसूताभ्रान्तवाक्यानीति परममुख्य-
प्रमाणत्वेन स्वीकृतानि । किन्तु जडासक्ताः प्रत्यक्ष-
मालविश्वासवन्तश्चिदालोकनविमुखा ज्ञानदुर्बला-

प्राचीन वेदादिशास्त्रानुगत त्वविज्ञ व्यक्तिगण तत्त्व-
निर्णय जगत् प्रमाणावेक्षण करिया प्रत्यक्ष, अनुमान,
शब्द, ऐतिह्य, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अन्वया-
नुपपत्ति, संभव ओ निजानुभव-रूप दशविध प्रमाण
मिर्णयपूर्वक प्रत्यक्षादि प्रमाण-चतुष्टयके मुख्यरूपे
स्थिर करियाछेन ; येहेतू अज्ञात प्रमाणसकल एहि
प्रमाण-चतुष्टयेर अस्तुभुक्त हईया থাকे । उक्त
प्रमाण-चतुष्टय मध्ये अनुमानेर अत्यन्त प्रत्यक्षानु-
गत्यहेतू ओ ऐतिह्येर प्रकारान्तरे शब्दहेतू प्रत्यक्ष
एवं शब्द एहि प्रमाणद्वयके परममुख्यरूपे स्वीकार

करियाछेन । किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण परममूख्य हईलेओ
तद्द्वारा विज्ञेयइ तत्त्वनिर्णय हईया থাকे, अज्ञेय हय
ना । येहेतू भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, इन्द्रियेय
अपटुता-रूप दोष-चतुष्टय ताहार विरोधी । शब्दके
आश्रय ना करिया केवल प्रत्यक्षद्वारा गुरु ओ छात्रेय
पठन ओ पाठन, पथिकेय मार्गज्ञान, भ्रमणकारीय
देशज्ञान, देशकालवस्तुद्वारा आच्छादित वस्तुय ज्ञान,
राजाय राज्यपालन, वणिकेय वाणिज्य, पितृपिता
महादिय परिचय, अन्तेर अन्तःकरण-व्यापारज्ञान,
भृत्येय सेवाकार्य, अन्त बहव्यवसायीय व्यवसाय

শ্চার্বাকজৈনবৌদ্ধাদয়স্তানি বেদবেদাঙ্গাদীনি স্বার্থপর-
বশ্চকানাং স্বকপোলকলিতানি মন্যন্তে । বেদাদি-
শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যার্থেষু যে খলু বিশ্বাসন্তস্ত
এবাস্তিকা অন্যে চ নাস্তিকাঃ । তস্মাজ্জড়শক্তি-
পরাণাং প্রত্যক্ষবাদিনাং নাস্তিক্যমতনিরাসার্থং
প্রত্যক্ষপ্রমাণৈরেব পাদচতুষ্টয়াত্মকসমত্বত্রিশদধিক-
শতসূত্রৈরাস্তিক্যদর্শনমিদং প্রণীযতে । বেদাদি-
শাস্ত্রাণ্যনুজীকৃত্য নাস্তিকা বদন্তি,—“প্রত্যক্ষবিশ্বে
দৃশ্যমানজড়চৈতন্যযোজ্যমেব নিত্যম্, অপরন্তু
তদাগন্তুকগুণোঽনিত্যম্ । বিশ্বস্যোত্পত্তিলয়ী ন
স্তঃ, অতোঽকর্তৃকং যতো ন দৃশ্যতে । য এবাংশিক-
পরিণামঃ সোঽস্য স্বभावः । ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম-
রূপस्यास्य जगतः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा एव गुणाः ।

পঞ্চমহাভূতানাং সম্মেলনাৎ কচিৎ চৈতন্যসম্ভবঃ ।
অযোগ্যস্থলেষু তদ্বিনাশঃ । স্বभावत एव महाभूतानां
संहत्या वृक्षवीरुतृणगन्धपत्रपुष्पफलमूलपशुविहग-
मनुष्यजलस्थलखचरादीनां देहपरिणामः । देहात्
स्वभावेनैव चैतन्योत्पत्तौ दर्शनश्रवणाघ्राणपान-
भोजनस्पर्शनग्रहणगमनविषमत्वादित्यागसंकल्पस्मरण-
विस्मरण-कामक्रोधलोभादीनां जन्म । देहस्याकर्मण्य-
तया चैतन्यलये तत्कार्याणां ध्वंसः । देहादेव
शुक्लशोणितादিক্রমেण पुनर्देहोद्भवः, वृक्षादिभ्यो बीज-
ङकुरादिक্রमेण भूयो वृक्षादीनामुद्भवः । अतो नित्य-
रूपाणां जीवेश्वराणां पुनर्जननस्वर्गनिरयपातालव्रह्म-
लोकवैकुण्ठादीनां सत्ता स्वार्थपराणां कल्पनामात्रम् ।
तत् को विधिनिषेधो वा, किं शोभनमशोभनम् वा,

ইত্যাদি হইতে পারে না । অতএব কেবল শব্দ-
প্রমাণকেই অর্থাৎ বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসকলকেই
পারমেশ্বরী শক্তিপ্রসূত অভ্রান্ত বাক্যরূপে স্বীকার
করিয়া থাকেন । কিন্তু প্রত্যক্ষমাত্রবিশ্বাসী বিষয়-
পরায়ণ জ্ঞানদুর্বল ব্যক্তিগণ উক্তশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস
না করিয়া উক্ত শাস্ত্রসকলকে স্বার্থপর ব্যক্তিগণের
প্রকল্পিত মনে করিয়া থাকেন । যে-সকল ব্যক্তি
বেদাদিশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়সকলের অস্তিত্ব স্বীকার
করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলা যায় ;
যাঁহারা উক্ত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে
নাস্তিক বলা হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষমাত্রবিশ্বাসী উক্ত
নাস্তিকগণের প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা নাস্তিক্যানিরসনাভি-
প্রায়ে পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত সপ্তচত্বারিংশদধিক শত-
সূত্রদ্বারা আস্তিক্য-দর্শনকার গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছেন ।
নাস্তিকগণ বেদাদিশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়সকলের
অস্বীকারপূর্বক তদ্বিপরীতে বলিয়া থাকেন :—এই
প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিশ্বমধ্যে যে জড় ও চৈতন্যরূপ
দুইটা বস্তু দেখা যাইতেছে, তন্মধ্যে জড়বস্তুই নিত্য ও
মূলস্বরূপ । চৈতন্যবস্তু ঐ জড়বস্তুর আগন্তুক গুণমাত্র,

অতএব অনিত্য । এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিশ্বের
উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, কেহ কর্তাও নাই, তাঁহা
থাকিলেই অবশ্য দেখা যাইত । অতএব এই দৃশ্যমান
বিশ্ব নিত্য ; যে আংশিক পরিণাম দৃষ্ট হইতেছে,
তাঁহা এই বিশ্বের স্ব গবমাত্র । পৃথিবী, জল, অগ্নি,
বায়ু, আকাশস্বরূপ এই বিশ্বের শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
রস, গন্ধ,—এই পাঁচটি গুণমাত্র । পূর্বেবক্ত পঞ্চ-
মহাভূতের সম্মিলনে স্থানবিশেষে চৈতন্যের উৎপত্তি
হইয়া পড়ে । অযোগ্যস্থলে চৈতন্যের বিনাশ হইয়া
থাকে । স্বভাবসিদ্ধগুণে এই পঞ্চমহাভূত মিলিত
হইয়াই নানা বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, পত্র, পুষ্প, ফল,
মূল, পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি স্থলচর, জলচর, খচরাদি-
দেহরূপে পরিণত হইয়াছে । এই দেহসকল হইতে
চৈতন্য উৎপন্ন হইলে দর্শন, শ্রবণ, আত্মাণ, পান,
ভোজন, স্পর্শন, গ্রহণ, গমন, মলমূত্র-শুক্রত্যাগ,
সঙ্কল্প, স্মরণ, বিস্মরণ, কাম, ক্রোধ, লোভাদি হইয়া
থাকে । যে-কালে দেহের অকর্মণ্যতা-হেতু চৈতন্যের
বিনাশ হইয়া যায়, সেকালে আর ঐসকল হইতে
পারে না । দেহ হইতে শুক্রগোণিত-ক্রমে পুনর্ব্বার

খাদ্যমখাদ্যং বা, পূজ্যমপূজ্যং বা, কৰ্ত্তব্যমকৰ্ত্তব্যং বা ? সৰ্ব্বাণ্যেব স্বার্থপরাণাং স্বকপোলবিজৃম্বিতানি । যদ্রোচতে তদেব কাৰ্য্যম্ । কথং মন্দামন্দবিচারঃ, নিঃপ্রয়োজনং সৰ্ব্বমেতৎ । ইত্যাদি—” । বেদতদনুগত-
শাস্ত্রাণি তত্প্রতিপাদ্যানে চাসংখ্যেয়ানি, তথা সুবিস্তৃতানি । অতোঽস্মিন্ সংশ্লিষ্টভাষ্যেঽবর্ণনীয়ানি । তত্বজিহ্বাসুমিঃ শাস্ত্রসাগরোদ্ধৃতয়া ‘রত্নমালয়া’
বিভূষিতৈর্বেদার্থতত্বদীপিকা মালোক্য সিদ্ধান্তসার
এব জাতম্ । অথ হরিমুক্তিসৰ্ব্বস্বং ‘গোবিন্দ-
পরিচর্যা’ লব্ধ্বা ধৰ্ম্মজ্ঞানেষু নিঃসংশয়ৈৰ্ভবিতচ্যম্ ।
তথাপি বেদানাং তদনুগতশাস্ত্রাণাং চ চৈতন্যমেব নিত্যম্,
চিচ্ছক্তিমদ্ভবস্তুেব চৈতন্য, তদ্বিপরীতং চ জড়ম্ ইতি
সারসিদ্ধান্তঃ । চৈতন্যে পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নে द्वे ।

অপরিচ্ছিন্নচৈতন্যমেব সৰ্ব্বেষাং মূলম্, সৰ্ব্ব-
শক্তিমশ্চ । পরিচ্ছিন্নচৈতন্যং তচ্ছক্তিশেষঃ
সংখ্যাতোতঃ । তৎ সৰ্ব্বমূলং পরতত্বং যৎ পরব্রহ্ম,
পরমাত্মা, ভগবানিতি শব্দ্যতে, সম্রাটস্থানীয়ম্ ।
তচ্ছক্তয়ো রাজপুরুষাঃ, কাৰ্য্যাণি চ রাজ্যানি ।
পরিচ্ছিন্নচৈতন্যানি এব জীবাঃ প্রজাস্থানাঃ । অসৌ
সম্রাট্ পরমেশো জীবরূপাভিঃ প্রজাভিঃ সহ প্রীতয়ে,
স্বানন্দানুভবায় চ নিত্যশক্তিঃ স্তত্কাৰ্য্যাণি চাবি-
ষ্করোতি । এষেব তস্য ভগবত্তা । বিমূঢ়ান্ জীবা-
দৃণ্ডয়িতুশ্চ অনিত্যশক্তিতত্কাৰ্য্যাণাং চ সর্গস্থিতি-
সংহারাংশ্চ নিৰ্ম্মাতি । এতদেব তস্য পরমাत्मत्वम् ।
শক্ত্যাবিষ্করণে নিরপেক্ষত্বমেব তস্য পরব্রহ্মত্বম্ ।
নিত্যশক্ত্যাবিষ্কৃতা বৈকুণ্ঠলোকাঃ । অনিত্যাভিঃ

দেহ হইতেছে ; বৃক্ষলতা হইতে বীজ-অঙ্কুরক্রমে
পুনর্ব্বার বৃক্ষ-লতা হইতেছে । অতএব নিত্যরূপ জীব
নাই, পরমেশ্বর নাই, পুনর্জন্ম নাই ; স্বর্গ, নরক,
পাতাল, একলোক, মহলোক, বৈকুণ্ঠ,—এসকল
কিছুই নাই, সকল মিথ্যা, কেবল স্বার্থপর-ব্যক্তিগণের
কল্পিতমাত্র । এই সকল থাকিলে অবশ্য দেখা যাইত ।
অতএব বিধি কি ? নিষেধ কি ? ভাল কি ? মন্দ
কি ? খাওয়া কি ? অখাওয়া কি ? পূজা কি ? অপূজা
কি ? কর্ত্তব্য কি ? অকর্ত্তব্য কি ? কিছুই নাই ।
সকলই স্বার্থপর-ব্যক্তিদিগের কল্পনামাত্র । অতএব
যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করা উচিত । কর্ত্তব্য-
কর্ত্তব্য বিচার কি ? ভাল মন্দ বিচার কি ? এসকলে
কিছুই প্রয়োজন নাই ; ইত্যাদি । বেদ, বেদানুগত
শাস্ত্রসকল ও তত্ত্ব-প্রতিপাদ্য বিষয়সকল অতিবিস্তৃত
ও অসংখ্য । অতএব তদ্বর্ণন এই অত্যল্পফলেবর
ভাষ্যে সম্ভব হইতে পারে না । তত্ত্বচ্ছাত্র-জিজ্ঞাসু
ব্যক্তিগণ তত্ত্বচ্ছাত্র-নাগর-সমুদ্বৃত ‘সুবিজ্ঞানরত্নমালা’য়
বিভূষিত হইয়া ‘বেদার্থতত্বদীপিকা’ নামক গ্রন্থের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সারতত্ত্ব জানিতে

পারিবেন । তদনন্তর হরিভক্তসর্ব্ববশ ‘গোবিন্দ-
পরিচর্যা’ লাভ করিলে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞানে নিঃসংশয়
হইবেন । তথাপি বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের
সার এই যে, চৈতন্যবস্তুই নিত্যপদার্থ, চিচ্ছক্তি অর্থাৎ
জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট বস্তুকেই চৈতন্য বলা যায় ।
তদ্বিহীন বস্তুকে জড় বলা হইয়া থাকে । এই চৈতন্যবস্তু
দুই প্রকার । এক অপরিচ্ছিন্ন, অণু পরিচ্ছিন্ন ।
এ অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই সর্ব্বমূলস্বরূপ এবং সর্ব্বশক্তি-
বিশিষ্ট । পরিচ্ছিন্নচৈতন্য তাঁহার শক্তিশেষ এবং
অসংখ্য । এই সর্ব্বমূলস্বরূপ পরতত্ত্ববস্তু পরব্রহ্ম,
পরমাত্মা এবং ভগবান্ নামে খ্যাত ও সম্রাটস্থানীয় ।
তাঁহার শক্তিসকল রাজপুরুষস্থানীয় ও কাৰ্য্যসকল
রাজ্যস্থানীয় । পরিচ্ছিন্নচৈতন্যসকল জীবনামে খ্যাত
ও প্রজাস্থানীয় হইয়াছেন । এই সম্রাট্ পরমেশ্বর
জীবরূপ প্রজাগণের সহিত প্রীতিস্থাপন জন্ত, তদীয়
আনন্দবিধান জন্ত নিত্যশক্তি এবং তৎকাৰ্য্যসকলের
আবিষ্কার করিয়া থাকেন ; ইহাই তাঁহার ভগবত্তা ।
শক্তিকার্য্যে বিমুক্তজীবগণের দণ্ডবিধান জন্ত, অনিত্য-
শক্তি ও তৎকাৰ্য্যসকলেরও সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার

সৃষ্টানি ব্রহ্মাণ্ডাদীনি চতুর্দশভূবনানি তথা দৃশ্যমানং
বিশ্বমেব সৌরজগৎ । অসাৱনিত্যশক্তিৱেৱ মায়া,
গ্রাহ্যগ্রাহকভেদাত্ দ্বৈধং জাতম্ । তত্র স্থূলসূক্ষ্মে দ্বৈ
গ্রাহ্যে । সূক্ষ্মাণি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ ।
স্থূলানি চ দ্বিত্যপ্তেজোমরুদ্রোমানি পঞ্চ । অন্ত-
র্বহিরিन्द्रিয়ভেদেন গ্রাহকৌ দ্বৌ । অন্তরিन्द्रিয়াণি পঞ্চ,
প্রকৃতিচিন্তাভঙ্কারবুদ্ধিমনাসি । বহিরিन्द्रিয়াণি দ্বিধা
জ্ঞানকর্ম্মভেদাত্ । শ্রোত্রতৃগন্ধীরসনাঘ্রাণানি জ্ঞানেन्द्रি-
য়াণি । বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থান্যেৱ কর্ম্মেन्द्रিয়াণি ।
স্থাৱরজঙ্গমাत्मকং সৰ্ব্বং বিশ্বং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদাত্মৈঃ
পঞ্চৱিংশতিতত্ত্বং গণিতম্ । প্রতিদেহে কর্ম্মাধীনো জীবঃ
প্রবিষ্টঃ । পরমেশ্বরঃ স্বাধীনো নিখিলবিশ্বে দেহেষু চ
পরমাत्मরূপেণ প্রবিষ্টোঽপি বহিরপি বিদ্যতে । জীৱাঃ

স্বকর্ম্মণা দেৱমনুষ্যতীৰ্থ্য গৃহস্থতৃণপাষাণাদিয়োনিষু
গচ্ছন্তি । কদাচিত্ পাপেন নরকং পুণ্যেন চ দিৱং
ভুক্তে । কদাপি বিবেকবৈরাগ্যাদিমন্তো ব্রহ্মাদে-
লোকান্ প্রাপ্য মুচ্যন্তে । প্রীত্যা ভগৱদ্বাস্তি চ
গচ্ছন্তি । কেৱলা বিষয়াসক্তিৱেৱ জীবানামীদৃক্-
সংসৃতেহঁতুঃ । অতো বিষয়াসঙ্গত্যাগায়ৈৱ সসাধন-
বিবেকবৈরাগ্যযোগপ্রীত্যাदीনামৱকাশঃ । প্রোক্তশাস্ত্র-
প্রতিপাদ্যানাং প্রত্যক্ষীকরণায় সূত্রকারঃ প্রথমং সূত্রম-
ৱতারণতি—

ॐ অথাস্তিক্যানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

অত্র প্রণবেন সৰ্ব্বং বিঘ্ননিৱারণায় নিখিলশাস্ত্র-
প্রতিপাদ্য পরতত্ত্বং স্মৃৎৱা প্রণতির্বিধীয়তে । অথ-
শব্দেনাধিকারঃ প্রদর্শ্যতে । বেদতদনুগতশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য-

করিয়া থাকেন; ইহাই তাঁহার পরমাত্মা । উক্ত শক্তি-
সকলের আৱিকরণে তাঁহার নিরপেক্ষতাই, তাঁহার
পরব্রহ্ম । নিত্যশক্তিদ্বারা আৱিকৃত বৈকুণ্ঠসমূহ ।
অনিত্যশক্তিদ্বারা সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডসকল, তন্মধ্যগত চতুর্দশ-
ভূৱন এবং দৃশ্যমান বিশ্বই সৌর-জগৎ । ঐ অনিত্য
শক্তিই মায়া নামে খ্যাতা ও গ্রাহ্য, গ্রাহকরূপে দ্বিবিধ
ভেদপ্রাপ্ত । গ্রাহ্য দুই প্রকার; স্থূল ও সূক্ষ্ম ।
সূক্ষ্ম পঞ্চ প্রকার; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ।
স্থূল পঞ্চ প্রকার; পৃথিৱী, জল, অগ্নি, বায়ু ও
আকাশ । গ্রাহকও দুই প্রকার; অন্তরিन्द्रিয় ও
বহিরিन्द्रিয় । অন্তরিन्द्रিয় পঞ্চ প্রকার—মূলপ্রকৃতি,
চিন্তা, অহংকার, বুদ্ধি এবং মন । বহিরিन्द्रিয় দুই
প্রকার; কৰ্ম্মেन्द्रিয় এবং জ্ঞানেन्द्रিয় । জ্ঞানেन्द्रিয়
পঞ্চ প্রকার—শ্রোত্র, তৃক, চক্ষুঃ, জিহ্ৱা এবং ভ্রাণ ।
কৰ্ম্মেन्द्रিয়ও পঞ্চ প্রকার—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু এবং
উপহঃ । গ্রাহ্যগ্রাহক-ভেদপ্রাপ্ত এই পঞ্চবিংশতি
তত্ত্বদ্বারা স্থাৱরজঙ্গম-দেহসহিত সমুদয় বিশ্ব উৎপন্ন
হইয়াছে । প্রত্যেক দেহে কর্ম্মাধীন জীববিশেষ
প্রবিষ্ট আছে । পরমেশ্বরও সমগ্র বিশ্বে এবং দেহ-

সকলে স্বাধীনভাবে পরমাত্মরূপে প্রবিষ্ট আছেন
এবং তদ্বাহিরেও বিদ্যমান । জীবসকল নিজ নিজ
কর্ম্মদ্বারা কোনকালে দেৱতা, কোনকালে মনুষ্য,
কোনকালে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ
এবং পাষাণ দেহ ধারণ করিতেছে; কোনকালে
পাপফলে নরকভোগ, কোনকালে পুণ্যফলে স্বর্গভোগ
করিতেছে । কোনকালে বিবেকবৈরাগ্যযোগবলে
ব্রহ্মলোকাদি লাভ করিতেছে, মুক্ত হইতেছে এবং প্রীতি-
বলে ভগৱদ্বাস্তিও গমন করিতেছে । একমাত্র বিষয়া-
সক্তিই জীবের পূর্বেবাল্ল প্রকার সংসারের কারণ
হইয়া থাকে । ঐ বিষয়াসক্তিত্যাগের জন্ম সসাধন
বিবেক, বৈরাগ্য, যোগ, প্রীতি প্রভৃতির প্রয়োজন
ইত্যাদি । উক্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়সকল প্রত্যক্ষ
করাইবার উদ্দেশ্যে সূত্রকার প্রথম সূত্রের অবতারণা
করিতেছেন ।

এস্থলে প্রণবদ্বারা সর্ববিঘ্ন নিৱারণ জন্ম সর্ব-
শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব-বস্তুর অরণ্যপূর্বক প্রণতি
বিধান করা হইয়াছে । অথ শব্দদ্বারা অধিকার
প্রদর্শন করা হইয়াছে । বেদ বেদানুগত শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য

বিষয়ান্ প্রতি অস্তিত্বভাবো যেন জায়তে তাৎক্ষণিকশিক্ষা
শাস্ত্রমধিক্রিয়তে । এষ এব প্রথমসূত্রার্থাঃ ॥ ১ ॥
অথ দ্বিতীয়সূত্রেণ বিষয়া উচ্যন্তে ।

দেহান্তঃকরণজীবপরমেশ্বরঃ

পূর্ব্বাশ্রয়াঃ ॥ ২ ॥

এতৎপাং পরাণি পূর্ব্বোচ্যামাশ্রয়ো মূলং ভবতি । যথা
দেহাশ্রয়োন্তঃকরণানি, দেহান্তঃকরণানাং জীবাঃ,
সর্ব্বোচ্যঃ চ পরমেশ্বরঃ । অনেন পূর্ব্ববস্তুনি পরোচ্য-
মাশ্রিতানিপি সিদ্ধম্ । যথা ইশ্বরশ্রিতো জীবান্তঃ-
করণদেহাঃ, জীবস্য অন্তঃকরণ-দেহৌ, অন্তঃকরণা-
শ্রিতশ্চ দেহঃ । অস্মিন্ মাধ্যৈ বেদতদনুগতশাস্ত্রৈঃ
প্রতিপাদিতানি এব প্রদর্শ্যন্তে সূত্রৈঃ । ন তু শাস্ত্র-

প্রমাণানি সমুদ্রিয়ন্তে । যুক্তয়ঃ প্রত্যক্ষাণ্যপি
নিরূপ্যন্তে, যতো নাস্তিক্যঃ স্তু প্রত্যক্ষবাদিনো
যুক্তিপরাশ্চ । শাস্ত্রপ্রমাণানি নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি ।
তত্ত্বপ্রমাণাদির্দৃশ্বো 'বেদার্থতত্ত্বদীপিকায়া'ম্ সমুদ্র-
তানি তান্যেব পশ্যেযুঃ ॥ ২ ॥

প্রোক্তসূত্রদ্বয়ার্থং শ্রুত্বা নাস্তিক্যৈরুচ্যতে :—জড়মেব
নিত্যম্, চৈতন্যং তদগুণঃ । সম্ভূয়মানানাং পञ্চ-
ভূতানাং দেহপরিণামাত্ চৈতন্যসম্ভবঃ । তন্মন এব ।
পञ্চানাম্ দিয়োগাত্ চৈতন্যনাশো মৃত্যুরুচ্যতে । অতো
মনসোঃতিরিক্তস্য জীবস্য পরমেশ্বরস্য বা সত্তা
নাস্তি, অন্যথা দৃশ্যতে এব । অথ সূত্রকৃতা দেহান্তঃ-
করণযোর্মিচ্ছত্বং, দেহস্যান্তঃকরণাধীনতা তত্-
পরিণতিশ্চ নিরূপিতা । পরৈরন্তঃকরণস্য জীব-

বিষয়সকলের প্রতি অস্তিত্বস্বীকাররূপ ভাব, যাহা
দ্বারা হইতে পারে, তদনুগত শিক্ষাপ্রদানরূপ
শাস্ত্র অধিকৃত হইতেছে । ইহাই প্রথম সূত্রের অর্থ ।
তদনন্তর দ্বিতীয় সূত্রদ্বারা তত্ত্ব শাস্ত্রপ্রতিপাদ-
বিষয়ের উক্তি করিতেছেন ॥ ১ ॥

দেহ, অন্তঃকরণ, জীব ও পরমেশ্বর ইহারা পূর্ব্বের
আশ্রয় হইয়াছেন । ইহার ফলিতার্থ এই যে, এই
সূত্রমধ্যে দেহ, অন্তঃকরণ, জীব ও পরমেশ্বররূপ
বস্তুচতুষ্টয়ের উক্ত হইলেন । উক্ত বস্তুচতুষ্টয়ের
পর পর বস্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুর আশ্রয় অর্থাৎ মূল
হইতেছেন । যথা দেহের আশ্রয়—অন্তঃকরণ, দেহ ও
অন্তঃকরণের আশ্রয়—জীব, দেহ, অন্তঃকরণ এবং
জীবের আশ্রয়—পরমেশ্বর হইয়া থাকেন । ইহাদ্বারা
পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তু যে পর পর বস্তুর আশ্রিত তাহাও
সিদ্ধ হইল । যথা পরমেশ্বরের আশ্রিত জীব, অন্তঃ-
করণ এবং দেহ ; জীবের আশ্রিত অন্তঃকরণ এবং দেহ ;
অন্তঃকরণের আশ্রিত দেহ হইয়া থাকে । এই ভাষ্যে
বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসকলদ্বারা যাহা প্রতিপাদিত
হইয়াছে, তাহাই কেবল সূত্রানুসারে প্রদর্শন করা

হইবে । উক্ত শাস্ত্রসমূহের প্রমাণসকল সমুদ্রুত হইবে
না । কেবল যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসকল প্রদর্শিত
হইবে । যেহেতু নাস্তিকগণ কেবল প্রত্যক্ষপ্রমাণ
এবং যুক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন । শাস্ত্রীয়প্রমাণ-
সকল স্বীকার করেন না । যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রীয়-
প্রমাণসকল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা 'বেদার্থতত্ত্ব-
দীপিকা'-গ্রন্থে সমুদ্রুত শাস্ত্রপ্রমাণসকল দেখিবেন ॥ ২ ॥

পূর্ব্বসূত্রবর্ণিত শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয় শ্রবণ করিয়া
নাস্তিকগণের পক্ষ হইতে বলা হইল, জড়বস্তুই নিত্য,
চৈতন্যবস্তু জড়বস্তুর গুণমাত্র । পঞ্চভূত একত্র হইয়া
দেহাকারে পরিণত হইলে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া
থাকে, তাহাকেই মন বলা যায় । পঞ্চভূত বিযুক্ত
হইলেই ঐ চৈতন্যের বিনাশ হইয়া যায়, ইহাকেই
মৃত্যু বলা হইয়া থাকে । অতএব মৃত্যুর পরে আর
চৈতন্য থাকে না । মনের অতিরিক্ত আর জীব বা
পরমেশ্বর নাই, থাকিলে অবশ্য দেখা যাইত । ইতি ।

তদনন্তর আস্তিক সূত্রকার দেহ হইতে অন্তঃ-
করণের ভিন্নত্ব, দেহের অন্তঃকরণাধীনত্ব এবং অন্তঃ-
করণপরিণামত্ব, এই সকল দ্বারা অন্তঃকরণের জীব-

শক্তিত্বপ্রদর্শনার্থং সূত্রপঞ্চকমুচ্যতে । আদাবন্তঃ-
করণাধীনত্বং দেহস্য প্রদর্শ্যতে ।

দেহাংস্বাতন্ত্র্যাৎ ॥ ২ ॥

অস্বাতন্ত্র্যাদন্তঃকরণং দেহাশ্রয়ং দেহশ্চান্তঃ-
করণাশ্রিতঃ । হেতুং বিনান্যত্বং সৰ্ব্বং পূৰ্ব্বসূত্রাদনু-
বৃ্ত্তম্ । এতদমিপ্রোক্তম্ । ভো নাস্তিক্য! জড়শ্চে-
ন্মিত্যং চৈতন্যং চ জড়গুণঃ, তর্হি দেহঃ স্বতন্ত্রঃ স্যাৎ ।
অন্তঃকরণশ্চ দেহাধীনং ভবেৎ । তচ্চ ন দৃশ্যতে,
পশ্চান্তরে শরীরমেবান্তঃকরণাধীনং লক্ষ্যতে । আত্ম-
হস্তসম্বালালনেচ্ছা ততঃ কার্য্যম্, ন তু তদ্বিপরীতম্ ।
ইচ্ছাতো দর্শনশ্রবণাদ্রাণপানভোজনগমনাদীনাম্
নির্বাহঃ । ন তু কার্য্যানন্তরমিচ্ছা সংঘটতে ।
অতএব দেহাশ্চৈতন্যোদয়ঃ, চৈতন্যং দেহস্য পঞ্চভূতানাং

বা গুণঃ, দেহস্য বিনাশো পশ্চত্বে বা চৈতন্যবিনাশো
জায়তে ইতি ন বক্তব্যম্ ॥ ৩ ॥

অথ নাস্তিকানাং পূৰ্ব্বপক্ষঃ—দেহস্যাস্বাতন্ত্র্যমাত্র
প্রদর্শিতং, অন্তঃকরণস্বাতন্ত্র্যং প্রদর্শিতং বয়ং পূৰ্ব্বোক্তং
ন স্বীকুর্মাঃ ইতি । অথ সূত্রম্—

স্বপ্নে'ন্তঃকরণস্বাতন্ত্র্যাৎ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টে স্বপ্নে'ন্তঃকরণস্য স্বাতন্ত্র্যাদন্তঃকরণ-
মেবাশ্রয়ঃ । দেহ এব আশ্রিতঃ । ভো মহোদয়!
স্বপ্নানুভবে ভবচ্ছরীরং পর্য্যঙ্কপতितং মনস্তু বহুদেশ-
নগররাজধানীষু দিব্যহর্ম্যেষু গতানতি নানাভূ-
গ্রহণদর্শনশ্রবণাদিকমনুভবতি । আত্মানুভবে তত-
কর্তৃত্বে নিয়োজয়সি । তদা পতিতশরীরমেতন্ম স্মরসি ।
মনোময়দেহান্তরেণ কার্য্যোনি সম্পাদয়সি । যদি

শক্তিত্ব প্রদর্শন অভিপ্রায়ে পঞ্চসূত্র করিতেছেন ।
অগ্রে দেহের অন্তঃকরণাধীনত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ।
দেহের অস্বাতন্ত্র্যাহেতু অন্তঃকরণ দেহের আশ্রয়
হইতেছে, দেহ অন্তঃকরণের আশ্রিত হইতেছে ।
হেতু ভিন্ন অণুসকল পূর্বসূত্র হইতে অনুবর্তিত
হইতেছে । অভিপ্রায়দ্বারা বলা হইতেছে । হে নাস্তিক
মহোদয়! যদি জড় বস্তু নিত্য হইত, চৈতন্যবস্তু
ঐ জড়বস্তুর গুণ হইত; তাহা হইলে দেহ, স্বাধীন
হইত, অন্তঃকরণ দেহের অধীন হইত; কিন্তু তাহা
দেখা যাইতেছে না । দেহকেই অন্তঃকরণের অধীন-
রূপে দেখা যাইতেছে । যেকালে আপনি হস্তসঞ্চালন
করেন, সেকালে অগ্রে হস্তসঞ্চালন করিবার ইচ্ছা
করিয়াই পরে হস্তসঞ্চালন করিয়া থাকেন । অগ্রে
হস্তসঞ্চালন করিয়া পরে তাহার ইচ্ছা করেন না ।
ঐরূপ অগ্রে ইচ্ছা করিয়াই দর্শন শ্রবণ, আশ্রাণ,
পান, ভোজন গমনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন ।
অগ্রে ঐ সকল কার্য্য করিয়া পরে ঐসকল কার্য্য
করিবার ইচ্ছা করেন না । অতএব দেহ হইতে

চৈতন্যের উৎপত্তি, চৈতন্য দেহের বা পঞ্চভূতের
গুণমাত্র, দেহের বিনাশে বা পঞ্চভূত চৈতন্যের বিনাশ
হইয়া থাকে ইত্যাদি বলিতে পার না ॥ ৩ ॥

নাস্তিক পক্ষ বলা হইল, কেবল দেহের অস্বাতন্ত্র্য
মাত্র প্রদর্শন করাইলেন, অন্তঃকরণের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন
না করাইলে আমরা পূর্বোক্ত বিষয় স্বীকার করিব
না । ইতি । সূত্রকার—তাহাও দেখুন বলিয়া সূত্র
করিতেছেন ।

স্বপ্নে অন্তঃকরণের স্বাতন্ত্র্যাহেতু অন্তঃকরণ আশ্রয়
ও দেহ আশ্রিত হইতেছে । হে নাস্তিক মহোদয়!
আপনি যেকালে স্বপ্নাবস্থার অনুভব করিতে থাকেন,
সেকালে আপনার এই দৃশ্যমান শরীর পর্য্যঙ্কোপরি
নিপতিত থাকে, কিন্তু আপনার অন্তঃকরণ নানা-
দেশের নানানগরী রাজধানীতে দিব্য অট্টালিকায়
গমনাগমন, নানাদ্রব্যের গ্রহণ, দর্শন, শ্রবণাদি করিতে
থাকে । সেকালে আপনিই সেই সব কার্য্য
করিতেছেন বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন; শয্যাতে
অবস্থিত এই দৃশ্যমান শরীরকে স্মরণ করেন না ।

দেহাদ্ভবান্ ত্বদন্তঃকরণং বা ন পৃথক্, भवान्
দৃশ্যমানদেহগুণা एव, तर्हि तदा दृश्यमानं शरीरं
त्यक्त्वा न गन्तुमर्हति । अतो भवान्न देहगुणः, देहं
परित्यज्य भवद्स्थानमपि अवश्यं घटते । देहेन
सार्द्धं भवद्विनाशो न कदापि सम्भवेत् ॥ ४ ॥

नास्तিকः—सत्यमेव स्वप्नेऽन्तःकरणस्वातन्त्र्यं
दृश्यते तेन देहाच्चैतन्यस्य पार्थक्यं सिध्यति, तत्तु
निद्रायां भ्रमरूपम् । जागरे तत्स्वातन्त्र्यमदृष्टं । न
विश्वसनीयम् ।

সূত্রকারঃ—তদপি পশ্যেতি সূত্রয়তি —

মনোরথে च ॥ ५ ॥

जागर्ग्यायामपि मनोरथे तथैवान्तःकरणस्वातन्त्र्यं
दृश्यते । भो नास्तिक ! मनोरथेनाभिनिवेशवान्

भवान् आत्मानं सम्राजं, सिंहासनारूढं, भृत्यैश्छत्र-
चामरादिभिः परिचारेतं पश्यसि । एकं दण्डयास,
अपरमुपहौकयसि । तदा नामगोत्रादीनां तथा
वह्निदग्धस्याप्युत्तरीयस्य नानुसन्धानम् । कश्चिद्वि-
र्विक्रेता आणकमूल्येनाज्यकलसवाहकं नियुक्तवान् ।
कलसशिरस्को भृत्य आणकेनैव व्यवसायवृद्धिं
विचिन्त्य क्रमेणोद्वाहं, पुलोत्पादनमध्यापनं, तस्मिन्
संसारभारार्पणं भावयन्नात्मानं राजसभासीनं
चिन्तयामास । ततस्तनयेन भोजनायाह्वानं मनसि कृत्य
'अधुना राजसभासीनो नाहं भोक्ष्ये' इति कृत्वा शिरः
सञ्चालयन् शिरोदेशाद्विःकलसं भূषितं भग्नं च
दृष्टवान् । ततो जागरेऽप्यन्तःकरणस्य स्वातन्त्र्यं
तथा न वा दृश्यमानदेहसन्धानं तिष्ठति ॥ ५ ॥

অন্য মনোময় দেহদ্বারা সেই সকল কার্য করিয়া
থাকেন । যদি দেহ হইতে আপনি বা আপনার
অন্তঃকরণ ভিন্ন নয়, যদি আপনি এই দৃশ্যমান দেহের
গুণমাত্র, তবে সেকালে এই দৃশ্য দেহকে ত্যাগ করিয়া
নিঃসৃত করিতে পারিতেন না । অতএব দেহের গুণ-
মাত্র আপনি নহেন, দেহত্যাগ করিয়া আপনি অবশ্য
থাকিতে পারেন এবং দেহসহ আপনার বিনাশ কদাচ
হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

नास्तिकः—स्वप्ने अःकरणेन स्वातंत्र्या देखा
याहिजेछे सत्य, ताहा द्वारा देह हईते चैतन्येर
भिन्न हईते पारे; किन्तु ताहा निद्रावस्थार विषय,
तमस्वरूप । जाग्रदवस्थाय अन्तःकरणेन स्वातंत्र्या ना
देखिले विश्वास हईतेछे ना । सूत्रकार, ताहाई
देखून बलिया सूत्र करिजेछेन ।

जाग्रदवस्थाय मनोरथकालेऽप्येकैरूप अन्तःकरणेन
स्वातंत्र्या हईया থাকे । हे महोदय ! आपनि मनोरथ
द्वारा अभिनिविष्टचित्त हईया अवश्य देखिया থাকेन,
कान काले राजा हईयाछेन, सिंहासने आरोहण

करिया बसिया आछेन; भृत्यगण छत्र, चामर ओ
व्यजन प्रभृति द्वारा आपनार सेवा करिजेछे ।
आपनि कौन व्यक्ति के दण्डप्रदान करिजेछेन,
कौन व्यक्ति के पुरस्कार प्रदान करिजेछेन, सैकाले
आपनार नामगोत्रादिर अनुसन्धान থাকे ना एवं
उत्तरीय वस्त्र अग्निद्वारा दग्ध हईलेओ उदनुसन्धान
थाके ना । एकजन घृतव्यवसायी एक आणक मूल्या
प्रदान पूर्वक एकजन द्रव्यवाहक के घृतकलस बहन
करिजे बलिल । वाहक घृतकास मस्तुके करिया ऐ
आणक द्वारा व्यवसाय वृद्धि चिन्ता करिल, पारे ऐ
सम्पत्ति द्वारा निजेर विवाह, पुत्रोत्पत्ति, पुत्रेर
अध्यापन, पुत्रेर प्रति गृहकार्येर भारार्पण ओ निजेर
राजसभाय अधिवेशन चिन्ता करिल; पारे पुत्रकर्तृक
भोजन जग्न आह्वान चिन्ता करिया 'आमि एक्के
राजसभाय बसिया आछि, भोजनार्थ गमन करिव ना
बलिया मस्तुक सफलन कराय घृतकलस भूषित हईया
भग्न हईल । अतएव जाग्रदवस्थायओ अन्तःकरणेन
स्वातंत्र्या हईया থাকे एवं दृश्यामान देहेर अनुसन्धान
थाके ना ॥ ५ ॥

নাস্তিক আহ—মনোরথো মনসঃ কল্যণামাত্রম্ ।
শরীরান্মনসো ভিন্নত্বে চেষ্টামন্তরেণাপি দেহকার্য্যোণাং
বিষ্ণুতির্ঘটেত । সূত্রকৃত্—তদপি ভবতীতি সত্বয়তি ।

ভ্রমবৈচিত্র্যদর্শনাৎ ॥ ৬ ॥

ভ্রমেণ বৈচিত্র্যেন বা চেষ্টাং বিনাপি
দেহকর্ম্মণাং বিনাশঃ দৃশ্যতে । ভ্রো নাস্তিকাঃ !
কশ্চিৎস্বাপণিকো ভূত্যে বিক্রয়মার নিধায়
স্থানান্তরং গতঃ । অথ 'भवानेव वस्त्रस्वामी, दानं
नाशो वा भवतोऽभिप्रायाधोनोऽतोऽस्मभ्यं प्रदाय
कोर्त्तिम् अर्जयत्वित्यादिभिर्वाग्विशेषैर्मुग्धो बालकेभ्यो
वस्त्राणि दत्त्वा आपणिकेन दण्डितः । गोपालः
कश्चिद्भनभोजने शाकनाडिकादीनि चर्वयित्वा
समन्तान्नक्षिपत् । एकदा राजभवने निमग्नितः
पूर्वस्मरणात्तथैव कृत्वा तिरस्कृतः । कश्चिज्জনः

সপুত্রো নগর প্রচলিতঃ । চলনাসমর্থ বালকং
স্কন্ধে কৃত্বা গৃহং প্রাপ্য 'নগরে বালকং বিহায়াগত'
ইতি বিবিচ্য নগরং গতঃ, পুনর্গৃহং নগরং চ বিচচার ।
ইত্থমাগত্য দ্বারোদ্ধ্বাংসে বালমস্তকে লগ্নে
তচ্চিত্কারং শ্রুত্বা নিবৃত্তোঃসাবুপহসিতঃ । অতো
দেহাদন্তঃকরণস্য স্বাতন্ত্র্যম্ ॥ ৬ ॥

নাস্তিকঃ—দেহাদন্তঃকরণস্বাতন্ত্র্যে হৃজং
বিনাপি অন্তঃকরণনাশোদৃশ্যত । 'তদপি সম্ভবমি'তি
সূত্রম্ ।

শোকময়মাবেদেহত্যাগাৎ ॥ ৭ ॥

শোকেন, ময়েন, মায়েন বা দেহত্যাগো দৃশ্যতে ।
অতো নিঃসংশয়িতমেব দেহাদন্তঃকরণভিন্নত্বং তত্-
স্বাতন্ত্র্যম্ । ভ্রো নাস্তিকাঃ—শোকাদিনা দেহাত্মকঃ
কিঞ্চিদন্বিষ্য শতশো দ্রষ্টব্যঃ । কশ্চিজনঃ স্নানার্থ

নাস্তিকঃ—মনোরথ মনের কল্যণামাত্র । যদি
দেহ হইতে মন ভিন্ন হইত, তবে বিনা চেষ্টায়ও
কোন সময় দেহসম্বন্ধিকার্যের বিস্মৃতি হইত ।
সূত্রকার তাহাও হইয়া থাকে বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।
ভ্রম এবং বৈচিত্র্যের দর্শনহেতু । অতএব চেষ্টা
ব্যতিরেকেও দেহসম্বন্ধিকার্যের বিস্মৃতি হইয়া থাকে ।
হে নাস্তিক মহোদয় ! একজন বস্ত্রবিক্রেতা ভৃত্যকে
বস্ত্রবিক্রয়ের ভার অর্পণ করিয়া স্থানান্তরে গমন
করিলেন । পরে বালকসকল 'আপনিই বস্ত্রস্বামী,
আপনি বস্ত্রসকল দান করিতেও পারেন, নষ্ট করিতেও
পারেন, আমাদিগকে বস্ত্রসমুদয় প্রদান করুন'
ইত্যাদি বলায় ঐ ভৃত্য বালকগণের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া
আপনাকে বস্ত্রস্বামী মনে করিয়া সকল বস্ত্র বালক-
সকলকে প্রদান করিল । পরে বস্ত্রস্বামী কর্তৃক দণ্ডিত
হইল । এক গোপাল প্রতিদিন বনে ভোজন করিত ।
শাকনাড়িকা সকল চর্বণ করিয়া চতুষ্পার্শ্বে ক্ষেপণ
করিত । এক দিবস রাজবাটীতে ভোজনকালে বনের
গোপালনভ্রমে ঐরূপ করিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিল ।

এক ব্যক্তি নিজবালককে সঙ্গে লইয়া নগরে গমন
করিয়াছিল । নগরমধ্যে বালক চলিতে না পারায়
তাহাকে শ্রদ্ধে করিয়াছিল । পরে গৃহে আসিয়া মনে
করিল, 'নগরে বালক থাকিয়া গেল' । অতএব নগরে
গিয়া বালককে না পাইয়া গৃহে আসিল, গৃহে না
পাইয়া আবার নগরে গেল । ঐরূপ বহুবার পরি-
ভ্রমণ করিল এবং শেষে দ্বারের উপরিভাগ বালকের
মস্তকে সংলগ্ন হওয়ায় বালক চিৎকার করিল । ঐ
ব্যক্তিও উপহাসপ্রাপ্ত হইল । অতএব দেহ হইতে
অন্তঃকরণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্রই হইতেছে ॥ ৬ ॥

নাস্তিকঃ—যদি দেহ হইতে অন্তঃকরণ ভিন্ন
এবং স্বতন্ত্র হইত, তবে দেহে কোন রোগ না হইলেও
অন্তঃকরণ স্বাধীনভাবে দেহত্যাগ করিতে পারিত ।
সূত্রকার—তাহাও হইয়া থাকে বলিয়া সূত্র
করিতেছেন ।

শোকদ্বারা, ভয়দ্বারা এবং ভাবদ্বারা দেহত্যাগ
হইয়া থাকে । অতএব দেহ হইতে যে অন্তঃকরণ
ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র এই বিষয় কোন সংশয় নাই ।

তৈলং মর্দয়ন্ স্বপক্ষপরাভয়ং স্বসম্পত্তিনাশং চ
শ্রুত্বৈব 'হন্ত'। হতোঽসীতি ব্রুবন্ কাষ্টাসনাৎ
পপাত মমার চ। নদীজলবৃদ্ধ্যা কস্যচিদৃগৃহে
জলমগ্নে সংরক্ষিতাং সর্বাং সম্পদং ন লব্ধ্বা প্রাণান্
জহৌ। কাষ্টার্থং বনংগতেন কেনচিদেকাফিনা
নির্জনানরণ্যে সুবৃহদ্ব্যঘ্রাক্রমণভয়েন জীবনং তত্য়জে।
ভাৰ্বেনাপি তাড়শো মৃত্যুর্ন দুর্লভঃ। কদাচিত্ কৃত-
দশরথবেশস্য। নাটকামিনয়ে রামবনগমনবার্তায়া
মৃত্যুরশ্রবত। ততোঽন্তঃকরণং দেহাতিরিক্তং স্বতন্ত্ৰং
দেহাশ্রয়শ্চ। দেহস্থ তদাশ্রিতঃ। অন্তঃকরণং
চৈতন্যং বা ন দেহগুণঃ ॥ ৩ ॥

নাট্যিকঃ—দেহান্তঃকরণস্য পৃথক্ ত্বং
স্বাতন্ত্ৰ্যং চ স্বীকৃতম্। তন্ম দেহগুণো, দেহাশ্রয়ো,

হে নাট্যিক মহোদয়! দেহে কোন রোগ না
থাকিলেও কেবল শোক বা ভয়দ্বারা যে দেহত্যাগ
হইয়া যায় তাহা কিঞ্চিৎ অন্বেষণ করিলেও শত-
সংখ্যক দেখিতে পাইবেন। এক ব্যক্তি স্নানোদ্দেশ্যে
জলে তৈল মর্দন করিতেছিল। ঐ সময়ে সংবাদ
পাইল—রাজবিচারালয়ে বিচারে স্বপক্ষের পরাজয়
হইয়াছে, নিজ সম্পত্তি অন্যের হইয়াছে, শ্রবণমাত্র
'হায় কি হইল' বলিয়া কাষ্ঠাসন হইতে পাকিত হইয়া
প্রাণত্যাগ করিল। এক ব্যক্তির গৃহ নদীবৃদ্ধি-হেতু
জলমগ্ন হইয়া যায়, পরে সংরক্ষিত সম্পত্তি না পাইয়া
ঐ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে। এক ব্যক্তি কাষ্ঠ
আনয়ন জন্য একাকী বনে গমন করিয়াছিল।
নির্জন নিবিড় বিপিনমধ্যে সুবৃহৎ ব্যাক্তকর্জুক আক্রান্ত
হইবার ভয়ে প্রাণত্যাগ করিল। আবদ্বারাও ঐ
প্রকার মৃত্যু হইয়া থাকে। এক নাট্যালয়ে নাট্যানু-
করণে রামের বনগমন হওয়ায় দশরথবেশধারী এক
ব্যক্তি ঐ ভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অতএব
অন্তঃকরণ দেহ হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র এবং দেহের
আশ্রয়। দেহ তদাশ্রিত; অন্তঃকরণ বা চৈতন্য
দেহের গুণবিশেষ নহে ॥ ৩ ॥

দেহস্থ তদাশ্রিত এতদেব যথায়তম্। তদন্তঃ-
করণমেব জীবঃ। মনসোঽতিরিক্তস্য জীবস্য
প্রত্যক্ষং বিনা ন স্বীকার্য্যম্। অথ অন্তঃকরণাজীবস্য
ভিন্নত্বং তদাশ্রয়ত্বশ্চ সূত্রত্বায়া প্রত্যক্ষীকর্য্যতে।
আদাবন্তঃকরণলয়াৎ ততো জীবস্য পৃথক
প্রদর্শিতম্।

সুপ্তিমৌহসমাধিষু তল্লীয়াৎ ॥ ৫ ॥

সুপ্তৌ, মূচ্ছাবিশেষেঽসংজ্ঞাতসমাদৌ চ মনোল্যো
ভবতি। তদন্তঃকরণাজীবস্য প্রমেদো, জীবস্তদা-
শ্রয়োঽন্তঃকরণং চ জীবাশ্রিতম্। শিষ্টং দ্বিতীয়-
সূত্রাদনুবৃত্ত্যতে। ইদমেবাকৃতম্। বিষয়াজ্ঞানদশা
হি সুপ্তিঃ। যদা ভবান্ সুপ্তিমনুভবতি তদা ভবতো

নাট্যিকঃ—দেহ হইতে অন্তঃকরণ ভিন্ন এবং
স্বতন্ত্র, তাহা স্বীকার করিলাম। অন্তঃকরণ দেহের
গুণ নহে; দেহের আশ্রয়, দেহ তদাশ্রিত; ইহা
অবশ্য সত্য। কিন্তু ঐ অন্তঃকরণই জীব; অন্তঃ-
করণ হইতে ভিন্ন যে আর কোন জীব নামক বস্তু
আছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনা স্বীকার
করিব না।

সূত্রকার অন্তঃকরণ হইতে জীবের ভিন্নত্ব
এবং তদাশ্রয়ত্ব সূত্রত্রয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন।
অগ্রে অন্তঃকরণের লয় দ্বারা তাহা হইতে জীবের
ভিন্নত্ব প্রদর্শন করাইতেছেন।

সুপ্তিকালে, একপ্রকার মূচ্ছাকালে এবং অসং-
জ্ঞাতসমাধিকালে ঐ অন্তঃকরণের লয় হইয়া থাকে।
অতএব অন্তঃকরণ হইতে জীব ভিন্ন ও তদাশ্রয়;
অন্তঃকরণ তদাশ্রিত হইতেছে। শেষাংশ দ্বিতীয়
সূত্র হইতে অনুগমন করিতেছে। অভিপ্রায় দ্বারা
সূত্রকারের বলা হইতেছে, হে নাট্যিক মহোদয়!
যে অবস্থাতে বিষয়-জ্ঞান থাকেনা, সেই নিদ্রাবস্থাকে
সুপ্তি বলা হয়। আগনি যে কালে ঐ সুপ্তি
অনুভব করেন, সেকালে কোণ বিষয়ের অনুসন্ধান

বিষয়সন্ধানং নাस्তি । কাষ্টপাষণবৎ জড়েন
 ভাব্যম্ । নিদ্রাভঞ্জে উত্থায় ব্রবীতি—সুখ-
 মহমসাপ্সম্, স্বপ্নাদেকং নাদর্শম্, কাষ্টাদিবৎ
 পতितোऽभवमिति । তদা ভবতোऽন্তঃকরণং লীনং
 তিষ্ঠতি । যমেব তু তৎ আশ্রয়তি সঃ হি জীবঃ
 উচ্যতে । অন্তঃকরণবিলক্ষণস্য জীবস্য নাস্তিত্বে
 বিলীনং মনঃ কুত্র স্যাৎ । নিরালম্বস্যানস্তিত্বং
 প্রতীতমেব সৰ্ব্বত্র । তদাশ্রয় এব জীবঃ । আশ্রয়াভাবে-
 ঽবিলীয় স্বকৰ্ম্মপরমস্থাস্যত্ । অথ তদন্তঃকরণ-
 ভঞ্জেঃ পরাগমে জাগরণমিতি ন বক্তব্যম্ । তদা
 পূৰ্ব্বানুভূতানাং বিস্মৃতিরবিজ্ঞাত্যত্ । তত্র । অতঃ
 প্রাগ্বিনাশান্নবোত্পত্তিশঙ্কা নিঃস্বতা । মূৰ্ছাবিশেষেऽপি
 মনোলয়ো ভবতি । মোহঃ দ্বিধা । স্বপ্নবৎ সুপ্তি-
 বচ্চ । দ্বিতীয়ে পূৰ্ব্ববন্মনোলয়ো ভবতাঃ নূতনঃ । তত্

পূৰ্ব্বসিদ্ধান্তা অত্রাপি স্মৰ্ত্তব্যঃ । স্বপ্নবন্মোহেऽপি
 স্বপ্নসিদ্ধান্তাঃ স্বীকার্য্যঃ । 'সুপ্তিমোহৌ ন স্বেচ্ছয়া,
 স্বৈচ্ছিকব্যাপারেঃ স্তঃকরণাজীবস্য ভিন্নত্বং তদাশ্রয়ত্বং
 চ ন দৃষ্টা ন স্বীকৰ্ত্তব্যং' চেত্, তদপি পশ্য ।
 যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ো-
 ঽষ্টৌ যোগাঙ্গানি । তেষু সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাত-
 রূপেণ দ্বিধা । অসম্প্রজ্ঞাতে আত্মনি মনোলয়ে
 আত্মতিরিক্তস্য অন্তঃকরণস্যাপি বোধো নাস্তি ।
 অসৌ সমাধিঃ স্বামিলাষেণৈব, নান্যথা । অন্তঃ-
 করণাদাত্মনোঃ ভেদে তত্সমাধিনির্ন ঘটেত । অতোঃ অন্তঃ-
 করণাজীবো ভিন্নস্তদাশ্রয়শ্চ ॥ ৮ ॥

নাস্তিকঃ — তথা ত্বেঃ অন্তঃকরণস্বৈরগতিরিন্দ্ৰিয়ার্হি ?
 সূত্রকারঃ — ন স্বৈরগতিরন্তঃকরণস্যেতি সূত্রয়তি ।

থাকে না । কেবল কাষ্ঠপাষণবৎ অজ্ঞানভিত্ত
 হইয়া নিপতিত থাকেন । নিদ্রা ভঞ্জে হইলে উথিত
 হইয়া লোকের নিকট বলিয়া থাকেন যে, অচ্চ আমি
 অতিশয় গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম । কোন স্বপ্নাদি
 দেখি নাই, কেবল কাষ্ঠখণ্ডবৎ শয্যায় নিপতিত
 ছিলাম । ঐ অবস্থাতে অবশ্য আপনার অন্তঃকরণ
 বিলীন হইয়া থাকে । ঐ বিলীনাবস্থায় অন্তঃকরণ
 যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ঐ আশ্রয় বস্তুকে
 জীব বলে । যদি অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন জীব নামে
 কোন বস্তু নাই, তবে ঐ সুষুপ্তাবস্থাতে অন্তঃকরণ
 বিলীন হইয়া কোথায় ছিল ? নিরাশ্রয় হইয়া কোন
 বস্তু থাকিতে পারে না, এই বিষয় আপনি সর্বত্র
 অনুভব করিতেছেন । অতএব ঐ অবস্থায় অন্তঃকরণ
 বিলীন হইয়া অবশ্য কোন আশ্রয়বস্তুতে ছিল । ঐ
 আশ্রয়বস্তুই জীব নামে কথিত হয় । অন্তঃকরণের
 কোন আশ্রয় না থাকিলে কদাচ অন্তঃকরণ বিলীন
 হইয়া থাকিতে পারিত না । সর্বদা নিজকার্য্যে
 নিযুক্ত থাকিত । যদি বলেন ঐ অবস্থায় অন্তঃকরণের

বিনাশ হইয়া যায়, আবার নূতন অন্তঃকরণের উৎপত্তি
 হইলে নিদ্রাভঞ্জে হয় । তাহা বলিতে পারেন না ।
 তাহা হইলে তৎপূৰ্বে য সকল বিষয় অনুভব করিয়া
 ছিলেন, ঐ সব লের বিস্মৃতি হইয়া যাইত ; তাহা হয়
 না, অতএব পূৰ্ব্বান্তঃকরণের বিনাশ, নূতন অন্তঃ-
 করণের উৎপত্তি এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ।
 অতএব অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন, জীবনামে আশ্রয়বস্তু
 অবশ্য আছে, এ বিষয়ে সংশয় নাই । কেবল যে
 সুষুপ্তাবস্থাতে অন্তঃকরণ বিলীন হয় এরূপ নহে ।
 একপ্রকার মূৰ্ছাতেও অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া থাকে ।
 মূৰ্ছাবস্থা দুইপ্রকার । একপ্রকার স্বপ্নবৎ অন্যপ্রকার
 সুষুপ্তিবৎ । ঐ সুষুপ্তিবৎ মূৰ্ছাতে পূৰ্ব্ববৎ অন্তঃ-
 করণ বিলীন হইয়া যায় । তাহা অবশ্য আপনারা
 অনুভব করিয়া থাকেন । অতএব পূৰ্ব্বলিখিত
 সিদ্ধান্তসকল এ সম্বন্ধেও স্মরণ করুন । এবং স্বপ্ন-
 সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তসকল স্বপ্নবৎ মোহাবস্থাতে স্বীকার
 করিতে বাধ্য হউন । বলিতে পারেন, সুষুপ্তি ও
 মূৰ্ছা নিজের ইচ্ছা দ্বারা হয় না ; অনিচ্ছায় হইয়া

জীবাধীনত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অন্তঃকরণং জীবাধীনং কৰ্ম্ম সম্পাদয়তি । অতো জীবঃ পৃথক্ তদাশ্রয়শ্চ । ইদমেবাকুতম্ :—স্বাধীনমন্তঃকরণং জীবো নাবরুদ্ব্যতী । সৎগুরূপদেশাৎ কোঃপি যত্নেনৈবান্তঃকরণং বশমানয়েত্ । পুনঃ কদাপি স্বতন্ত্ৰবদাচরদেন তচ্ছাতিমিত্বা ধৃত্যবত্ অধীনং কুর্যাৎ । ইচ্ছসি যদি প্রত্যক্ষং পশ্য । অতো জীবোঃ অন্তঃকরণাৎ মিত্তস্তদাশ্রয়শ্চ ।

নাস্তিকঃ — কদাপি প্রমাদেনান্তঃকরণং যথেষ্টং ব্যবহরেত্ অন্যদা চ সাবধানতয়া সুসংযতং রুদ্ধং ভবেত্ । অত্র ইদমপি সম্ভবেত্ ।

সূত্রকৃত্—তত্র সম্ভবমিতি সূত্রয়তি ।

নানাবিধত্বাৎ ॥ ১০ ॥

অন্তঃকরণং প্রতিक्षणমেব পৃথগ্রূপং প্রতিগৃহ্ণাতি । ততোঃ অন্তঃকরণমস্বতন্ত্ৰম্ । জীব এবান্তঃকরণাশ্রয়ঃ । অयं भावः—इदमेव भवतोऽनुभूतं यत् अन्तःकरणं कदापि कामेन, शोकेन, लोभेन, क्रोधेन, विषादेन गर्वहर्षादिभिर्वा युक्तं सत् विभिन्नभावमङ्गीकरोति । तस्य स्वातन्त्र्ये एतादृग्विकारासम्भवे नानात्वमयुक्तम् । सदैवैकरूपत्वं तथा सुषुप्तावप्यविलयः स्यात् । सुतराम् अन्तःकरणाश्रयो जীবः पृथग्रूपेण अवश्यमेव तिष्ठति ॥ १० ॥

নাস্তিকঃ — দেহাদন্তঃকরণস্য ভিন্নত্বং প্রাগেব স্বীকৃতম্ । অধুনা অন্তঃকরণাৎ জীবস্য ভেদোঃপি

থাকে । ইচ্ছানুগত কোন ব্যাপারে অন্তঃকরণ হইতে জীবের ভিন্ন ও তদাশ্রয় না দেখিলে তাহা স্বীকার করিব না । তাহাও দেখুন । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্ট-প্রকার শৌণ্ডের অঙ্গ হয় । তন্মধ্যে সমাধি সংপ্রজ্ঞাত এবং অসংপ্রজ্ঞাতরূপে দুই প্রকার হয় । ঐ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকালেও আত্মাতে অন্তঃকরণের বিলয় করা হইয়া থাকে । বেকালে একমাত্র আত্মা ভিন্ন আর অন্য কোন বিষয়ের এবং অন্তঃকরণের অনুভব থাকে না । ঐ সমাধি ইচ্ছাদ্বারাই হইয়া থাকে, অনিচ্ছায় হয় না । অন্তঃকরণ হইতে যদি আত্মা ভিন্ন না হইত, তবে সমাধি হইতে পারিত না । অতএব অন্তঃকরণ হইতে জীব ভিন্ন এবং তদাশ্রয় হইতেছে ॥ ৮ ॥

নাস্তিকঃ—যদি অন্তঃকরণ হইতে জীব ভিন্ন হইত এবং ঐ জীব যদি অন্তঃকরণের আশ্রয় হইত, তবে অন্তঃকরণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারিত না ।

সূত্রকার—অন্তঃকরণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেনা, এই বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

অন্তঃকরণ জীবের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে, অতএব অন্তঃকরণ হইতে জীব ভিন্ন এবং তদাশ্রয় হইতেছে । অভিপ্রায় দ্বারা বলিতেছেন হে মহোদয় ! অন্তঃকরণ যদি স্বাধীন হইত, তবে তাহাকে জীব অবরুদ্ধ করিতে পারিত না । দেখা যাইতেছে, সৎগুরুর উপদেশমতে যে কোন ব্যক্তি যত্নপূর্বক অন্তঃকরণকে বশীভূত করিতে পারিতেছে ; আবার কোন কালে অন্তঃকরণ স্বতন্ত্র হইবার উপক্রম করিলে পুনর্বার তাহাকে শাসন করতঃ ভৃত্যবৎ বশ করিতেছে । আপনি ইচ্ছা করিলে প্রত্যক্ষ এইরূপ দেখিতে পারেন । অতএব অন্তঃকরণ হইতে জীব ভিন্ন এবং তদাশ্রয় হয় ॥ ৯ ॥

নাস্তিকঃ—অন্তঃকরণ স্বয়ং কোন কালে অসাবধানতা বশতঃ যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়, কোন কালে সংযত হইয়া অবরুদ্ধ হয় । এস্থলে এরূপও হইতে পারে ।

সূত্রকার—তাহা হইতে পারে না বলিয়া সূত্র করিতেছেন । অন্তঃকরণ কণে কণে ভিন্নরূপ হইয়া নানাবিধ হইতেছে । অতএব অন্তঃকরণ স্বাধীন হইতে পারে না । জীবই অন্তঃকরণের আশ্রয় হইতেছে । ভাবার্থদ্বারা বলিতেছেন । হে মহোদয় !

স্বীকৃত্যে । তথাপি দেহনাশেঃকরণস্য জীবস্যপি
বিনাশো নিয়তমেব । যতো দেহলয়ে তত্যাগাজীবস্য
দেহান্তরাপ্তির্ন প্রত্যক্ষীকৃতা । 'তত্ প্রমাণমপি পশ্যতু'
ইতি সূত্রম্—

জাগ্রতস্বপ্নসংপ্রাপ্তিবদেহত্যাগগ্রহণে ॥ ১১ ॥

যদা জাগরান্তে স্বপ্নাবস্থায়াঃ সংপ্রাপ্তিস্তদৈব
জাগ্রদেহত্যাগাত্ স্বপ্নদেহগ্রহণম্ । ততোঽববোধে ভূয়ঃ
স্বঃদেহত্যাগাত্ জাগ্রদেহাদানম্ । ইত্থং দৃশ্যমান-
দেহবর্জনাদন্যদেহগ্রহণম্ । অয়মেব ভাবঃ—ভো
নাস্তিকাঃ—পর্যঙ্কশায়িতা ভবন্ত এব সুপ্তাঃ স্বপ্নে-
ঽপশ্যন্, স্বং কস্যচিদ্দেশস্য রাজানং, আত্মনাম-
পরিবৃত্ত্যা রাজনামস্বীকারং রূপান্তরগ্রহণং চ,
মৃত্যুঃ প্রজাভিষেক্ত তন্মাত্রৈব সম্বোধিতম্ । ভবন্তো-

আপনার অবস্থা অনুভব হইয়া থাকে, অন্তঃকরণ
কোনকালে কাম দ্বারা, কোনকালে ক্রোধ দ্বারা,
লোভ দ্বারা, কোনকালে শোকভয়বিবাদ প্রভৃতি
দ্বারা, হর্ষগর্ব্বাদি দ্বারা যুক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার
ধারণ করিতেছে । যদি অন্তঃকরণ স্বাধীন হইত
তবে স্বয়ং এইপ্রকার বিকৃত হইয়া নানা আকারযুক্ত
হইত না । সর্ব্বদা একরূপেই থাকিত এবং স্রষ্টৃপুত্র
প্রভৃতি কালে বিলয়ও হইতে পারিত না । অতএব
অন্তঃকরণ হইতে ভিন্নরূপে জীব অবস্থা আছেন ।
এ জীব অন্তঃকরণের আশ্রয় । অন্তঃকরণ এ
জীবের আশ্রিত হইতেছেন ॥ ১০ ॥

নাস্তিকঃ—দেহ হইতে অন্তঃকরণ ভিন্ন, তাহা
স্বীকার করিয়াছি । এক্ষণে অন্তঃকরণ হইতে যে
জীব ভিন্ন তাহাও স্বীকার করিতে হইল । কিন্তু
তথাপি দেহের বিনাশ হইলে দেহসহ যে অন্তঃকরণের
ও জীবের বিনাশ হইবে তাহাও নিশ্চয় । কারণ
দেহের বিনাশ হইলে ঐ দেহকে ত্যাগ করিয়া জীব যে
দেহান্তরে গমন করিবে, সে বিষয়ে কোনপ্রকার
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যাইতেছে না ।

ঽপি স্বপ্নাভাবম্ বিস্মৃত্য তদেহরাজেত্যভিমানিনঃ ।
তদা পর্য্যঙ্কশয়নাদিকমপি বিস্মৃতম্ । বিচার্য্যতামাত্র,
জীবাভাবম্ ভবতাং নামরূপশয়নাশয়নাদিকং বিস্মৃত্য
রাজোচিতানি তানি জগ্নাহ । অত্ৰান্তঃকরণমপি
জীবাভাবনা সাদ্ধং নৃপশরীরমাশ্রিতবত্ । তদা
পর্য্যঙ্কস্থিতদেহত্যাগাত্ রাজাসনস্থদেহাদানম্ ।
কালান্তরে নিদ্রাভঞ্জে জাগরানুভবাত্ নৃপনামাদীনাং
ত্যাগঃ, পূর্ব্বনামাদীনাং স্রবণম্ । তদা নৃপদেহ-
ত্যাগাদ্ভয়ঃ পূর্ব্বদেহগ্রহণম্ । एवं জীবাভাবমপি
সান্তঃকরণো দেহাদেহান্তরং পর্য্যটতি । অত্র ন
সংশয়ঃ । ইদংদেহত্যাগ এব মৃত্যুরূচ্যতে । মৃতৌ
জীবাভাবনো নাস্তি বিনাশঃ; দেহান্তরাপ্তিরেব ।
পূর্ব্বদেহস্যাত্মনিকী বিস্মৃতির্ভবেত্ । তত্ পদদেহ-
বিনাশঃ । নিদ্রায়ামপি পূর্ব্বদেহবিস্মরণং ভবতি ।

সূত্রকার—দেহত্যাগ ও দেহ-গ্রহণবিষয়েও
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

জাগ্রদাবস্থার পরে স্বপ্নাবস্থার সংপ্রাপ্তি হয় ।
সেকালে জাগ্রদাবস্থার দেহের ত্যাগ এবং স্বপ্নাবস্থার
দেহের গ্রহণ হয়, তদনন্তর স্বপ্নাবস্থার পরে জাগ্রদ-
বস্থার সংপ্রাপ্তি হয়, সেকালে স্বপ্নাবস্থার দেহের
ত্যাগ এবং জাগ্রদাবস্থার দেহের গ্রহণ হইয়া থাকে ।
ঐ প্রকার দৃষ্টমান এই দেহের ত্যাগ এবং অন্য
দেহের গ্রহণ হইয়া থাকে । হে নাস্তিক মহোদয় !
মনে করুন, আপনি একদিবস পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া
আছেন, নিদ্রার পর স্বপ্নে দেখিলেন, কোন এক
দেশের রাজা হইয়াছেন; আপনার নিজ নাম পরি-
বর্ত্তনে অন্য নাম হইয়াছে । নিজরূপ পরিবর্ত্তিত
হইয়া অন্য রূপ হইয়াছে । ভূত্যাগ ও প্রজাগণ ঐ
রাজনাম গ্রহণ পূর্ব্বক সম্বোধন করিতেছে । আপনিও
নিজনাম বিস্মরণ-পূর্ব্বক 'আমি অমুক দেশের অমুক
নামক রাজা' এরূপ অভিমানী হইয়াছেন । সিংহাসনে
বসিয়া রাজকাৰ্য্য করিতেছেন, পর্য্যঙ্ক-শয়নও
স্মরণ নাই । এস্থলে বিচার করিয়া দেখুন, আপনার

তচ্চ নাত্যন্তিকম্ । অয়মেব নিদ্রামরণযোর্বিশেষঃ । যথা স্বপ্নানুভবে জাগরবিস্মৃতিঃ, স্বপ্নদেহে চাত্মা-
 ভিম্যানো ভবতি, তথৈব মরণাত্ পরং জনিষ্যমাণে
 পুংদেহে স্ত্রীদেহে বা আত্মাভিম্যানো ভবতি । তজ্জীবে
 জীবাत्मনস্তথা তদন্তঃকরণেন্তঃকরণস্য লয়ো-
 ভবতীত্যর্থঃ । ততঃ শুক্রশোণিতসম্পর্কাজ্জন্ম ।
 মৃত্যৌ স্ত্রিয়ামভিনিবেশাত্ স্ত্রীদেহপ্রবেশঃ স্ত্রীজননিশ্চ ।
 তথা পুংসি অভিনিবেশাত্ পুংদেহনিবেশঃ পুংজন্ম চ ।
 তথৈব পশ্বাদিষু গাড়াভিনিবেশাত্ তচ্চচ্চরীর-

প্রবেশস্তচ্চরীরধারণম্ । যথা জাগ্রদবস্থায়াং
 বস্তুনামত্যন্তানুশীলনে স্বপ্নেঽপি তচ্চদ্বস্তূনাং
 কদাপি তচ্চরূপম্ আত্মানং পশ্যতি, তথৈবৈতৎ । তর্হি
 দেহনাশে জীবোঽন্তঃকরণেন সহ তদেহং বিহায় দেহান্তরং
 প্রবিশতি । জীবাत्मনোঽন্তঃকরণস্য নো বিনাশঃ ।

নাস্তিকঃ—জীবস্য দেহান্তরাপ্তৌ স্বীকৃত্যামপি
 যুষ্মচ্ছাস্ত্রোক্তস্বর্গনির্যাদিভোগো নাঙ্কোক্তব্যঃ । কুত
 স্বর্গো নির্যো বা ? প্রত্যক্ষং বিনা কথং গ্রহণম্ ?
 স্বর্গনির্যভোগোঽপি ভবত্‌প্রত্যক্ষগোচর ইতি সূত্রম্—

জীবাত্মা আপনার নাম, রূপ, শয়ন-স্থান এবং শয়নক্রিয়া
 এই সকল ত্যাগ করিয়া অগ্নি রাজোচিত নাম, রূপ,
 স্থান এবং ব্যাপার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে । এস্থলে
 অন্তঃকরণ ও জীবাত্মার সহিত ঐ রাজদেহে গমন
 করিয়াছে । এস্থলে নিজ পর্যাঙ্কস্থিত দেহের ত্যাগ
 হইল এবং রাজ-সিংহাসনস্থ দেহের গ্রহণ হইল ।
 আবার জাগ্রদবস্থায় অনুভব হইল । রাজোচিত নাম,
 রূপ স্থান এবং ব্যাপার প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইল ।
 আবার নিজের নাম, রূপ, শয়ন-স্থান এবং শয়ন-
 ক্রিয়াদির স্মরণ হইল । ঐ স্থলে রাজসিংহাসনস্থ
 দেহের ত্যাগ হইল এবং পর্যাঙ্কস্থিত দেহের গ্রহণ
 হইল । ঐ প্রকার জীবাত্মাও অন্তঃকরণসহ এক-
 দেহত্যাগ করিয়া অগ্নি দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে ।
 এ বিষয়ে আর সংশয় কি আছে ? এইরূপ দেহ-
 ত্যাগকেই মৃত্যু বলা হইয়া থাকে । দেহত্যাগ বা
 মৃত্যু হইলে জীবাত্মার বিনাশ হয় না, অগ্নিদেহে গমন
 হয় । পূর্বদেহের কেবল অত্যন্ত বিস্মৃতি হইয়া
 থাকে । ঐ অত্যন্ত বিস্মৃতি হেতু পূর্বদেহের বিনাশ
 হইয়া যায় । নিদ্রাবস্থাতেও পূর্বদেহের বিস্মৃতি হয়;
 কিন্তু তাহা অত্যন্ত বিস্মৃতি নয় । ইহাই মৃত্যুর সহিত
 নিদ্রার ভেদ হইয়া থাকে । যে প্রকার স্বপ্নাবস্থায়
 অনুভবকালে জাগ্রদবস্থার দেহে বিস্মৃতি হয়, ঐ
 প্রকার মৃত্যুর পরও যে দেহ হইতে জন্মগ্রহণ হইবে,

সেই পুরুষদেহে বা স্ত্রীদেহে আত্মাভিমান হয় অর্থাৎ
 ঐ ব্যক্তির জীবাত্মাতে জীবাত্মায় এবং অন্তঃকরণে
 অন্তঃকরণের বিলয় হইয়া যায় । পরে শুক্রশোণিতের
 সহিত সংযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । মৃত্যু-
 কালে স্ত্রীরূপের চিন্তা হইলে স্ত্রীদেহে প্রবেশ পূর্বক
 স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং পুরুষদেহের চিন্তা
 হইলে পুরুষদেহে প্রবেশ পূর্বক পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ
 করে । ঐ প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং
 স্বাবরাদিতে চিন্তা পূর্বক অত্যন্ত অভিনিবেশ হইলে
 ঐ ঐ শরীরে প্রবেশ পূর্বক ঐ ঐ শরীরধারী হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । যে প্রকার জাগ্রদবস্থায়
 যে যে বস্তুর অত্যন্ত অনুশীলন করিয়া থাকে, স্বপ্না-
 বস্থায় সেই সেই বস্তুর দর্শন এবং কোন সময়ে সেই
 সেইরূপেও আপনাকে দেখিয়া থাকে । অতএব
 দেহের বিনাশ হইলেও জীবাত্মা অন্তঃকরণ সহ ঐ
 বিনষ্টদেহ ত্যাগ করিয়া অগ্নিদেহে প্রবেশ করিয়া
 থাকে । জীবাত্মার ও অন্তঃকরণের বিনাশ হয়
 না ॥ ১১ ॥

নাস্তিক—জীবাত্মা এক দেহ ত্যাগ করিয়া অগ্নি
 দেহ গ্রহণ করে এ বিষয় যদিও স্বীকার করিতে পারা
 যায়, তথাপি আপনাদের শাস্ত্রপ্রতিপাদিত স্বর্গভোগ
 এবং নরকভোগ, দুই দুইটীকে কদাচ স্বীকার করিব
 না । কোথায় স্বর্গ, আর কোথায় নরক ? দেখাইয়া

স্বর্গনরকভোগো যথা স্বপ্নে ॥ ১২ ॥

স্বপ্নে যথা স্থূলভাববসাহায্যমন্তরেণাপি মনোময়দেহমাত্রাণে মনোময়বিষয়ান্ গৃহীত্বা সুখ-
দুঃখাদিভোগো ভবেত্তথা জীবস্য স্বর্গনিরয়ভোগাঃ ।
ভো নাস্তিক ! কদাচিত্ স্বপ্নে আত্মানং সম্রাজং,
পাত্রাদিমিবেষ্টিতং, ছত্রচামরাদিমিশ্চ সুসজ্জিতং,
রাজ্যপালনরতং পश्यসি । একদা ভূত্যানুগতঃ সুরম্য-
হর্ম্যং বিচরসি, অন্যদা চ মণিময়পর্য়ঙ্করুদ্রঃ
পটুমহিষ্যাঃ দাসোমিশ্চ পরিচরিতস্তিষ্ঠসি । ক্ষণাৎ
সুরসমীজনং, সুগন্ধিগ্রহণং, গীতাদিশ্রবণং, নৃত্যাদি-
দর্শনং, গ্রীষ্মকটী শীতলোপচারং শীতে চ তুলিকা-
দে-গ্রহণমশ্বাদারোহণং বা অনুভবসি । তদা সুখোপ-
লব্ধিঃ । কদাপি বাত্মানং চৌর্য্যপরাধাদ্রুতং,

বেতাদিনা প্রহৃতং, বদ্ধং তমোময়াগারুড়ং বাবলোক-
য়সি । রাজবিনাশেণ সশ্রমকারাবাসো দণ্ডান্তরং
বা তব ভোগ্যমস্ति । কচিদ্ধা স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদিমি-
শ্রকমণং শত্রুপীড়ণং বানুভূয় দুঃখায়সে । তদা
মনোব্যথান্তং নাস্ति । স্বাপগতসুখাঘনুভবো মনোময়-
শরীরেণ চিত্তগতভোগদণ্ডৈশ্চ ভবতি । নাস্ति তদা
শয়নপতিতদেহসম্পর্কঃ । ন বা বাহ্যভোগাदीনাং
সম্বন্ধশ্চেষ্টোপি । স্বর্গনিরয়াদিভোগোপি তথৈব
মনোময়দেহেন মনোময়ভোগদণ্ডাদিনা সম্পদ্যতে ।
মনোময়দেহেণ লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে । ইদৃশস্থূল-
দেহেন সহ স্বর্গাদিভোগস্য সম্পর্কোপি নাস্ति ।
স্থূলদেহবিনাশাদন্তঃকরণজীবয়োরস্তিত্বং ভবতা
প্রাগঙ্গীকৃতমেব । অন্তঃকরণজীবয়োরস্তিত্ব-
তদ্ব্যাপারঃ সুখদুঃখান্যপি সন্ত্যেব নিঃসংশয়ম্ ।

দিতে পারেন কি ? না দেখিলে কি প্রকারে স্বীকার
করিতে পারি ।

সূত্রকার—স্বর্গ-নরকভোগও আপনার প্রত্যক্ষ-
গোচর হইয়া থাকে, এই বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

স্বপ্নে যে-প্রকার স্থূলদেহের বিনা সাহায্যে কেবল
অন্তঃকরণ বা মনোময় দেহদ্বারা মনোময় বিষয় গ্রহণ-
পূর্বক স্বপ্নভোগ এবং দুঃখভোগ হইয়া থাকে, ঐ
প্রকার মনোময় দেহদ্বারা মনোময় বিষয় গ্রহণ-
পূর্বক স্থূলদেহের বিনা সাহায্যে জীব স্বর্গভোগ ও
নরকভোগ করিয়া থাকে । হে নাস্তিক মহোদয় !
আপনি কোনদিন স্বপ্নে দেখিয়া থাকেন, কোন
প্রদেশের রাজা হইয়াছেন, কোনকালে পাত্রমঞ্জিগণ
পরিবেষ্টিত হইয়া ছত্রচামরাদি সুশোভিত হইয়া
রাজকার্য্য করিতেছেন, কোনকালে সুরম্য অট্টালিকায়
ভূত্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন, কোন-
কালে সুরম্য পর্যাঙ্কে রাজমহিষীর সহিত উপবিষ্ট
আছেন, দাসীগণ পরিচর্যা করিতেছে । ঐরূপ
কোনকালে মিষ্টান্নভোজন, সুগন্ধগ্রহণ, গীতাদিশ্রবণ,

নৃত্যাদির দর্শন, গ্রীষ্মকালোচিত শীতলবায়ু-সেবন,
শীতকালোচিত তুলিকাদির গ্রহণ, অশ্বগজাদিতে
আরোহণ ইত্যাদির অনুভব করিয়া থাকেন । ঐরূপ
অনুভবকালে আপনার অত্যন্ত সুখের উদয় হইয়া
থাকে । আর কোনদিন স্বপ্নে দেখিয়া থাকেন,
আপনি চৌর্য্যাপরাধে কোন রাজপুরুষ কর্তৃক ধৃত
হইয়াছেন, কেহ আপনার পৃষ্ঠে বেত্রাদি দ্বারা
আঘাত করিতেছে, আপনাকে বন্ধনাদি করিয়া
অন্ধকার গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিতেছে । রাজবিচার দ্বারা
আপনার দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আপনার প্রতি
নানাবিধ পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড প্রদান করা হইতেছে
কিংবা অন্যপ্রকার বিবিধ দণ্ডবিধান হইতেছে । কোন-
দিন স্বপ্নে দেখেন, ব্যাঘ্র কর্তৃক বা মর্পগজাদি কর্তৃক
আক্রান্ত হইয়াছেন কিংবা শত্রুগণকর্তৃক বহুবিধ
যাতনা দ্বারা দুঃখিত হইতেছেন, ইত্যাদি প্রকার
অনুভবকালে আপনার মানসিক কষ্টের অবধি থাকে
না । স্বপ্নে যে উক্তপ্রকার সুখ ও দুঃখের অনুভব
হইয়া থাকে, তাহা কেবল মনোময় দেহদ্বারা এবং

স্বপ্নে সুখাদিভোগো যত্নেব ভবতি স্বর্গভোগোঽপি ভবতস্তত্নেব । সুরালয়োঽপি তত্স্থানে বিদ্যমানঃ । নির্যব্যাপারোঽপি তাদৃশঃ । অয়মেব ফলিতার্থঃ—দৃশ্যমানবিশ্বে অসংখ্যা জীবাত্মানো নিজান্তঃকরণ-সহায়াস্তন্ময়দেহেন তন্মথবিষয়ান্ স্বীকৃত্য তত্বেই-বিষয়ান্ উপভুজ্য বিরাজন্তে । ইদমপি ভবতা স্বীকর্তব্যম্ । ইতো বিশেষঃ পরস্তাদালোচনীযঃ ।

নাস্তিকঃ—স্বর্গনির্যমোগোঽস্তীতি মন্যে, শাস্ত্রো-ল্লিখিতং পাপপুণ্যাৎকিন্তু ন স্বীকৃতম্ । প্রত্যক্ষেণ প্রদর্শিতমপি দেহত্যাগান্তে জীবাত্মনা সহ গচ্ছতীতি নীররীকার্যম্ । যতঃ পাপং পুণ্যং বা কর্মমাত্রং, কৃতপেব লিনশ্যতি । কথং তত্সহগমনম্ ? অথ স্বর্গনির্যমোগমনং জন্মান্তরলাভম্ ন সম্ভবেৎ ।

সূত্রকৃত—পাপপুণ্যে স্বীকর্তব্যে সহগামিনী চ । ইতি সূত্রম্ ।

আদিপ্রবৃ্ত্তিতারতম্যাত্ পুণ্যপাপয়োঃ

সহগমনম্ ॥ ১২ ॥

জননান্তরং শিক্ষাং যত্নশ্চান্তরেণ নরাণাং প্রবৃ্ত্তিভেদো দৃশ্যতে । তত্তারতম্যশ্চ দৃশ্যতে । অতঃ পুণ্যপাপয়োঃ সহগমনম্ অস্তিত্বশ্চ সিদ্ধম্ । নগরং ভ্রাম্যন্তঃ প্রথমবয়সি বালকাস্তত্রস্থবিষয়ানবলোকয়ন্তি । উপদেশং বিনাপি কেচিদ্ভ্রাজবদ ব্যবহরন্তি কেচিদ্ভ্রা রাজপুরুষবদ, কেচিদ্ভ্রাহ্মণবৃ্ত্তি, অপরে বাণিজ্য, কর্ণণম্, গোপালনং, কুসীদাদানং, ধৌরকারসূত্রধর-তন্তুবাযকর্ম্মকারকুম্ভকারাদীনাং বা ব্যবহারং ক্রোড়া-

মনোময় ভোগদণ্ডাদির দ্বারা হইয়া থাকে । শয্যাতে যে শরীর পতিত আছে, তাহার সহিত কিংবা বাহিরের ভোগদণ্ডাদির সহিত কোন সম্বন্ধও থাকে না । স্বর্গভোগ ও নরকভোগ ও ঐ প্রকার মনোময় দেহদ্বারা ও মনোময় বিষয়দ্বারা হইয়া থাকে । ঐ মনোময় দেহকে লিঙ্গ শরীর বলা হইয়া থাকে । দৃশ্যমান স্থলদেহের সহিত স্বর্গনির্যমোগের কোন সম্বন্ধ নাই । উক্ত শরীরের অন্তর পরে যে অন্তঃকরণ ও জীবাত্মার বিদ্যমানতা থাকে, তাহা আপনি স্বীকার করিয়াছেন । যদি অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা থাকিলেন, তবে অন্তঃকরণ-ব্যাপার ও তৎসম্বন্ধীয় সুখদুঃখাদি যে অবশ্য থাকিবে, সে বিষয়ে আর সংশয় কি আছে ? আর আপনাদের স্বর্গের সুখভোগ যেস্থানে হইয়া থাকে, স্বর্গভোগও সেইস্থানেই হইবে । স্বর্গও সেইরূপ স্থানে আছে । স্বপ্নের দুঃখভোগ যেস্থানে হইয়া থাকে, নরকভোগও সেইরূপ স্থানে হইবে । নরকও সেইরূপ স্থানে আছে । ফলিতার্থ এই যে, এই দৃশ্যমান বিশ্বের অভ্যন্তরে বহু জীবাত্মা বেবল নিজ নিজ অন্তঃকরণ সাহায্যে তন্ময় দেহ

ও তন্ময় বিষয় অনুভবকরতঃ ঐ দেহদ্বারা ঐ বিষয়ভোগপূর্বক বিদ্যমান আছে । ইহাও আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে । আর যে বিশেষ আছে, তাহা পরে আলোচিত হইবে ॥ ১২ ॥

নাস্তিকঃ—স্বর্গনির্যমোগ আছে, এইরূপ বোধ হয় । কিন্তু আপনাদের শাস্ত্রকথিত পাপপুণ্য আমরা স্বীকার করি না । যদিও তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা দর্শাইতে পারেন, তবে ঐ পাপপুণ্য যে দেহত্যাগের পর জীবাত্মার সঙ্গে গমন করে, তাহা কদাচ স্বীকার করিতে পারিব না । কারণ পাপ ও পুণ্য একপ্রকার কর্ম্মমাত্র । যেকালে কৃত হয়, সেইকালে বিনাশ হইয়া যায় । সে আবার সঙ্গে গমন করিবে কি প্রকারে ? এরূপ অবস্থায় স্বর্গ-নির্যমোগ বা জন্মান্তর লাভ কদাচ হইতে পারে না ।

সূত্রকারঃ—পাপ এবং পুণ্য অবশ্য স্বীকার্য, তাহা সঙ্গেও গমন করিয়া থাকে ; এই অভিপ্রায়ে সূত্র করিতেছেন ।

জন্মের পর বিনা শিক্ষাতে ও বিনা যত্নে মানুষ-সকলের এক এক প্রকার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । ঐ

চ্ছলেনাদ্রিয়ন্তে। বয়ঃপ্রাপ্তা অপি তত্‌তৎকৰ্ম্মসু তদ্পরা ভবন্তি। কুলাগতদ্ব্যবসায়েষু বীতরাগা অন্যধামুপদেশেষুপি হতাধরা জায়ন্তে। স্বभावत एव कस्यापि निन्दितव्येऽनुरागोऽन्यस्य निरवद्ये-
ऽभिलाषः। प्राग्भवीयसंस्कारतारतम्यादेष विशेषः। विगतजनिपापपुण्यविपरिणतेः संस्कारो जायते। तेषां न चेत् सहगमनं तदा शिक्षादिक्रमन्तरेण कथं विशेषः। अतएव जीवात्मना सार्द्धं नियतमेव तेषां सहगतिः। प्रत्यक्षेण युक्ता च जीवानां प्राप्यं गन्तव्यं वा निश्चित्य तदेव प्रयोजनत्वेन स्वीक्रियताम्। प्रयोजनानुकुलव्यापाराः सुकृतं प्रतिकूलश्च दुष्कृत-
मित्यत्र का विप्रतिपत्तिः। पापानां पुण्यानाञ्च

कर्मत्वे संस्कारोत्पादनं यथायथम्। मन्यताम्, कश्चिज्जनोऽन्योपদেশेन सामान्यचौर्यं प्रवृत्तः। ततोऽभ्यासेन विशिष्टचौर्येऽपि तस्याभिलाषो जायते; अथ तदिच्छा बलवतो सती अन्तःकरण-
गता तिष्ठति। पश्यात्, क्रियानाशेऽपि न तदिच्छा-
विघातः। सा संस्कारतूमापन्ना जीवेन सह भ्रमति। तथा मद्यपानवासना, जीवहिंसा, इतराणि सदसत्-
कर्मणि च तत्‌तत्‌संस्कारान् जनयन्ति। पाप-
पुण्यानां विनाशेऽपि न तत्‌संस्कारध্বंसः। तेषां भवान्तरेष्वपि जीवसहचरणम्। वाक्यतः पुण्यपापे
अस्वीकृतेऽपि कार्येषु स्वीकृतमेव भवता। राजप्रियेन भवता स्वाधीनविचरणं प्रयोजनमेव, तदानुकूल्याद्

প্রবৃত্তিতে পরস্পর তারতম্য দেখা যায়। অতএব পাপ আর পুণ্য জীবের সঙ্গেই গমন করিয়া থাকে। সঙ্গে গমন সিদ্ধ হওয়ায় পাপ ও পুণ্য সিদ্ধ হইল। ভাব বলিতেছে, হে মহোদয়! বালকসকল প্রথম বয়সে একত্র মিলিত হইয়া নগর ভ্রমণ করিতে থাকে এবং নগরস্থ নানাবিষয়ের অবলোকন করিয়া থাকে। কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে কেহ উপদেশ গ্রহণ না করিলেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ রাজবৎ ব্যাপার, কেহ বা কোন রাজকর্মচারীর কার্য, কেহ বা ব্রাহ্মণের কার্য, কেহ বা বণিকের কর্ম, কেহ বা কৃষকের কর্ম, কেহ গোপালের কর্ম, কেহ কুসীদজীবীর কার্য, কেহ নাপিত, সূত্রধার, তন্তুবায়, কর্মকার, কুস্তকার প্রভৃতির কার্য খেলাচ্ছলে করিতে ভালবাসে। ব্যয়োহধিক হইলেও ঐ ঐ কার্যে তৎপর হন। পিতৃপিতামহগত ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে; অন্তের উপদেশও শ্রবণ করে না। ঐ প্রকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ নিন্দনীয় কার্যে রত হয়, কেহ বা প্রশংসনীয় কার্যে রত হইয়া থাকে। পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের ভারতম্যেই ঐরূপ তারতম্য হইয়া থাকে। পূর্বজন্মার্জিত পাপপুণ্যই সংস্কার-

রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যদি পূর্বজন্মের পাপ পুণ্য সঙ্গে গমন না করে, তবে শিক্ষা এবং যত্ন ব্যতিরেকেও ঐরূপ তারতম্য কেন হইয়া থাকে? অতএব পূর্বজন্মের পাপপুণ্য জীবাত্মার গঠিত অবশ্যই গমন করিয়া থাকে। পাপপুণ্যের সঙ্গে গমন সিদ্ধ হওয়ায় পাপপুণ্যের অস্তিত্বও সিদ্ধ হইল। প্রত্যক্ষপ্রমাণ এবং যুক্তিদ্বারা যাহা জীবের প্রাপ্য বা গন্তব্যরূপে নিশ্চয় হইবে, তাহাকে জীবের প্রয়োজনরূপে স্বীকার করুন। ঐ প্রয়োজনলাভের জন্য অমুকুল ব্যাপারসকলকে পুণ্যরূপে এবং প্রতিকূল ব্যাপারসকলকে পাপরূপে স্বীকার করুন, ইহাতে আর আপত্তি কি আছে। যद्यপি পাপ ও পুণ্য কর্মবিশেষ, তথাপি ঐ কর্মবিশেষ হইতে সংস্কার-বিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনে করুন, একব্যক্তি কোনব্যক্তির কথায় চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইল, পরে অভ্যাসবশতঃ ঐ ব্যক্তি বিশেষ চৌর্য্যক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইল। অতঃপর চৌর্য্যক্রিয়ার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া পড়িল। ঐ চৌর্য্যেচ্ছা অন্তঃকরণগত হইয়া থাকিল। এস্থলে দেখুন চৌর্য্যক্রিয়ার বিনাশ হইলেও চৌর্য্যেচ্ছার বিনাশ হইল না। তাহা

বিধানানি সম্মানয়তি, প্রাতিকূল্যাৎ শাসনানি নোচ্চরতে । অনেনৈব কার্য্যাকার্য্যস্বীকারো ভবতা কৃত এব । স এব পাপপুণ্যতুল্যঃ । তথৈবারোগ্য-প্রয়োজনমুপলভ্য বৈদ্যোপদেশাৎ কুপথ্যবর্জনেন সুপথ্যং গৃহ্নাসি । তৎ কার্য্যাকার্য্যবিচারো ভবতা বিহিত এব । অপরঞ্চ মরণমিয়া নানলপতনম্, উগ্রপ্রবাহাদৌ ন নিমজ্জনং, শার্দ্দূলাদি-সমীপং নাভিয়ানম্, তুঙ্গগিরি-শিখরাচ্চ ন পতনমঙ্গীকরোষি । অতঃ কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানাৎ বিধিনিষেধরূপাণি পাপপুণ্যান্যবশ্যমেবাঙ্গী-করোষি । বিশেষং বধ্যামঃ ॥ ১৩ ॥

নাস্তিকঃ — প্রয়োজনানুরোধাদানুকূল্যাदानং প্রাতিকূল্যবর্জনং চ স্বীকৃতমেব । एतेयोश्चेत् पাপपुण्य-

সংজ্ঞা তদঙ্গীকৃতম্ । নতু বিশ্বসনীয়ং জীবানাং ভবান্তরে সহগমনম্ । আদিপ্রবৃত্তেস্তারতম্যং ন গ্রাহ্যং, সাহচর্য্যাচ্ছিশ্রাদিমিশ্চ তত্সম্ভবাৎ । সূত্রকৃত—প্রমাণান্তরং দর্শয়তি—

সম্পত্তিতারতম্যাত্ ॥ ১৪ ॥

জন্মত এব সম্পদস্তারতম্যং দৃশ্যতে । অতঃ পুণ্যপাপে জীবসহচরে । মহোদয় ! দৃশ্যতাম্, নৃপকুমারং জাতমাত্রং তত্পরা বহুজনাং তত্প্রতিপালনায় যতন্তে, মহাহর্বক্ষপরিশোভিতপর্য্যঙ্কে শায়য়ন্তি, সুবর্ণমাজনাৎ পণ্যে জাতরূপপাত্রাণে পায়য়ন্তি, বহুমূল্যবস্ত্রালাঙ্কারাদিभिः शोभयति । असंख्यवैद्या-

সংস্কাররূপে অন্তঃকরণমধ্যে থাকিয়া জীবের সঙ্গে গমন করিয়া থাকে । ঐরূপ মন্ত্রপান হইতে তদিচ্ছা-রূপ সংস্কারের, পশুহিংসা হইতে তদিচ্ছারূপ সংস্কারের, অগ্ন্যাগ্ন্য সদসৎকার্য্য হইতে সেই সেই ইচ্ছারূপ সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে । পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম্মসকলের বিনাশ হইলেও তৎফলরূপ সংস্কারসকলের বিনাশ হয় না । ঐ সংস্কারসকল জীবের সহিত দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে । আপনি মুখে পাপপুণ্য স্বীকার না করিলেও কার্য্যদ্বারা স্বীকার করিয়া থাকেন । মনে করুন, রাজপ্রিয় হইয়া বিচরণ করা আপনার প্রয়োজন হইতেছে ; ঐ বিষয়ের অনুকূলহেতু আপনি রাজকৃত নিয়ম মানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেছেন এবং তৎপ্রতিকূলহেতু তাহা কদাচ লঙ্ঘন করেন না । ইহা দ্বারাই আপনি কর্তব্য এবং অকর্তব্য স্বীকার করিতেছেন । তাহাই আপনার পাপপুণ্যস্থানীয় হইতেছে । আপনি আরোগ্যলাভকে প্রয়োজনরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন, সেজন্য বৈদ্যের উপদেশমতে কুপথ্য ভাগ ও সুপথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন । অতএব কর্তব্য এবং অকর্তব্য, এই দুই বিচার অবশ্য আছে । আরও দেখিতেছি,

আপনি মৃত্যুকে ভয় করিয়া অগ্নিভে প্রবেশ করেন না, উগ্র জলপ্রবাহাদিতে পতিত হয়েন না, বিষ ভক্ষণ করেন না, ব্যাঘ্রাদির নিকট গমন করেন না বা অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতেও পতিত হয়েন না । অতএব আপনার কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান অবশ্য আছে, এই হেতু বিধিনিষেধরূপ পুণ্যপাপ অবশ্য স্বীকার করিয়া থাকেন । বিশেষ বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে ॥ ১৩ ॥

নাস্তিকঃ—স্বীকার করিলাম, প্রয়োজনবশে অনুকূল কার্য্য করা হইয়া থাকে, তৎপ্রতিকূলের বর্জনও হইয়া থাকে । অতএব কর্তব্যাকর্তব্য অবশ্য আছে । যদি ইহাকেই পুণ্যপাপ বলা যায় তবে তাহাও স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহা যে জীবের সঙ্গে গমন করে, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে না । কেবল প্রথম প্রবৃত্তির তারতম্য গ্রাহ্য নয় । তাহা সঙ্গ এবং শিক্ষাদিহেতু হইতে পারে । সূত্রকার—অগ্ন্য প্রমাণ দেখাইয়া সূত্র করিতেছেন ।

জন্মমাত্রই সম্পত্তির তারতম্য দেখা যাইতেছে । অতএব পুণ্য ও পাপ জীবের সঙ্গে গমন করিয়া থাকে । হে মহোদয় ! আপনি দেখিয়া থাকেন, রাজার সন্তান হইলে তৎক্ষণাৎ বহুব্যক্তি অতি ব্যস্ত

শিক্ষিতসন্তে, কেচিচ্ছ নানোপহারান্ প্রযচ্ছন্তি । নগরী নৃত্যগীতবাছাদুঃস্বময়ী ভবতি । দানানি দীযন্তে, সত্কাৰ্য্যাণি ক্রিয়ন্তে ; মহাজনানাং সত্কারা অপি বিধীয়ন্তে । নগরমণ্ডনাদিন্যপি দৃশ্যন্তে । পক্ষান্তরে দরিদ্রতনয়ে জাতে ন কোঃপি তনুসমীপং য়াতি । কৰুণবচনেন বিজ্ঞাপিতমপি দুঃখং ন শুধুৰ্ব্বতে । ছিন্নতৃণশয়্যাপি দুৰ্লভা, দুঃখার্থ হাহাকারা অপি নিঃফলাঃ । আময়েন জীবনাত্ম্য-সম্মবেঃপি বৈদ্যশঙ্কটম্ । জীর্ণপর্ণকুটীরে, বৃক্ষমূলে বা নিপতितো বিদ্যতে । বাতাতপবর্ষাভিঃ প্রপীড়িতঃ কথমপি প্রাণান্ ধারয়তি । মাতা স্বয়মপি খাদ্যং ন লভতে, কুত্ব বা তনয়পরিপোষণম্ ? বিচার্য্যতা-মত্ব, জাতমাত্র এব রাজসুচূৰ্ণং কিমপি কৰোতি কোটীশ্বরত্বলাভায়, নবা নিঃস্বতনয়স্য কিञ্চিত্

কুকৰ্ম্ম । অথ বৈষম্যস্য কো হেতুঃ ? জননান্তরপুণ্য-পাপাসাহচর্য্যং ন তত্ সম্ভবতি । সুতরাং বিগত-জন্মসংস্কারাঃ জীবসহচারিণঃ ।

নাস্তিকঃ — তাদৃগ্বৈষম্যং দরিদ্রসম্পন্নগৃহজন্ম-লাভাদেব ভবতি ন তত্ জন্মান্তরীয়পুণ্যপাপানাং সহগমনম্ । সূত্রকারঃ — প্রমাণান্তরং প্রদর্শ্য সূত্রয়তি—

শিক্ষাফলসম্ভবঃ ॥ ১৫ ॥

শিক্ষাফলস্যাপি বৈষম্যং দৃশ্যতে । তর্হি সুকৃত-দুষ্কৃতে সহৈব গচ্ছতঃ । পশ্যতু ভবান্ । কস্মিংশিচ্ছ বিদ্যালয়ে এক এব শিক্ষকঃ তুল্যস্তোহ্যত্নাভ্যাং ছাত্রানধ্যাপয়তি । তেঃপি সমাগ্রহেণ তুল্যযত্নেণ চ বিদ্যামাদদতে । তথাপি কশ্চিত্ সঙ্কটপদেহেণ

হইয়া ঐ রাজপুত্রের প্রতিপালনের জন্ম চেষ্টি করিয়া থাকে । বহুমূল্য বস্ত্রের উপরে পর্যাঙ্কে রাজপুত্রকে শয়ন করান হয় ; সুবর্ণপাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া সুবর্ণপাত্রে দ্বারা পান করান হয় । বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাহাকে ভূষিত করান হয় । বহু বৈষ্ণ আশিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন । অনেকে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন । নানাপ্রকার বাত, গীত এবং নৃত্যাদির উৎসব হইয়া থাকে । বহু দান ও সংকার্য্য সম্পাদিত হয় ; বহুবাল্লির সংকারও করা হয় । নগরমণ্ডনাদিও দৃষ্ট হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে দরিদ্র পুত্রের জন্ম হইলে কোন ব্যক্তি তাহার নিকট গমন করে না । কাতরবাক্যে দুঃখ জানাইলেও কেহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না ; শয়নে ছিন্নতৃণশয়্যাও মিলে না । দুগ্ধের জন্ম হাহাকার করিয়াও তাহা পায় না । রোগে প্রাণ-ত্যাগের সম্ভাবনা হইলেও চিকিৎসকের অভাব হইয়া থাকে । অতি ভগ্ন তৃণনির্ম্মিত গৃহে বা বৃক্ষমূলে বালক নিপতিত থাকে । বায়ুর্দ্বিরোদ্রে অতিকষ্টে

জীবনধারণমাত্র করিয়া থাকে । মাতা স্বয়ং আহার পায় না, পুত্রপালন করে কি প্রকারে ? এতলে বিচার করিয়া দেখুন ; রাজপুত্র জন্মমাত্র এইরূপ কোটীশ্বর হইবার জন্ম কোন কার্য্য করে নাই, দরিদ্রপুত্রও জন্মলাভ করিয়া কোন অসৎকৰ্ম্ম করে নাই । তবে ঐরূপ বৈষম্য কেন হইল ? যদি পূর্বজন্মের পুণ্যপাপ সঙ্গে গমন না করে, তবে এইরূপ বৈষম্য হইতে পারে না । অতএব পূর্ব-জন্মের পুণ্যপাপ অবশ্য জীবের সঙ্গে গমন করে ॥ ১৪ ॥

নাস্তিকঃ — ঐরূপ বৈষম্য কেবল ঐ রাজগৃহে ও দরিদ্রগৃহে জন্মহেতু হইয়া থাকে । পুণ্যপাপ সঙ্গে গমন করে না । সূত্রকার — অন্য প্রমাণ দেখাইয়া সূত্র করিতেছেন ।

শিক্ষাফলেরও বৈষম্য দেখা যায় । অতএব পুণ্য ও পাপ সঙ্গে গমন করিয়া থাকে । হে মহোদয় ! আপনি দেখিয়া থাকিবেন, এক বিদ্যালয়ে একজনমাত্র শিক্ষক সমান স্নেহে সমান যত্নে ছাত্র-গণকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন । ছাত্রগণও

সুপ্তম্ভস্যতি। অপরস্তু শতধোপদিষ্টোऽপি তদগ্রহণে-
ऽসমর্থঃ। কোऽত্র हेतुः? जन्मान्तरीणाभ्यास एव
अत्र प्रबलः। यस्य प्राग्जन्माभ्यास आसीत् तस्य
सकृत् प्रतिबोधनेन विद्या स्फुरति। अपरस्य
तदभावात् अधুনैव गठनारम्भादसकृदुपदेशेनापि न
स्फुरति। अतो जन्मान्तरीणपुण्यपापसहगतिरङ्गी-
कार्या ॥ १५ ॥

नास्तिकः—प्राग्भवीय-पुण्यपापानां सङ्गमन-
स्वीकारो दूरापास्त एव, न तु दृश्यमानदेहात् प्राक्
जीवानां देहान्तरधारणप्रत्ययः।

सूत्रकृत्—पूर्वविषयान् स्मारयित्वा सूत्रयति।

जन्मान्तरं च सिद्धम् ॥ १६ ॥

प्रागुक्तजीवानां देहान्तराप्तिः प्रदर्शितैव। भो
नास्तिक! देहादन्तःकरणस्य पृथक्, शरीरस्य च

নমান আগ্রহে, সমান ঘরে বিছাশিক্ষা করিয়া থাকে।
তথাপি কোন ছাত্রকে একবারমাত্র বলিয়া দিলে
বিছাশিক্ষা করিতে পারে, কোন ছাত্রকে শতবার শিক্ষা
দিলেও সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার
কারণ কি? পূর্বজন্মের অভ্যাস ও অনভ্যাস বশতঃ
ঐরূপ বৈষম্য হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির পূর্বজন্মে
অভ্যাস থাকে, সেই ব্যক্তিকে একবার মাত্র বলিয়া
দিলে অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তির পূর্ব-
জন্মে অভ্যাস থাকে না, এই জন্মেই অধ্যয়ন আরম্ভ
হইয়াছে, সে ব্যক্তিকে শতবার শিক্ষা দিলেও সে শিক্ষা
গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব স্বীকার করুন,
পূর্বজন্মের পুণ্য এবং পাপ জীবের সঙ্গেই গমন
করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

নাস্তিকঃ—আমরা পূর্বজন্মের পুণ্য এবং পাপ
যে সঙ্গে গমন করে, তাহা স্বীকার করিব কি? এই
দেহধারণের পূর্বে যে ঐ জীবের দেহধারণ করা
হইয়াছিল তাহাতেও আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না।

সূত্রকার—পূর্ববিষয়সকল স্মরণ করাইয়া সূত্র
করিতেছেন।

तदाश्रितत्वं प्रदर्शितम्। तथान्तःकरणाजीवस्य
भिन्नत्वं, तज्जीवाश्रयत्वं च वर्णितम्। कथं देह-
त्यागग्रहणे स्वर्गनिरयभोगो वा सोऽपि विचारितः।
पूर्वदेहात् पुण्यपापानामपि देहान्तरगतिरपि
सिद्धान्तिता। नैतैर्जन्मान्तरमपि प्रमाणितम्?
परस्तादेहस्यापुनर्भवे कथं पुण्यपापानां देहान्तरगमनं
सङ्गच्छते। अतो देहत्यागात् पुनर्ग्रहणं सिद्धमेव।

नास्तिकः—पूर्वोक्तिभिर्जन्मान्तरस्य सिद्धिरपि
न निःसंशयिता। प्रमाणान्तरं पश्यामः।

सूत्रकारः—तदपि पश्यतु।

स्वतःप्रवृत्तिदर्शनात् ॥ १७ ॥

शिक्षामन्तरेणापि स्वत एव प्रवृत्तिर्दृश्यते। अतो
देहत्यागाद् देहान्तरादानं भवत्येव। भो महाशय!
भवतावलोक्यत एव पशुशावकाः भूमिष्ठा एव

পূর্বে যে-সকল কথা বলা হইল তাহাদ্বারা
জীবের এক দেহের পরে যে অন্যদেহ লাভ হয়, তাহা
দেখান হইয়াছে। হে নাস্তিক মহোদয়! দেহ
হইতে অন্তঃকরণ ভিন্ন এবং দেহ অন্তঃকরণের
আশ্রিত এবং অন্তঃকরণ হইতে জীবের ভিন্ন এবং
আশ্রয়ত্বও দেখান হইয়াছে। কি প্রকারে দেহের
ত্যাগ ও গ্রহণ হয়, কি প্রকারে স্বর্গ ও নরক ভোগ
হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বদেহের পুণ্য-
পাপ যে পরদেহে গমন করে, তাহাও দেখান হইল।
ইহাদ্বারা কি জন্মান্তর সিদ্ধ হইল না? যদি দেহান্তে
আবার দেহ ধারণ না হয়, তবে পূর্বদেহের পুণ্যপাপ
পরদেহে গমন করে কি প্রকারে? অতএব দেহ-
ত্যাগের পর যে দেহধারণ হয় তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৬ ॥

নাস্তিকঃ—পূর্ববাক্যদ্বারা জন্মান্তর সিদ্ধ
হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি বিশ্বাস হইতেছে না।
অন্য প্রমাণ দেখিবার ইচ্ছা হইতেছে। সূত্রকার—
তাহাই দেখুন বলিয়া সূত্র করিতেছেন।

বিনা শিক্ষাতে আপনি হইতেই প্রবৃত্তি দেখা
যাইতেছে। অতএব দেহত্যাগের পর দেহগ্রহণ হইয়া

ধৃত্বপীড়িতা মাতুর্যত্নমন্তরেণ স্বয়মুত্থায় জননী-
স্তনেষু মুখং প্রদায় পয় আকৃষ্য পিবন্তি ।
বিচার্য্যতামত্ৰ, কস্য বা শিক্ষয়া তে তথা 'কুর্ব্বন্তি ।
স্তনেষু মুখপ্রদানে, আকর্ষণে বা ক উপদেষ্টা ? তলৈব
তস্য খাদ্যমিতিজ্ঞানে কো হেতুঃ ? নান্যত্ন বা তেপাং
কথং মুখচ্ছেদা ? অতঃ স্বীকার্য্যমেব যত্—প্রাণমবী-
য়াম্যাসাৎ বত্‌সানাং তচ্ছেষ্টা । অতঃ পূর্ব্বত্যাগাত
পরগ্রহণং সিদ্ধম্ । অপরশ্চ পশ্য, মনুষ্যপশু-
বিহগাদयो वाल्यादेकान्ते रक्षिताः स्त्रीपुंभ्यवहारम्
अदृष्ट्वापि तत्प्रवृत्ता भवेयुः । पूर्वजननसंस्कारादृते
नेदं सम्भवेत् । अतोऽवश्यममाविनी देहान्त-
राप्तिः ॥ १७ ॥

নাস্তিকঃ — প্রোক্তপ্রমাণেন পুনর্দেহপ্রাপ্তিঃ
সম্মাখিতা । সা তু দেহধর্ম্মত্বেনাপি স্বীকার্য্যা ।

থাকে । হে নাস্তিক মহোদয় ! আপনি অবশ্য
দেখিয়া থাকিবেন, গো-মহিষ প্রভৃতির বৎস জাত
হইলে ঐ বৎস ক্ষুধায় আকুল হইয়া মাতার বিনা
যত্নে স্বয়ং উত্থান করিয়া মাতার স্তনে মুখপ্রদান-
পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া দুগ্ধপান করিয়া থাকে ।
এস্থলে বিচার করিয়া দেখুন, কাহার শিক্ষা-অনুসারে
ঐ বৎস দুগ্ধপান করিল ? স্তনে মুখপ্রদান করিতে
কে শিক্ষা দিল ? এই স্থানে আমার ভক্ষ্যদ্রব্য আছে
তাহা বৎস কি প্রকারে জানিল ? মনুষ্যবালককে
কোলে লইয়া কেহ স্তন্যপানাদিবিষয়ে যত্ন করিয়া
থাকে ; বৎসের পক্ষে সেরূপ কেহ করে নাই ।
বৎস ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া অন্যস্থানে মুখপ্রদান
কেন করিল না ? অন্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে কেন
চেষ্টা করিল না ? অতএব স্বীকার করিতে হইবে,
জন্মান্তরের অভ্যাসবশতঃ বৎস উক্তপ্রকার স্তন্যপান
করিতে পারিল । অতএব দেহত্যাগের পর অবশ্য-
দেহগ্রহণ হইয়া থাকে । আরও দেখুন, যদি মনুষ্য
পশুপক্ষী প্রভৃতি কোনজাতীয় স্ত্রী-পুরুষকে বাল্য-

তদন্যপ্রমাণাবলোকনাপ্রহঃ । সূত্রকারঃ — দেহস্য ন
স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মঃ । তথাপি পশ্যেতি সূত্রম্ ।

শুকশোণিতাণ্ডজাতস্য মুখপাদাদি-
ভেদাৎ ॥ ১৮ ॥

শুকশোণিতাণ্ডান্তররসেযু পার্শ্বভেদাৎ কোঃপি
ভেদো ন দৃশ্যতে । তস্মাত্তু জাতাভ্যকস্য মুখপাদাদি-
বিশেষো দৃশ্যতে । অনেন জন্মান্তরশ্চ প্রমাণিতম্ ।
জননোজনকর্যোঃ শোণিতশুকসংযোগেব সন্তানোত্পত্তি-
হেতুঃ । নার্যা রজোদর্শনাৎ ষোড়শাধ্যায়ন্তরে
পুংযোগাত্ সন্তানজন্ম । তথৈবানুমীযতাং পশু-
পক্ষ্যাदिषु च । काश्चिद्वीर्यांशोऽशान्तरान्न
भिद्यते । तथापि वदनचरणादीनां भेदो दृष्ट एव ।
किमत्र कारणम् ? अपरश्च पश्य, तथैव जाताण्डानां

কাল হইতে কোন একান্তস্থানে একত্র রাখা হয়,
তাহারা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার না
দেখিলেও স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহারে রত হইয়া থাকে ।
পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ভিন্ন এপ্রকার হইতে পারে না ।
অতএব অবশ্য দেহত্যাগের পর দেহগ্রহণ হইয়া
থাকে ॥ ১৭ ॥

নাস্তিকঃ — উক্ত প্রমাণদ্বারা দেহত্যাগের পর
দেহগ্রহণের সম্ভাবনা হইতেছে । কিন্তু ইহাকেও
দেহধর্ম্মরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় । অতএব
অন্য প্রমাণ দেখিবার প্রয়োজন ।

সূত্রকারঃ—দেহের স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্ম হইতে পারে
না । তথাপি অন্য প্রমাণ দেখুন বলিয়া সূত্র
করিতেছেন ।

শুক্রমধ্যে, শোণিতমধ্যে এবং অণুমধ্যগত রসের
মধ্যে কোন পার্শ্বভেদে ভেদ দেখা যায় না । কিন্তু
তাহা হইতে জাতবালকের মুখপাদাদি ভেদ দেখা
যায় । অতএব ইহা দ্বারা পূর্ব্বজন্মের প্রমাণ হইতেছে ।
হে মহোদয় ! বিচার করিয়া দেখুন, পিতার শুক্র

কৌণ্ডশ্যে শান্তরান্ন পৃথক্ ; জাতানাং তু পরস্পর-
ভেদঃ । কথং তত্পার্থক্যম্ । অবশ্যমেব স্বীকর্তব্যম্,
শুক্শোণিতাণ্ডান্তর্গতরসে সান্তঃকরণস্য জীবস্য
প্রবেশোঽস্ति । তস্যৈব পূর্বজননসংস্কারभावात्तथा
मुखपादेन्द्रियाधिष्ठानां प्रभेदो जायते । अतो
देहत्यागाच्छरीरान्तरप्राप्तिः सिद्धा ॥ १८ ॥

नास्तिकः - रेतौ हि पुंसोऽङ्गुरसः । तत्र सौक्ष्मेण
पुंसः सर्वाङ्गसत्तास्ति । शोणितमपि नार्याः
सर्वाङ्गुरसः । तत्रापि तस्या निखिलाङ्गसत्ता सूक्ष्म-
रूपेणास्ति । अण्डान्तर्गतरसेऽपि द्वयोः सूक्ष्मसत्ता
वर्तमाना । तद्वलादेव मुखपादेन्द्रियाधिष्ठानां
पार्थक्यम् । ततोऽन्तःकरणभावनिवेशानुमानं
काल्पनिकमेव । सूत्रकारेणान्यप्रमाणं प्रदर्श्यते ।

शतपदमशकादिसमुत्पत्तेः ॥ १९ ॥

शুক্শোণিতমেলনমন্তরেणापि शतपदमशकादुत्-
पत्तिर्भवति । तस्मादन्तःकरणभाव एव मुखাদীनां

এবং শাতার শোণিত এই দুইয়ের সংযোগেই সম্ভাবনের
উৎপত্তি হইয়া থাকে । যেহেতু স্ত্রীর রঞ্জোদর্শনের
ষোড়শ দিবস মধ্যে পুরুষসংসর্গ হইলেই সম্ভাবনের
উৎপত্তি হয় । ঐরূপ পশুপক্ষীতেও অনুমান
করুন । ঐ শুক্র এবং শোণিতের কোন অংশের
সহিত অণু কোন অংশের তারতম্য দেখা যায় না ।
তথাপি তাহা হইতে জাত হয় যে বালক, তাহার
মুখ এবং পাদ প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে । ইহার
কারণ কি ? আরও দেখুন, ঐ শুক্রশোণিত হইতে
পক্ষী প্রভৃতির অণুর উৎপত্তি হয় । ঐ অণুর
মধ্যে যে রস থাকে, তাহার কোন অংশের সহিত
অণু কোন অংশের তারতম্য নাই । তথাপি তাহা
হইতে জাত বালকের ঐরূপ মুখপাদাদি ভেদ হয় ।
ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠানসকলের রচনা হইয়া থাকে । ঐরূপ
ভেদ কি প্রকারে হইল ? অবশ্য স্বীকার করিতে
হইবে ঐ শুক্রশোণিত এবং অণুমধ্যগত রসের মধ্যে
যে অন্তঃকরণ সহিত জীবাত্মার প্রবেশ হইয়াছে ঐ

ভেদহেতুরীতি সুগমম্ । দৃশ্যতাং, পুতিভাবগত-
পললাদিভ্যো বৃশ্চিকশতপদাদীনাং জননম্ । তত
শুক্শোণিতসম্পর্কো নাस्ति । তদেব তेषাং দেহোপাদানম্ ।
তেষামপি দেহাংশে মুখাদীনাং ভেদো দৃশ্যতে । ততো-
ऽন্তঃকরণ-भावमात्रं तत्प्रभेदे कारणम् । तथा
जरायुजाण्डजादीनां प्रत्यङ्गभेदोऽप्यन्तःकरणभावा-
जायते । वदेच्चेत् - पूतिपललजलादिषु कदाचित्ताद्गु-
देहांशो मिलितः । तस्मात्तत्तज्जीवानां समुद्भवः ।
तथा सति त एवांशा अवयवविशेषाणां कथं तेभ्यो
निखिलावयवगठनम् ? अतो भाव एव मुख्यकारणम् ।
उदुम्बररसालादिषु कीटादीनां सद्भावे कुतस्तच्छरीरा-
शसम्भवः ? तथैव मृत्पिपीलिकाशरीरेभ्यो
मुस्तकतृणसमुत्पत्तिः । तृणान्यपि स्थावरजीवाः ।
तेष्वप्यन्तःकरणसत्ताभावाद् देहान्तर्निविष्टजीवान्तः
करणभावेन मुखादिभेदः । अतो देहत्यागादपरग्रहणं
निःसंशयितम् ।

জীবাধিষ্ঠিত অন্তঃকরণের পূর্বজননগতসংস্কারসম্বন্ধীয়
ভাববলেই ঐ প্রকার মুখ, পাদ এবং ইন্দ্রিয়াদিষ্ঠান
প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে । অতএব দেহত্যাগের
পর দেহগ্রহণ অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

नास्तिकः—शुक्र पुरुषेर सर्वाङ्गेर रस
हैतेहे । ताहाते सूक्ष्मरूपे अवश्य पुरुषेर
सर्वाङ्गसत्ता आहे । शोणित स्त्रीर सर्वाङ्गेर रस
हैतेहे, ताहातेओ स्त्रीर सर्वाङ्गेर सूक्ष्म सत्ता
आहे । डिम्बमध्यगत रसेओ ँ प्रकार उभय
शरीरेर सूक्ष्म सत्ता आहे । ँ सूक्ष्मशरीरसत्ता
बलेइ मुख, पाद एवं इन्द्रियाधिष्ठान प्रभृतिर भेद
हैया थाके । अतएव एवले अन्तःकरणगतभावः
प्रवेशानुमान कल्लनामात्र हैतेहे ।

সূত্রকার—এবিষয়ে অণু প্রমাণ দেখাইতেছেন ।

শুক্র ও শোণিতের সম্ভাব ব্যতিরেকেও শতপদ ও
মশকাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে । অতএব এস্থলে
অন্তঃকরণগতভাবই মুখপাদাদিভেদবিষয়ে কারণ হইয়া

নাস্তিকঃ — অন্তঃকরণভাবেनावयवतारतम्यं
चेत्तदा तथैव शरीराणामन्याकारता सम्भवेत् । न तत्
कथम् ? सूत्रकारः — तदपि भवति । योगवलेन
योगिभिर्देहस्य अन्यथात्वं सम्पद्यते । योगोऽप्यन्तः-
करणभावविशेषः । योगवलाभावाद्भवतोऽधुना तन्न
स्वीकार्यम् । प्रमाणान्तरमपि पश्य ।

पेसस्कारिणश्च ॥ २० ॥

पेसस्कारिणामुद्भवोऽन्तःकरणभावमात्रेणैव जायते ।
अतो भावेनैव मुखपादादीनां भेदो देह-
त्यागाद्देहान्तरग्रहणमपि । पश्यतु भवान् ; पेशस्कृ-

থাকে। হে মহোদয়! আপনি দেখিয়া থাকেন,
পূতিভাবপ্রাপ্ত পলাল প্রভৃতি হইতে শতপদাদির
উৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে বিচার করিয়া দেখুন,
পূতিভাবপ্রাপ্ত পলালাদিতে পিতার শুক্র নাই,
মাতার শোণিতও নাই। কেবল ঐ পূতি পলাল
প্রভৃতি শতপদ প্রভৃতির শরীরের উপাদান হইতেছে।
ঐ শতপদ প্রভৃতির শরীরাত্মবিশেষে মুখপদাদি ভেদ
হইয়া থাকে। সে বিষয়ে একমাত্র অন্তঃকরণগত-
ভাবই মুখ্য কারণ হইতেছে। ঐ প্রকার পূতিভাব-
প্রাপ্ত দ্রব্যবিশেষ এবং জলাদি হইতে মশক ও
কীটাদিরও উৎপত্তি হইতেছে। ঐ ঐ পূতিভাবপ্রাপ্ত-
বস্তুই ঐ ঐ শরীরের উপাদান হইয়া থাকে। অতএব
একমাত্র অন্তঃকরণগতভাবদ্বারা উক্ত শরীরের মুখ-
পদাদির ভেদ হইয়া থাকে। বলিতে পারেন, ঐ
পূতিভাবপ্রাপ্ত পলাল ও জল প্রভৃতিতে কোন-
প্রকারে ঐ ঐ শরীরের অংশ মিশ্রিত হইয়া থাকে।
ঐ ঐ অংশ হইতে ঐ ঐ জীবদেহের উৎপত্তি হয়।
যদি তাহাই হইল তবে সেই সেই অংশ অবশ্য কোন
অবয়ব-বিশেষের। তাহা হইতে সর্বশরীরের উৎপত্তি
হইল কি প্রকারে? অতএব সর্বাবয়ব-ভেদ-বিষয়ে
ভাবই মুখ্য কারণ হইতেছে। উদ্ভৃঙ্গ, আত্র প্রভৃতি
ফলের মধ্যে যে কীটবিশেষের উৎপত্তি দেখা যায়,

দ্বন্দ্বমরविशेषः । तेषां स्त्रीषु भेदाभावः ; कृत्वत्वमात्रं
दृश्यते । तेषान्तु नानाभेदाः । केचित् पेशस्कृतो
भूमौ गृहं रचयन्ति । केचिद्वा दारौ मृदि वा विलं
खनन्ति । वंशविस्तारकामैस्तैरेव विजातीयकीटान्
वलादानीय स्वविवरे प्रवेश्य द्वारं रुध्यते । गृहीत
एव कीटोऽसौ भिया क्रोधेन च तद्भ्रमराकारं
विचिन्तयन् मोहगतः श्वभ्रान्तर्गतोऽवरुद्धस्तिष्ठति ।
तदा तद्रूपस्मरणवलात् प्राणानपरित्यज्यैव स्वदेह-
विनिमयेन पेशस्कृद्भ्रमरादत्ते, कतिभिर्दिनैर्विलम्ब-
मुद्वाप्य स्वच्छन्दं भ्रमति च । अथ सोऽपि तथैव
चेष्टते । अतोऽन्तःकरणभावो हि देहान्तरग्रहणहेतुः ।

তাহাতে ঐ কীটশরীরের অংশ কোথা হইতে আসিল ?
ঐরূপ মৃৎপিপীলিকার শরীর হইতে মুণ্ডকতৃণের
উৎপত্তি হইয়া থাকে। তৃণসকলও স্থাবর জীব
শরীরবিশেষ। তাহাতেও অন্তঃকরণ-ভাবের নভা
আছে। এই হেতু শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট জীবাত্মা-
করণগতভাবদ্বারা মুখপদাদি ভেদ হইয়া থাকে।
অতএব দেহত্যাগের পর অবশ্য দেহগ্রহণ হইয়া
থাকে, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥

নাস্তিকঃ—যদি অন্তঃকরণের ভাববলে দেহ-
ত্যাগের তারতম্য হইতে পারে, তবে ঐ অন্তঃকরণগত
ভাবনাবলে শরীরের অগ্ন্যাকারতাও হইতে পারিত।
তাহা হয় না কেন ?

সূত্রকার—তাহাও হইয়া থাকে। যোগিগণ
যোগবলে শরীরের অগ্ন্যাকারতাসাধন করিয়া থাকেন।
যোগও অন্তঃকরণের ভাববিশেষ। আপনার যোগ-
বল নাই। অতএব এদ্বারা তাহা স্বীকার করিবেন
না। অতএব অগ্ন্য প্রমাণ দেখুন, বলিয়া সূত্র
করিতেছেন।

পেস্কারীর উৎপত্তি ঐ অন্তঃকরণের ভাবমাত্র-
দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব ঐ ভাবদ্বারা মুখ-
পদাদি ভেদ হয়। দেহত্যাগের পর দেহগ্রহণও
হইয়া থাকে। হে মহোদয়, আপনি দেখিয়া থাকিবেন,

এতৈরেব জীবানাং দেহান্তরাদানং সম্যক্
সিদ্ধান্তিতম্ ॥ ২০ ॥

নাস্তিক: — দেহাদন্ত:করণস্য পৃথক্ তস্য
তদাশ্রিতত্বং, অন্ত:করণাজীবস্য ভিন্নত্বং তস্য
জীবাশ্রয়ত্বং চ; পুণ্যপাপসত্তাং, দেহান্তে পুণ্য-
বলান্নমোনময়াবয়বেন স্বর্গভোগং তথা পাপাধিক্যাত্
নিরয়গমনং, সাম্যে চ তদৈবাত্মদেহধারণং, প্রাণমবী-
পুণ্যপাপফলানাং সংস্কাররূপেণ জীবানুগমনং,
তত্তারতম্যাঙ্কনবিদ্যাাদীনাং প্রমেদং, মানবপশ্বাদি-
দেহধারণং চ স্বীকৃতবান্ । ভ্রমরকীটদৃষ্টান্তেন

পুণ্যাধিকানাং স্বর্লোকপ্রাপ্ত্যাশয়া দেহান্তে তন্নাশনা-
যুক্তানাং তল্লোকপ্রাপ্তি: পাপাধিকানাং তথৈব নিরয়-
বাশাঙ্কীকার:, তগো: সমত্বে তত্ক্ষণাদেব দেহান্তর-
গ্রহণং ভাবনয়া যোগ্যতাশ্রয়ণাচ্চ । এতান্যবিতথানি,
নাস্তিক: কাচিদ্ধিপ্রতিপত্তি: । পরন্তু ভবন্নির্দিষ্টং
জীবাতিরিক্তং পরমেশ্বরং ন বয়ং স্বীকুর্মা: । যদি
স্যাৎ তর্হি তস্যাস্তিত্বমিन्द्रিয়গোচরং ভবেদেব ।

সূত্রকার: — প্রাণুকানামাশ্রয়স্বরূপ: পরমেশো
নিশ্চিতমংবাস্তি । তথা সূত্রম্—

পেশস্ত্বং এক প্রকার ভ্রমরবিশেষ । উক্ত ভ্রমরে
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই । কেবল ক্লীবত্বমাত্র হইয়া
থাকে । ঐ ভ্রমরসকলমধ্যে নানা ভেদ আছে । এক-
জাতীয় পেসস্কারী মৃত্তিকায় গৃহনির্মাণ করে; অন্য
একজাতীয় কাঠে বা মৃত্তিকায় গর্ত করিয়া থাকে ।
উহারা নিজ বংশবৃদ্ধির জন্ত অন্য জাতীয় এক কীটকে
বলপূর্ক ধারণ করিয়া আপনার ঐ পূর্বোক্ত গৃহ
বা গর্ত মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া
দেয় । উক্ত কীট যে কালে পেসস্কারী কর্তৃক গৃহীত
হয়, সে কালে ভয়ে এবং ক্রোধে ঐ ভ্রমরের রূপ
চিন্তা করতঃ মূচ্ছিত হইয়া ঐ পেশস্কারী কর্তৃক গৃহ
বা গর্ত মধ্যে প্রবিষ্ট এবং রুদ্ধ হইয়া অস্বস্থিতি করে ।
তদনন্তর ঐ কীট উক্ত পেসস্কারীর রূপের স্মরণ-
প্রভাবে মূচ্ছিতাবস্থায় প্রাণত্যাগ না করিয়াও নিজ
শরীরের পরিবর্তনে ঐ পেশস্কারীর রূপ ধারণ করে
এবং কয়েক দিনের পর গর্তের দ্বার করিয়া স্বচ্ছন্দে
বাহিরে ভ্রমণ করে । পরে সেও ঐ প্রকার বংশবৃদ্ধির
চেষ্টা করিয়া থাকে । অতএব অন্তঃকরণগতভাবেই
দেহগঠনের এবং রূপান্তরধারণের কারণ হইতেছে ।
উক্ত সিদ্ধান্তসকলদ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জীব
এক দেহের পর অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নাস্তিক: — আমরা স্বীকার করিয়াছি, দেহ হইতে
অন্তঃকরণ অবশ্য ভিন্ন এবং দেহের আশ্রয়, ঐ প্রকার

জীবও অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন এবং অন্তঃকরণের
আশ্রয় । পুণ্য এবং পাপ অবশ্য আছে । দেহ-
ত্যাগান্তে পুণ্যবল থাকিলে মনোময় দেহদ্বারা
স্বর্গভোগ এবং পাপের আধিক্য থাকিলে ঐরূপ
দেহদ্বারা নরকভোগ হইয়া থাকে । পুণ্যপাপের
আধিক্য না থাকিলে দেহত্যাগপরে অন্য দেহ গ্রহণ
হইয়া থাকে । পূর্বজন্মকৃত পাপপুণ্য জীবের সঙ্গে
অন্তঃকরণগত সংস্কাররূপে পরজন্মে গমন করিয়া
থাকে । পুণ্যপাপের তারতম্যে ধনবিদ্যাদির তারতম্য
হইয়া থাকে এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ,
স্বাবর ইত্যাদি দেহধারণও হইয়া থাকে । এ সকল
আমরা স্বীকার করিলাম । ভ্রমরকীটের দৃষ্টান্তদ্বারা
ইহাও জানিলাম যে, পুণ্যাধিক ব্যক্তি পুণ্যবলে
স্বর্গলোক প্রাপ্তির আশা দ্বারা যুক্ত হইয়া দেহত্যাগ-
কালে আপনাকে স্বর্গবাসিরূপে ভাবনা করিয়া স্বর্গে
গমন করে । পাপাধিক ব্যক্তি পাপবলে নরকপ্রাপ্তি-
ভয় দ্বারা যুক্ত হইয়া ঐ প্রকার দেহত্যাগকালে
আপনাকে নরকবাসিরূপে চিন্তা করিয়া নরকে গমন
করিয়া থাকে । পুণ্য ও পাপের আধিক্য না থাকিলে
দেহত্যাগকালে জীব পাপপুণ্যের তারতম্যে যে সে
দেহ ও যে প্রকার যোগ্যতার স্মরণ করিয়া থাকে
ঐ ঐ দেহ এবং ঐ প্রকার যোগ্যতা প্রভৃতি লাভ
করিয়া থাকে । এ সকল অবশ্য সত্য । এ বিষয়ে

পরমেশ্বর: সৰ্ব্বাশ্রয়: ॥ ২১ ॥

এতাবদুকবিষয়াণাং তথা মহাভূতানাং তৎ-
কার্য্যাণাং চ আশ্রয়রূপস্তদ্বিলক্ষণশ্চ পরমেশ:।
মহোদয়! ভবতপ্রত্যক্ষমেতৎ যৎ আশ্রয়মন্তরেণা-
শ্রিতানাং নাবস্থানম্। প্রাদর্শিতম্ অন্ত:করণা-
শ্রয়াভাবদেহস্য তদ্বাপারাণাং চ, তথা জীবাশ্রয়ং
বিনা আশ্রিতस्याন্ত:করণস্য তদ্বাপারাণাং চাস্তিত্বং
নাস্তি। এতস্মিন্ বিশ্বেষুপি বহুদৃষ্টান্তান্ পশ্যসি।
নৃপ:ভাवे राज्यपालनं असम्भवम्, गृहपतिं विना
गृहं, आधारद्रुते आधेयश्च न तिष्ठति, तथा प्रवर्तक-
रहितोऽनुगत: न तिष्ठति, शिक्षकविहीनं छात्राध्ययनं
च न चलति। वत्मोद्देशकाभावे पथिका अपि
मार्गे चलितुमशक्ता भवन्ति। तद्विश्वेऽस्मिन् स्वगत-

আর আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু জীবসকল হইতে
অতিরিক্ত পরমেশ্বর নামে আর একব্যক্তি কে আছেন,
আপনার পূর্বোক্তবাক্যে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে,
তাহা আমরা স্বীকার করি না। পরমেশ্বর থাকিলে
অবশ্য আমরা দেখিতে পাইতাম।

সূত্রকার—পূর্বোক্তসকলের আশ্রয়রূপে পরমেশ্বর
অবশ্য আছেন, এই বলিয়া সূত্র করিতেছেন।

স্বাবরজস্বরূপে যে সকল দৃষ্ট হইতেছে, ঐ দেহ-
সকল হইতে ভিন্ন এবং দেহসকলের আশ্রয়রূপে যে
অন্ত:করণসকল প্রদর্শিত হইল, ঐ অন্ত:করণসকল
হইতে ভিন্ন ও তদাশ্রয়রূপে যে সকল জীবাত্মা
প্রদর্শিত হইল, আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু,
আকাশরূপ পঞ্চমহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
রস, গন্ধ এই তদীয় গুণসকল এবং অন্ত:করণ ব্যাপার-
সকল, ইহাদের যিনি আশ্রয়, তিনিই পরমেশ্বর।
সকলের আশ্রয়রূপে তিনি অবশ্য আছেন। হে
মহোদয়! আপনি সর্বত্র অনুভব করিতেছেন, কোন
আশ্রিত বস্তু আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না।
পূর্ব পূর্ব সূত্রসকলদ্বারা আপনার সমক্ষে প্রদর্শন
করান হইয়াছে, আশ্রয়রূপ অন্ত:করণের অভাবে

কার্যনির্বাহ একাশ্রয়াস্তিত্বং প্রমাণয়তি। আশ্রয়-
মন্তরেণ পূর্বদর্শিতদেহান্তরাধানং স্বর্গানিরয়াদিবাসশ্চ
ন সম্প্রদ্যতে অতো নিখিলাশ্রয়ভূত: পরমেশ্বর: অবশ্য-
মেবাस्ति ॥ ২১ ॥

নাস্তিক: — চিত্তস্বরূপজীবस्याন্ত:করণশক্তি-
বিद्यতে। স্বশक्त্যৈব দেহত্যাগাদাত্মকম্মানুরূপং দেহং
ধরেৎ। দু:লোকনিরয়াদিভোগং চ কুর্য়্যাৎ। তথাহি
দৃশ্যতে एव सर्वदा सर्वत्र स्तुত্বা जीवानामाश्चर्य-
निर्वाह:। तद्वद्वा वलेन च सर्वव्यापारा:
सम्पद्यन्ते। तर्हि जीवातिरिक्तस्य परमेश्वरस्यास्तित्व-
कल्पनेनालम्।

সূত্রকৃত — ईश्वरार्पितशक्त्या जीवकार्याणि न
तु स्वाधीनतया इति सूत्रम्—

আশ্রিতরূপ দেহের অস্তিত্ব এবং ব্যাপারসকল হইতে
পারে না। ঐ প্রকার আশ্রয়রূপ জীব ব্যতিরেকে
আশ্রিতরূপ অন্ত:করণের বিচ্যমানতা এবং কার্য-
সকলও হইতে পারে না। এই বিশ্বমধ্যে বহু দৃষ্টান্ত
দেখিতেছেন। রাজা না থাকিলে রাজ্যরক্ষা হয় না,
গৃহেশ্বর অভাবে গৃহ রক্ষা হয় না। আধার না
থাকিলে আধেয় থাকিতে পারে না। প্রবর্তক না
থাকিলে অনুগত ব্যক্তি কার্য করিতে পারে না।
শিক্ষক না থাকিলে ছাত্র সকল অধ্যয়ন করিতে পারে
না, পথ-প্রদর্শক না থাকিলে পথিক নির্দিষ্ট স্থানে
গমন করিতে পারে না। অতএব এই বিশ্বের স্বগত-
কার্যনির্বাহই এক আশ্রয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ
করিতেছে এবং আশ্রয় ব্যতিরেকে জীবসকলের
যে দেহত্যাগেষ্টে অতদেহধারণ ও স্বর্গ-নরক-ভোগ
প্রভৃতি, প্রদর্শিত হইল, তাহাও সিদ্ধ হইতে পারে
না। অতএব সকলের আশ্রয়রূপ পরমেশ্বর অবশ্যই
আছেন ॥ ২১ ॥

নাস্তিক:—জীব চৈতন্যস্বরূপ, জীবের অন্ত:করণ-
রূপ শক্তি আছে, জীব স্বশক্তিবলে দেহত্যাগের পর
স্বকর্মানুসারে দেহগ্রহণ করিতে পারে। এই বিশ্বমধ্যে

জীবাংস্বাতন্ত্র্যাত্ ॥ ২২ ॥

জীবস্য কচিদপি ন স্বাতন্ত্র্যমবলোক্যতে । তৎ
পারমেশশক্তিসংস্কারং বিনা জীবঃ কৰ্ম্মাসমর্থঃ ।
জীবসম্পাদিতানি সৰ্ব্বাণি তৎপ্রেৰিত-শক্তিকার্য্যাণি ।
তর্হি সৰ্ব্বাশ্রয়স্য ভগবতোঽস্তিত্বমবশ্যমেব
স্বীকার্য্যম্ । মহোদয় ! বর্ষসহস্রং জিজীবিষুর্ভবান্
ন কথং স্বেচ্ছয়াপযোক্তুং সমর্থঃ ? নীরোগং বাত্মানং
কর্ত্তুং ? অপিচ ক্ষুত্ৰুণামূত্রপুৰীষবেগাদ্বা মোচয়িতুং
বাত্মানং কথং ন শক্যোতি ? অশেষক্লেশাদপি ন
বান্ধব্যাৎ বিরতিঃ । অপি ভবান্ অহোঁরাত্রবৈপরীত্যং
সাধয়িতুং, ঋতুপৰ্য্যায়ান্যথা কৰ্ত্তুং, জ্যোতিঃশ্চক্ৰগতিং

পৰ্ব্বদা সৰ্ব্বপ্রদেশে দেখা যাইতেছে, জীব নিজ
বুদ্ধিবলে বহু আশ্চর্য্য ব্যাপারসকলের নির্বাহ
করিতেছে : অতএব যে কোন ব্যাপার হউক, সকল
কাৰ্য্যই ঐ জীবের বুদ্ধি এবং বল দ্বারা হইতেছে,
এরূপ অবস্থায় জীবাত্মিক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-
কল্পনায় কোনই প্রয়োজন নাই ।

সূত্রকার—জীব যে কিছু কাৰ্য্য করিতেছে, তাহা
পরমেশ্বরের প্রদত্ত শক্তিবলেই করিতেছে, স্বাধীন-
ভাবে কিছুই করিতে পারে না । এই অভিপ্রায়ে
পূত্র করিতেছেন ।

জীবের কোন বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দেখা যাইতেছে
না । অতএব পরমেশ্বরের শক্তিসম্ভার ব্যতিরেকে
জীব কিছুই করিতে পারে না । জীব যাহা কিছু
করিতেছে, তাহা পরমেশ্বরের প্রদত্ত শক্তিবলেই
করিতেছে । এহেতু স্বীকার করিতে হইবে, অবশ্য
সৰ্ব্বাশ্রয়রূপে পরমেশ্বর আছেন । হে মহোদয় !
আপনি সহস্র বর্ষকাল জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা
করেন কিনা ? কিন্তু ইচ্ছার অনুসারে কি ততকাল
জীবিত থাকিতে পারেন ? ঐ প্রকার ইচ্ছানুসারে
কি আপনি রোগবিহীন হইতে পারেন ? ক্ষুৎপিপাসা
কি মলমূত্রাদি বেগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন ?

রোদুং বা পারয়তি । অতঃ স্বীকৃত্যতাং জীবানাং
বুদ্ধিবলং স্বাতন্ত্র্যেণ নিঃশক্তিকত্বমিতি ।
সৰ্ব্বেশ্বরস্য পরমেশস্য সত্তা প্রতিপাদিতা ॥ ২২ ॥

নাস্তিকঃ — তত্র দৃঢ়নাস্তিকত্বেঽস্মাকং ন
প্রত্যয় একেনৈব প্রমাণেন । বহুনি দিদ্ধৃশ্যামহে ।
সূত্রকৃত্—‘তৎ পশ্য’ ।

তদ্ব্যাপ্যত্বাত্ ॥ ২২ ॥

নাস্তিকানাং প্রাণাধিপাদন সূত্রকৃতা জীবা-
ংস্বাতন্ত্র্যং প্রদর্শ্য ভগবত্প্রাধান্যাস্তিত্বং সংস্থাপ্যতে ।
পরমেশঃ স্বান্তঃকরণেন সজীবং বিশ্বমিদং ব্যাপ্য
সুবিবাজতে । অতো ব্যাপকঃ । সজীবং নিখিল-

বহু চেষ্টা করিয়াও কি বুদ্ধিবল্ক্রেশ হইতে মুক্ত হইতে
পারেন ? দিবস-রজনীর বৈপরীত্য সম্পাদন করিতে
পারেন ? ঋতুকালের নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারেন ?
জ্যোতিঃশ্চক্ৰের গতিরোধ করিতে পারেন ? ইত্যাদি
বিশ্বের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারেন কি ? তাহা
কদাচ পারিবেন না । অতএব স্বীকার করুন, জীবগণ
বলবুদ্ধিদ্বারা কিছুই করিতে পারে না । সৰ্ব্বাশ্রয়রূপ
পরমেশ্বর অবশ্যই আছেন ॥ ২২ ॥

নাস্তিকঃ — পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আমাদের
অত্যন্ত অবিশ্বাস আছে । অতএব একটা মাত্র প্রমাণ
দেখিয়া আমরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব কদাচ স্বীকার
করিব না । আমরা এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ দেখিতে
ইচ্ছা করি ।

সূত্রকার—‘তাহাই দেখুন’ বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

সূত্রকার নাস্তিক পক্ষের পূর্ব আক্ষেপ অনুসারে
জীবের অস্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন পূর্বক পরমেশ্বরের প্রাধান্য
সূচক অস্তিত্ব সংস্থাপন করিতেছেন । পরমেশ্বর
স্বকীয় অন্তঃকরণদ্বারা জীবগণ সহিত এই বিশ্বকে
ব্যাপিয়া সুবিবাজিত আছেন । এই হেতু তিনি
ব্যাপক ও জীবগণও এই দৃশ্যমান বিশ্ব ব্যাপ্য ।

জগদ্রূপ্যম্। ততো জীবস্য নাस्তি স্বাতন্ত্র্যম্।
পরমেশ্বরাস্তিত্বং প্রাধান্যং চ স্বত এব
ভাসমানম্ ॥ ২৩ ॥

নাস্তিকঃ—ইশ্বরস্য সর্বব্যাপকত্বে কিং মানম্।

সূত্রকারঃ—প্রমাণেন বিশদ্য সূত্রয়তি।

তদধীনবৃত্তিকত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

পরমেশো নৈজান্তঃকরণদ্বারাत्मস্বরূপস্থান
জীবান্, তদবস্থং বিশ্বং চ প্রকাশিতবান্। অথ
নির্বলজীবেষু শক্তিং সঞ্জায়ামাস। জীবাस्तচ্ছক্ত্যা
এব শক্তিমন্ত আত্মকার্য্যাণি সাধয়ন্তি। পুরোবর্তি-
বিশ্বমপি তদিচ্ছাশক্ত্যা প্রকাশিতন্তি।
তচ্ছক্তিবলে যথাসময়ং বর্দ্ধতে, পরিণমতি, क्षिণোতি
চ। তদিচ্ছাদশাধ্বিস্থ্যান্যথাকারাপাদনং, জীব-
শক্তিসংহরণমপি কৰ্ত্তুং শক্যুয়াৎ। তস্মাদ্বিশ্বস্য

জীবানাञ्च সর্ববৃত্তয়ঃ পরমেশাধীনাঃ। তৎ সর্ব-
ব্যাপকঃ স সর্বত্র বিদ্যত এব ॥ ২৪ ॥

নাস্তিকঃ—কথং পরমেশস্য সর্বব্যাপকতা,
কথং বা সর্বেষাং নিখিলবৃত্তীনাং তদধীনত্বং
চোদাহরণেন বিনা ন বুধ্যামহে।

সূত্রকৃৎ—দৃষ্টান্তেন দ্রষ্টয়তি।

স্বপ্নমনোরথজনেভ্যঃ ॥ ২৫ ॥

স্বপ্নেষু মনোরথেষু চানুভূতজনেভ্যে ভগবতো-
ঽস্তিত্বং সর্বাশ্রয়ত্বং, সর্বব্যাপকত্বং, সর্বশ্বরত্বञ্চা-
নুভূতম্। সজীববিশ্বা স্বাতন্ত্র্যং তদ্ব্যপ্যত্বং
পরমেশাধীনবৃত্তিকত্বং চ প্রকাশিতম্। মহোদয়!
মন্যতাম্, কশ্চিত্ স্বপ্নে পশ্যতি জাগ্রদ্রাবিষ্ট-
শ্চিন্তয়তি—একস্মিন্ প্রদেশে বিবিধতরুলতামণ্ডিতঃ
কশ্চিচ্ছলো বিদ্যতে। উপগিরকাননে কাচিদ্ধিরি-
নদী প্রবাহিতা। তামুভয়তো রাজযুগলসমরঃ সম্প্রবৃত্তঃ।

অতএব জীব স্বাধীন হইতে পারে না এবং পরমেশ্বরের
অস্তিত্ব আর প্রাধান্য স্বতই ভাসমান হইতেছে ॥ ২৩ ॥

নাস্তিকঃ—পরমেশ্বর যে সর্বব্যাপক, এই বিষয়ের
প্রমাণ কি? সূত্রকার প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক সূত্র
করিতেছেন।

পরমেশ্বর নিজ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মস্বরূপে স্থিত
জীবগণকে এবং তদবস্থ এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া-
ছেন। তদনন্তর শক্তিবিশীন জীবসকলে শক্তিপ্রদান
করিয়াছেন। সেই ঐদন্ত শক্তিবলে জীবসকল
শক্তিমান হইয়াছেন ও নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম্মনির্বাহ-
বিষয়ে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিশ্বও তদিচ্ছারূপ
শক্তিবলে প্রকাশিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।
ঐ শক্তিবলে যথাকালে আংশিকভাবে বৃত্তিপ্রাপ্ত,
পরিণত ও ক্ষয়িত হইয়া বিনষ্টও হইয়া যায়।
পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে এই বিশ্বকে অণুকারও
করিতে পারেন। জীবসকলের শক্তি-সংহরণও
করিতে পারেন। এই হেতু এই বিশ্বের ও জীব-

সকলের যে কোন প্রকার বৃত্তিই পরমেশ্বরের অধীন
হইতেছে। অতএব পরমেশ্বর সর্বব্যাপকরূপে সর্বত্র
বিদ্যমান আছেন ॥ ২৪ ॥

নাস্তিকঃ—পরমেশ্বর কি প্রকারে সর্বব্যাপক-
রূপে আছেন এবং কি প্রকারে সকলের সকল বৃত্তি
ঐ পরমেশ্বরের অধীন হইয়া আছে, দৃষ্টান্ত দ্বারা না
বুঝাইলে আমরা বোধ করিতে পারিব না।

সূত্রকার—দৃষ্টান্ত দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন।

স্বপ্নে ও মনোরথে যে সকল ব্যক্তি অনুভূত হইয়া
থাকে, সেই সকল ব্যক্তি হইতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব
সর্বাত্মক, সর্বব্যাপক এবং সর্বেশ্বরের অনুভব
হইতেছে। জীবগণ সহ এই বিশ্বের অস্বাভাব্য,
পরমেশ্বর-ব্যাপ্য এবং পরমেশ্বরাধীনবৃত্তিকত্বেরও
প্রকাশ পাইতেছে। হে মহোদয়! আপনি মনে
করুন, একব্যক্তি স্বপ্নে দেখিতেছেন, অথবা জাগ্রদবস্থায়
আবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতেছেন, কোন প্রদেশে
একটি পর্বত সুবিরাজিত আছে। ঐ পর্বত নানাবিধ

প্রতিপদ্য গজানাং শতং, হযানাং সহস্রং, পতীনাং দশ-
সহস্রাণি, রথানাঞ্চ শতং বিদ্যতে। নানাপ্রহরণা
রথিনো গজারুঢ়াঃ সাদিনঃ পদাতিকাশ্চ রুঢ়প্রয়োগাদ-
নন্তরং পরস্পরং শাস্ত্রাदीনি প্রযুক্ততে। কোঽপি
কশ্চিদন্যস্য মস্তকং কোঽপি বান্যস্য হস্তপাদং
কুন্ততি। একে গজমশ্বং বা প্রহরন্তি। কোঽপি
রথমঙ্গায় চেष्टতে। ইত্থং তুমুলযুদ্ধং প্রবৃন্তম্।
তত একস্য বিজয়োঽপরস্য চ পরাभवো জাতঃ। অথ
বিজেতুঃ সপরিহরস্য গীতবাচ্যাদিभिर्নিজনগরগমনং,
বিজিতস্য চ শিষ্টৈঃ পলায়নম্। বিচ্যুতর্য্যতামত্র
সর্ব্বাণি দৃষ্টান্লেতানি স্বপ্নদ্রষ্টুর্ধ্যাতুর্নান্দ্যনু-
বৈচিত্র্যমাত্রম্। তয়োরনস্তিত্বে নান্দ্যনু-
বৈচিত্র্যম্। এতেন যথা স্বপ্নপ্রেক্ষকস্য ধ্যায়তো

বাস্তিত্বানুমানং তথা বিশ্বেনাপি পরমেশানুभवঃ।
নিখিলবিশ্বমিদং পরমেশধ্যানমাত্রম্। শাস্ত্রাদিন্
বিনা কেবলধ্যানে রচিতমিদম্। যথা যাবচ্চ
চিন্তয়তি তথা তাবচ্চ তিষ্ঠতি। সমাধিত্যাগান্ন
কিমপি স্থাস্যতি। অপরঞ্চ স্বপ্নে ধ্যানে বা
অনুভূতা ব্যক্তয়ো বস্তুনি চ ন স্বতন্ত্রানি। যত-
স্তেষাং সত্তা ব্যবহারাদ্যো ধ্যানশীলস্য স্বপ্নদর্শকস্য
চাধীনাঃ। অতএব তদন্তঃকরণ ব্যাপ্যমেতৎ সর্ব্বম্।
যতস্তেষামন্তর্বিহিচ্চ তদন্তঃকরণম্। তর্হি স্বপ্নদ্রষ্টা
ধ্যানকর্ত্তা বা তেষামাশ্রয়ঃ। তথা পরমেশ্বরোঽপি
দৃশ্যমানবিশ্বস্য ব্যাপকঃ, প্রেরকঃ, আশ্রয়শ্চ।
সজীববিশ্বমিদমস্বতন্ত্রং পরমেশব্যাপ্যং তদধীন-
বৃত্তিকঞ্চ ॥ ২৫ ॥

তরুলতা দ্বারা সুশোভিত হইয়া আছে। পর্ব্বতের
পাদদেশে মনোহর একটা বন বিদ্যমান আছে।
পর্ব্বত-নির্গতা এক নদী ঐ বনমধ্যে প্রবাহিতা
হইতেছে। ঐ নদীর দুই পার্শ্বে দুইজন রাজা যুদ্ধার্থে
উভূত হইয়া আছেন। প্রত্যেক রাজার পক্ষে এক-
শত হস্তী, এক মস্তক ঘোটক, দশ সহস্র পদাতিক
এবং শতসংখ্যক রথ আছে। নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা
সুসজ্জিত রথিগণ, গজারুঢ়গণ, অশারোহিসকল এবং
পদাতিকগণ কটুবাচ্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক বিপর্য্যক প্রতি
অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। কেহ কার মস্তক
ছেদন করিতেছে, কেহ অশ্বের হস্ত পদাদি ছেদন
করিতেছে, কেহ হস্তীর প্রতি, কেহ বা ঘোটকের
প্রতি প্রহার করিতেছে, কোন ব্যক্তি রথ ভগ্ন করিবার
চেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি প্রকারে ঘোরযুদ্ধ হইতেছে।
যুদ্ধান্তে এক রাজার পরাজয় হইল ও অশ্ব বিজয়
লাভ করিল। পরাজিত রাজা অবশিষ্ট সৈন্যাদি
লইয়া পলায়ন করিল, জয়ী রাজা গীতবাচ্যাদি সহ
সপরিহর স্বস্থানে গমন করিল। হে মহোদয়!
এস্থলে বিচার করিয়া দেখুন, এই যে পর্ব্বত, বন, নদী,
উভয় পক্ষের রাজা, গজ, অশ্ব, পদাতিক, অস্ত্র, শস্ত্র,

যুদ্ধ এবং জয়-পরাজয় প্রভৃতির অনুভব করিলেন,
এ সকল কেবল স্বপ্নদ্রষ্টা বা ধ্যানকর্ত্তার অন্তঃকরণ-
বৈচিত্র্য মাত্র। স্বপ্নদ্রষ্টা বা ধ্যানকর্ত্তা না থাকিলে
এরূপ অন্তঃকরণ বৈচিত্র্য হইতেই পারে না। অতএব
ইহা দ্বারা যেরূপ স্বপ্নদ্রষ্টা বা ধ্যানকর্ত্তার অস্তিত্বের
অনুভব হইতেছে, এই দৃশ্যমান বিশ্বদ্বারাও সেই
প্রকার পরমেশ্বরের অস্তিত্বের অনুভব হইতেছে।
এই দৃশ্যমান বিশ্ব কেবল পরমেশ্বরের ধ্যানমাত্র।
তন্নিম্ন আর কিছুই নয়। পরমেশ্বর কোন শস্ত্রধারণ
করিয়া এই বিশ্বের রচনা করেন নাই। কেবল সমাধি
দ্বারাই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। সমাধিতে যেরূপ
চিন্তা করিয়াছেন, সেইরূপ রচিত হইয়াছে, যে-কাল
পর্য্যন্ত যে প্রকারে চিন্তা করিতে থাকিবেন, সে-কাল
পর্য্যন্ত সেই প্রকারেই থাকিবে। যে-কালে সকল
চিন্তা ত্যাগ করিবেন, সে-কালে কিছুই থাকিবে না।
আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই স্বপ্নে বা ধ্যানে
অনুভূত বস্তুসকল এবং ব্যক্তিসকল অস্বতন্ত্র
হইতেছে; যেহেতু ইহাদের অস্তিত্ব এবং ব্যবহাররূপ
বৃত্তি স্বপ্নদ্রষ্টা বা ধ্যানকর্ত্তার অধীন হইতেছে।
অতএব ঐ সকল স্বপ্নদ্রষ্টা বা ধ্যানকর্ত্তার অন্তঃকরণ

নাস্তিকঃ — বিশ্বমিদং জীববৃন্দং চ ভগবদ্রচিতং, তদধীনং, তদ্ব্যাপ্যঞ্চ তদনেনোদাহরণেন বোধিতম্। পরমেশস্য তু তথাধ্যায়তঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণং কিং, যত্ পরিণামং বিশ্বমিদম্? তদবুধ্যানমে প্রত্যয়ঃ।

সূত্রকারঃ — নাস্তিকানাং তত্র বিশ্বাসোত্পাদনায় সূত্রযতি।

অংশাংশিসাদৃশ্যাৎ ॥ ২৬ ॥

জীবাংশা, অংশী পরমেশ্বরঃ; জীবাশ্চিত্তস্বরূপাঃ, পরমেশোঽপি তথা। অত উভয়স্য সাদৃশ্যম্। বিন্দুগুণা যথা সরোবরজলস্থাঃ, বিন্দুগুণ-নিদর্শনাৎ যথা বৃহজ্জলাশয়বারিগুণপরামর্শস্তথৈব

দ্বারা ব্যাপ্য হইতেছে। যেহেতু ঐ সকলের অন্তরে ও বাহিরে উক্ত অন্তঃকরণ বিद्यমান আছে। এই হেতু স্বপ্নদ্রষ্টা বা ধ্যানকর্তা উক্ত সকলের আশ্রয় হইতেছে। ঐ প্রকার পরমেশ্বর এই দৃশ্যমান বিশ্বের ব্যাপক, প্রেরক এবং আশ্রয় হইতেছেন। জীবগণ সহ এই বিশ্ব অস্তিত্ব, পরমেশ্বর ব্যাপ্য এবং তদধীন-বৃত্তিক হইতেছে ॥ ২৫ ॥

নাস্তিকঃ—এই দৃশ্যমান বিশ্ব যে প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা সৃষ্ট এবং ব্যাপ্য হইয়া আছে, জীব-সকলও যে প্রকার ব্যাপ্য হইয়া আছে এবং এই বিশ্ব ও জীবসকল যেরূপ পরমেশ্বরানুগীত হইয়া আছে, তাহা উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে সত্য, কিন্তু পরমেশ্বর যে প্রকৃত এইরূপ ধ্যানস্থ আছেন, তদীয় ধ্যানই যে বিশ্বাকারে পরিণত হইয়াছে, এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি আছে? তাহা না দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব না। সূত্রকার উক্ত বিষয়ে নাস্তিক-দিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সূত্র করিতেছেন।

অংশ জীব, অংশী পরমেশ্বর। জীব চৈতন্যস্বরূপ, পরমেশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ। অতএব জীবে ও পরমেশ্বরে সাদৃশ্য আছে। যে প্রকার একবিন্দু জলে

জীবশক্তিঃ পরমেশশক্তিপরামর্শো ভবতি, যতঃ স এব স্রষ্টা, ব্যাপকঃ, আশ্রয়শ্চ। মহাত্মন! প্রত্যক্ষং বিনা ন স্বীকার্যমিতি ভবত্ প্রতিজ্ঞা উন্মত্ততৈব ন ন্যায্যা। বহুত্ব শব্দানুমানপ্রমাণস্বীকারাত্। অধ্যয়নকালেঽধ্যাপকোপদেশমন্তরেণ কেবলপ্রত্যক্ষেণ নাসীতে বিদ্যালামঃ। দৃশ্যমানবস্তূনাং নামপরিচয়া উপদেশং বিনা নাভবত্। অজ্ঞাপ্রদেশে মার্গজ্ঞানায় জনানুশাসনমেব প্রমাণম্। দেশভ্রমণেঽপি জ্ঞাপকং বিনা ন দেশজ্ঞানম্। দেশান্তরভবানাং, প্রাম্ভূতানা-ন্তথা মিত্তিপার্শ্বান্তরজাতানাঞ্চ জ্ঞানমুপদেশং বিনা ন সম্ভবেত্। প্রত্যক্ষমাত্রাণে রাজ্যপালনং,

জলবিন্দুর গুণ দ্বারা সরোবরস্থ জলের গুণের পরামর্শ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের শক্তি দেখিয়াও পরমেশ্বরের শক্তির পরামর্শ করা হয়। যেহেতু অবস্থা জানা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বর স্রষ্টা, ব্যাপক, এবং আশ্রয় হইতেছেন। হে মহোদয়! আপনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষে না দেখেবেন, তাহাকে সত্যরূপে স্বীকার করিবেন না, তাহা আপনার বাতুলতা মাত্র। কদাচ ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। বহুস্থানে আপনাকে শব্দ-প্রমাণের এবং অনুমান-প্রমাণের স্বীকার করিতে হয়। মনে করুন, আপনি যে কালে ছাত্র হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, সে-কালে গুরুমহাশয়ের উপদেশ ভিন্ন কেবল প্রত্যক্ষপ্রমাণ-বলে বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই। আপনি যে সকল বস্তু দেখিতেছেন, ঐ সকল বস্তুর নাম আপনি উপদেশ ভিন্ন জানিতে পারেন না। আপনি যেকালে কোন অজ্ঞাতপ্রদেশে গমন করেন, সেকালে উপদেশ ব্যতীত মার্গ জানিতে পারেন না। ঐরূপ দেশভ্রমণকালে উপদেশ বিনা দেশজ্ঞানও হয় না। যাহা অজ্ঞপ্রদেশে হইতেছে, যাহা বহুকাল পূর্বে হইয়াছে এবং যাহা প্রাচীরের অপর পার্শ্বে হইতেছে, তাহা আপনি বিনা উপদেশে

বাণিজ্য সেবাকর্মাदीनि न चलन्ति । का श्रोत्रादीनि बहिरिन्द्रियाणि ; अन्तःकरणन्तु धन्त-
कथापरेषां भवत्पितादीनां परिचयोऽपि परोपदेशाद्वृत्ते रिन्द्रियम् । अपरेन्द्रियग्राह्या विषया भवत्प्रत्यक्ष-
असम्भवः । एकेषामपि विषयाणां शब्दज्ञानात् परं मन्तरेणापि स्वोकार्थ्या एव । तेषां कदापि प्रत्यक्ष-
प्रत्यक्षमपि सम्भवः । इतरान्तःकरणव्यापारास्तु सम्भवनात् । अधुना तु तत्प्रत्यक्षकर्तुर्वाक्
नेन्द्रियगोचराः । नापि ते मिथ्या । भाष्यतां परमोपादेया तज्ज्ञानाय । तर्हि केवलस्वप्रत्यक्षेण न
महाशय ! ध्यानमग्नोऽहं सप्ततलप्रासादस्य । कार्यसिद्धिः । शब्दप्रमाणमपुरोकार्थ्यम् । अपरं
अप्येष प्रासादो भवत्प्रत्यक्षाविषयः ? मया व्यक्तोऽपि च पश्य, कश्चिदन्येन भवन्तमवादयत्, 'यदनिष्टं
नेन्द्रियगोचरः । कदापि मदट्टालिकाचिन्तां मृषा वदितुं मे विहितं भवता, तदद्यरात्रावेव त्वच्छिरश्छेदनीयं
नार्हसि । चेत्तथा, चिन्तातां कश्चिच्छोमितगजः । मयेति ।' अत्र चिन्तातां तेन छेत्स्यमानं न ते
मदप्रत्यक्षापि तव हस्तिचिन्ता न मिथ्या । प्रत्यक्षं न वा तस्य वाक्परामर्शः । यदि तस्य
तु मृषेति वक्तुं शक्यम् । इदमपि चेदसत्यं तदा वाक्यरूपं शब्दप्रमाणं न प्रतीयते, तस्य तदन्यायान्ते
नैषा ते उन्मत्तता ? अतोऽप्रत्यक्षमित्यस्वीकार्यम् । मस्तकमवश्यं छेत्तेति अनुमीयते, नवा भवता
इयं ते उन्मत्तता । अधिकन्तु विचार्यताम्, इन्द्रिय- सावधानेन भूयते तर्हि त्वच्छिरश्छेदनमवधार्यमेव ।
प्राह्यवस्तु प्रत्यक्षम् । तस्य द्वैधम् । अन्तर्बहिर्भेदात् । तस्मात् बहुस्थलेषु भवता प्रत्यक्षानुगतशब्दप्रमाण-

জানিতে পারেন না। ঐ প্রকার কেবল প্রত্যক্ষ
দ্বারা রাজার রাজ্যশাসন, বণিকসকলের বাণিজ্য,
ভৃত্যের সেবা-কার্য ইত্যাদি হইতে পারে না। অতএব
কথা কি আপনার পিতৃপিতামহাদির পরিচয়ও
উপদেশ ব্যতিরেকে হইতে পারে নাই। অত্যাশ্চর্য
বিষয়ের উপদেশ গ্রহণের পর প্রত্যক্ষ হইতে পারে,
কিন্তু অপরান্তঃকরণব্যাপার কদাচ প্রত্যক্ষ হইতে
পারে না। তাহা মিথ্যা বলিতেও পার না। মহাশয়!
মনে করুন, আমি একটি সপ্ততলবিশিষ্ট অট্টালিকার
ধ্যান করিতেছি। আপনি ঐ অট্টালিকা প্রত্যক্ষ
করিতে পারেন কি? আমি ব্যক্ত করিয়া বলিলেও
কি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন? আপনি আমার ঐ
অট্টালিকা-ভাবনাকে মিথ্যা বলিতে পারেন না। যদি
ইহাকেও মিথ্যা বলেন, তবে একটি সুসজ্জিত হস্তীর
ভাবনা করুন। আপনার হস্তীর চিন্তা এক্ষণে আমার
প্রত্যক্ষ হইতেছে না, অতএব আপনার হস্তীর ভাবনা
কি মিথ্যা? আমি ত' অবশ্য মিথ্যা বলিতে পারি।
যদি ইহাকেও মিথ্যা বলেন, তবে উহা আপনার

বাতুলতা নয় কি? অতএব প্রত্যক্ষ না দেখিলে
স্বীকার করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা আপনার বাতুলতা-
মাত্র। আরও বিচার করুন, যাহা ইন্দ্রিয়বিশেষদ্বারা
গ্রাহ্য, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। ইন্দ্রিয় দুই
প্রকার—অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়। শ্রোত্রত্বক্
প্রভৃতিকে বহিরিন্দ্রিয় বলা যায় এবং অন্তঃকরণকে
অন্তরিন্দ্রিয় বলা যায়। যে বস্তু আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
হয় নাই কিন্তু অতএব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহাও
আপনাকে প্রত্যক্ষরূপে স্বীকার করিতে হইবে;
যেহেতু তাহা কোন সময় আপনার প্রত্যক্ষ হইতে
পারে, কিন্তু বর্তমানে ঐ বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানবিষয়ে ঐ
বস্তুর প্রত্যক্ষ-কর্তার উপদেশ-বাক্যই পরম উপাদেয়
হইতেছে। অতএব আপনার কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা
কার্য সিদ্ধ হইল না। এস্থলে আপনাকে শব্দ-
প্রমাণেরও স্বীকার করিতে হইল। আরও দেখুন,
একজন অন্তঃকরণদ্বারা আপনাকে বলিল, “আপনি
আমার ঐরূপ ক্ষতি করিয়াছেন, আমি অতঃপাশ্চাতে
নিশ্চয়ই আপনার মস্তক ছেদন করিব।” এস্থলে

মনুমান' চ স্বীকৃতি। ইतरান্তঃকরণব্যাপারো অপি যোগবলেन तापसानामिन्द्रियगोचरा भवेयुः। योग-शक्तेरभावात् अस्वान्मीकृतपरान्तःकरणस्य तव परमेशान्तःकरणव्यापारज्ञाने साहसः कुतः ? जीवान्तःकरणव्यापाराज्ञस्य कथं भगवदन्तःकरण-विज्ञानम् ? तर्हीदानीमात्मान्तःकरणव्यापारान् पर्यालोच्य भगवतोऽपि तादृशास्ते इति अनुमानेन निर्णीयताम्। यतो जीववत् परमेशश्चित्स्वरूपः। हानशक्तिमन्तो हि चेतनाः, इतरानि वस्तूनि तद्विपरीतानि, जड़ानि वा। तस्य तु चिच्छक्ति-विश्वव्यापिका, जीवस्यैकदेशस्था। भगवानंशी,

মনে করুন, ঐ ব্যক্তি যে আপনার মস্তক ছেদন করিবে, তাহা আপনার প্রত্যক্ষ নয়—ঐ ব্যক্তির বাক্য ও পরামর্শ আপনার প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যদি আপনি ঐ ব্যক্তির বাক্যরূপ শব্দ-প্রমাণ স্বীকার না করেন এবং আমি ঐ ব্যক্তির সেইরূপ কৃতি করিয়াছি, সে অবশ্য আমার মস্তক ছেদন করিতে পারে, এইরূপ অনুমান-প্রমাণের স্বীকার না করেন এবং সাবধান না হন, তবে আপনার নিশ্চয় মস্তক ছেদন হইবে। এই হেতু আপনি বহুস্থলে প্রত্যক্ষানুগত শব্দ-প্রমাণের এবং অনুমান-প্রমাণেরও স্বীকার করিয়া থাকেন। অত্বে অস্তঃকরণ-ব্যাপারও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; যেহেতু যোগগণ যোগবলে তাহা দেখিয়া থাকেন। আপনার একাল-পর্যন্ত যোগবল লাভ হয় নাই, অতএব আপনি অত্বে অস্তঃকরণ-ব্যাপার নিজের অস্তঃকরণ-গ্রাহ্য করিতে পারেন না। একপ স্থলে আপনি পরমেশ্বরের অস্তঃকরণ-ব্যাপারকে অস্তঃকরণ-গোচর করিতে কি সাহসে ইচ্ছা করেন? যে ব্যক্তি জীববিশেষের অস্তঃকরণ-ব্যাপার জানিতে পারে না, সে পরমেশ্বরের অস্তঃকরণ-ব্যাপার জানিবে কি প্রকারে? এই হেতু আপনি বর্তমানে নিজের অস্তঃকরণ-কার্য দেখিয়া পরমেশ্বরেরও ঐরূপ অস্তঃকরণব্যাপার হইতে পারে, এইরূপ অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষ করুন।

জীবাষ্ট্বংশাঃ। অংশগুণান্ অংশিনি নিগতা एव सादृश्यात्, यथा तरङ्गगुणा वारिधावपि। तन्निश्चीयतां भवद्भानादिव्यापारा इवान्येषां परमेशस्यापि अन्तरे सम्भवेयुः। आत्मध्येयानां यथा स्व एवाश्रयस्तथा भगवानपि तद्ध्येयानाम्, नास्त्यत्र संशयावकाशः ॥ २६ ॥

নাস্তিকঃ—তাৎসম্যভগবত্ কল্যনা নিশ্চয়োজনীয়া। যত জীবা নিত্যাঃ, স্বশক্তি আত্মদেহান্ ভোগ্যানি চ জনয়ন্তি।

সূত্রকৃত—তন্নেতি সূত্রয়তি।

যেহেতু পরমেশ্বর চৈতন্যস্বরূপ, জীবও চৈতন্যস্বরূপ। যে বস্তু জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট, তাহাকে চেতন বলা হইয়া থাকে; জ্ঞানশক্তি-বিহীন বস্তুকে অচেতন বা জড় বলে। পরমেশ্বরের জ্ঞানশক্তি সর্বব্যাপিকা, জীবের জ্ঞানশক্তি একদেশস্থা। অতএব পরমেশ্বর অংশী এবং জীব অংশ হইতেছে। যে-গুণ অংশে বর্তমান থাকে, সে-গুণ অবশ্য অংশীতেও বর্তমান থাকে। যেহেতু অংশ 'ও' অংশীতে সাদৃশ্য বিद्यমান থাকে। যেপ্রকার তরঙ্গের গুণ সমুদ্রেও দেখা যায়। অতএব নিশ্চয় করুন, আপনার অস্তঃকরণমধ্যে যে প্রকার ধ্যানাদি-ব্যাপার হইতে পারে, তাহা অত্বেও অস্তঃকরণমধ্যে এবং পরমেশ্বরের অস্তঃকরণমধ্যেও হইতে পারে। নিজের ধ্যেয় বিষয়সকলের স্বরূপ স্বয়ং আশ্রয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের ধ্যেয় বিষয়রূপ এই বিশ্বের পরমেশ্বর আশ্রয় হইতেছেন এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই ॥ ২৬ ॥

নাস্তিক—উক্তরূপ পরমেশ্বরের কল্পনা করার প্রয়োজন নাই। যেহেতু জীবসকল নিত্য হইতেছে, এই হেতু তাহার নিজশক্তি-বলে অবশ্য নিজের দেহ এবং ভোগ্যবস্তুগুলি উৎপাদন করিতেছে।

সূত্রকার—তাহা হইতে পারে না বলিয়া সূত্র করিতেছেন।

স্বচ্ছয়াসুখদুঃখপ্রাপ্তিত্যাগা-

দর্শনাৎ ॥ ২৩ ॥

সদৈব সুখোপসবো জীবাস্তন্ন লভন্তে, ক্লেশ-
পরিজিহীর্ষবোঽপি ন স্যুর্থাঃ । তথৈব সার্ব্বত্রিকম্ ।
অতো জীবানাং স্বশক্ত্যা দেহস্য ভোগ্যানাং চোত্পাদনে-
ঽসামর্থ্যম্ । তদবশ্যং সর্বাশ্রয়স্য জগদীশ্বরস্যা-
স্তিত্বম্ । মহোদয় ! সত্যাসুখোপসুনা ভবতা
উপযুক্তো দিব্যরসাঃ, আঘ্রাণায় সুগন্ধীনি, দর্শনার্থং
সুতালনর্তনং, শ্রোতুশ্চ সুমধুরগীতবাচ্যাদীনি,
নিদাঘে শীতলোপচারাঃ শীতে চ ঽউষ্ণদ্রব্যাদীনি
কাঙ্ক্ষন্তঃ । সুরম্যহম্ম্যং, মনোরমা শয্যা, সৌবর্ণ-
ভোজনপানভাজনানি, প্রচুরসম্পত্তয়ো, বরাঙ্গনা,
তনয়দুহিতবৃন্দসুখজনৈঃ সহবাসঃ, দীর্ঘজীবনম্,

আরোগ্যাদীনি কাঙ্ক্ষিতান্যপি ন লভ্যন্তে ইচ্ছা-
মাত্রেন । অল্যপ্রাপ্তো অধিকতর লাভাকাঙ্ক্ষা
বর্দ্ধমানাপি ন পূর্য্যতে । তথৈব অনাকাঙ্ক্ষিতান্যপি
উপতিষ্ঠন্তে । কদাপি হেয়ভোজনং, দুর্গন্ধাঘ্রাণং,
অস্পৃশ্যস্পর্শনং, গৃহাদীনাং দাহঃ, দ্রব্যাপহরণং,
প্রিয়নাশঃ, বাঞ্ছিতাপ্রাপ্তিঃ, স্বজনবিরহঃ, ক্ষুত্ৰুষ্ণা-
শীতগ্ৰীষ্মরোগভোগাঃ, তদ্বৈতুকানি কষ্টান্যবাচ্ছনো-
ন্যপি স্বয়মেব আপত্তন্তি । তेषাং সম্পর্কত্যাগোঽপি
ভবতামশক্যঃ । অতো দেহভোগ্যাদীনামুত্পাদনে
ভবানসমর্থঃ প্ৰব । তস্মাৎ সর্বাশ্রয়স্য ভগবতো-
ঽস্তিত্বমবশ্যস্বীকার্য্যম্ ॥ ২৩ ॥

নাস্তিকঃ — ভবতা খলু 'সিদ্ধান্তিতং' যৎ
প্রাগ্জননপুণ্যপাপানি দেহান্তরসহগামীনি, সুখ-

জীব সর্বদা সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেও
তাহা পাইতে পারে না । ঐরূপ সর্বদা দুঃখতাগের
ইচ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু অভিলାষানুযায়ী দুঃখ ত্যাগ
করিতে পারে না । ঐরূপ সর্বদা দেখা যাইতেছে ।
অতএব জীব নিজশক্তিবলে দেহ এবং ভোগ্যবস্তুসকল
উৎপাদন করিতে পারে না । অবশ্য সর্বাশ্রয়
পরমেশ্বর আছেন । মহাশয় ! আপনি সর্বদা নানাবিধ
সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন । দিব্যরসযুক্ত
ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, সুগন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ,
উত্তম নৃত্য দর্শন, রাগতালাদিযুক্ত সুমধুর গীতবাচ্যাদি
শ্রবণ, শীতকালে উষ্ণদ্রব্যাদি, গ্রীষ্মে শীতল জল-
বায়ু প্রভৃতি অভিলাষ করিয়া থাকেন । মনোরম
অট্টালিকা, মনোরম শয্যা, উত্তম ভোজনপাত্র, জল-
পাত্রাদি ইচ্ছা করেন । এজন্ম বহু সম্পত্তিরও ইচ্ছা
করেন । উত্তম স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, মিত্র প্রভৃতির
সহিত একত্র বাস, দীর্ঘজীবন, আরোগ্য প্রভৃতিরও
আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন । কিন্তু ইচ্ছানুসারে ঐ
সকল লাভ করিতে পারেন না । যদি ঐ সকল বস্তু

মধ্যে কোন বস্তু লাভ করেন, তবে তাহা হইতে
অধিক ও উত্তম বস্তু লাভের আশা আসিয়া তৎক্ষণে
উপস্থিত হয় । সে ইচ্ছার পূরণ হয় না । ঐরূপ
আপনার ইচ্ছার বিপরীতে নানাবিধ দুঃখ আসিয়া
উপস্থিত হইয়া থাকে । কোন কালে হয় দ্রব্য
ভোজনহেতু দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, দুর্গন্ধ স্পর্শন ঐরূপ
কোন কালে গৃহভয়, গৃহদাহ, দ্রব্যাপহরণ, প্রিয়-
দ্রব্যের এবং প্রিয় ব্যক্তির বিনাশ, বাঞ্ছিত দ্রব্যের
অভাব, স্বজনবিরহ, ক্ষুৎপিপাসা, শীতগ্ৰীষ্মরোগ
ইত্যাদি হেতু দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে ।
এই সকল দুঃখহেতু আপনার বাঞ্ছনীয় না হইলেও
স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় । আপনি ইহাদের
সহিত সম্বন্ধত্যাগ করিতে পারেন না । অতএব
আপনি দেহ ও ভোগ্যবস্তুর উৎপাদক হইতে সমর্থ
নহেন । এই হেতু অবশ্য স্বীকার করুন, সর্বাশ্রয়-
রূপ পরমেশ্বর আছেন ॥ ২৩ ॥

নাস্তিক : — আপনার সিদ্ধান্তমতেই পূর্বজন্মকৃত
পাপ, পুণ্য জীবের সহিত দেহান্তরে গমন করিয়া

দুঃখজনয়িতৃণি চ । ততো ভগবত্‌কল্যণাবসরঃ
কুতঃ ?

সূত্রকৃত — ততঃশয়ং নিরস্য পরমেশ্বরাস্তিত্বে
বিশ্বাসং জনয়ন্ সূত্রান্তরমুপন্যস্যতি ।

সংঘটনপ্রবাহরোধেসামগ্র্যাৎ ॥ ২৫ ॥

যথাকালঘটিতস্বাভাবিকপ্রবাহানাং গতিরোধে
জীবানাংসামর্থ্যং দৃশ্যতে । তর্হি কৰ্ম্মাণি তত্‌ফলেষু
চ ভগবচ্ছক্তির্পরিপূর্ণা । অতো ভগবত্‌সত্ত্বা স্বীকার্য্যা ।
মহাশয় ! দেহধৰ্ম্মেণ — বাহ্যযৌবনবান্ধবানি,
কুপথ্যেণ রোগাদয়ো, দেহাজীববিয়োগো, বাসরাশ্চ
রজনী, পুনর্দিবা, অয়নান্তরম্, ঋতুপরিবর্তনানি,
গ্রহনক্ষত্রাণামাবেষ্টনং, দেহাচ্ছুক্রশোণিতং ততো
ভূয়ো দেহো বৃক্ষাদ্বীজম্ তস্মাৎ পাদপো, জায়ন্তে ।

থাকে । সেই পুণ্যপাপ অনুসারে সুখ দুঃখ হইয়া
থাকে । এরূপস্থলে পরমেশ্বরের কল্লনার প্রয়োজন
কি ?

সূত্রকারঃ— উক্ত সংশয় নিরসন পূর্বক
পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন জগৎ এত সূত্র
করিতেছেন ।

যথা সময়ে যে সকল স্বাভাবিক চেষ্টারূপ প্রবাহ
প্রবাহিত হইতেছে, উক্ত প্রবাহের গতিরোধবিষয়ে
জীববিশেষের সামর্থ্য দেখা যাইতেছে না । এই হেতু
কৰ্ম্ম এবং কৰ্ম্মফলে ও পরমেশ্বরে শক্তি অর্পিত
আছে । অতএব পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য ।
হে মহোদয় ! এই যে দেহধৰ্ম্মানুসারে বালা, যৌবন,
বান্ধব প্রভৃতি অবস্থা দেহমধ্যে হইয়া থাকে, কুপথ্য-
ভোজনাদি দ্বারা যে রোগাদি হইয়া থাকে, দেহ হইতে
জীব যে অবশ্য বিযুক্ত হয়, দিবসের পর রজনী, রাত্রির
পর দিন, দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণ, পুনঃ দক্ষিণায়ন,
এক ঋতুর পর অগ্নি ঋতুর, গ্রহ-নক্ষত্রগণের ভ্রমণ,
দেহ হইতে শুক্রশোণিত, তাহা হইতে দেহ, বৃক্ষ

মানবানাং শিশবো বিহগানাশ্চ ডিম্বাঃ भवन्ति ।
পানভোজনাদিকং বিনা জীবনরক্ষা ন ভবতি, কস্যাপি
ভোজনেন দেহপুষ্টিঃ, অপরস্য তু দেহনাশঃ, কালভেদেন
পুষ্পফলাদীনামুৎপত্তিঃ । ইত্যাদিনৈসর্গিকচেষ্টাপ্রবাহ-
রোধে জীবানাংসামর্থ্যাজীবাৎসর্যস্য পরমেশ্ব-
রাস্তিত্বম্ । কৰ্ম্মাণাং জড়রূপত্বাত্তুল্যত্বম্ । তेषা-
মুত্তমাদ্যমফলোৎপাদকশক্তিরসম্ভবাত্ । প্রাগুক্তক-
ত্বপারমেশ্বর্য্য শক্ত্যা কৰ্ম্মাণাম্ পাপপুণ্যত্বে
নিৰ্ম্মাণম্ । তথৈব শুভাশুভফলার্পণে শক্তিঃ ।
তর্হি সুখদুঃখপাপপুণ্যানি জন্যান্যপি, তদাশ্রয়ঃ
পরমেশ্বরঃ । তত্‌ সৰ্ব্বাশ্রয়ঃ স এব স্বীকর্ত্তব্যঃ ॥ ২৫ ॥

নাস্তিকঃ— গোমানুষাদিভ্যো ব্যাঘ্রস্বভাবঃ,
মেকাদিনাশশ্চ অহীনাম্ । স্বভাবত এব মক্ষা-

হইতে বীজ এবং তাহা হইতে বৃক্ষ হইয়া থাকে ।
মনুষ্যাতির বালক হয়, পক্ষী প্রভৃতির ডিম্ব হয় ।
পানভোজন না করিলে দেহরক্ষা হয় না । কোন দ্রব্য
ভক্ষণ করিলে দেহপুষ্টি হয়, কোনদ্রব্য ভক্ষণ করিলে
প্রাণবিয়োগ হয়, কালভেদে পুষ্প ফল হয় ইত্যাদি
যে সকল স্বাভাবিক চেষ্টা-প্রবাহ প্রসরণ করিতেছে,
ইহার স্বভাবরূপ গতির অগ্ৰথাকরণবিষয়ে কোন
জীবের শক্তি দেখা যাইতেছে না । এই হেতু জীব-
সকল হইতে ভিন্ন উক্তবিষয়াদির ব্যবস্থাপক
পরমেশ্বর অবশ্য আছেন । কৰ্ম্মসকল জড়স্বরূপহেতু
সমান হইতেছেন । এইরূপ কৰ্ম্মসকলের উত্তমাদ্যম
ফলোৎপাদক শক্তিবিশেষ অসম্ভব হইতেছে ।
পূর্বোক্ত বিষয়সকলবৎ পরমেশ্বরশক্তিবলেই কোন
কৰ্ম্ম পুণ্যরূপে কোন কৰ্ম্ম পাপরূপে নিশ্চিত
হইয়াছে ; সেই পরমেশ্বরের শক্তিবলেই শুভাশুভ
ফলপ্রদানে সমর্থ হইতেছে । অতএব জীবের
সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপ-জগৎ হইলেও তাহাদের আশ্রয়
পরমেশ্বর হইতেছেন । একারণ স্বীকার করুন, অবশ্য
সর্ব্বাশ্রয়রূপে পরমেশ্বর আছেন ॥ ২৫ ॥

ভক্ষকভাবঃ। বৃষ্টাভাবাদান্যাদেবনুত্পত্তেঁরাदीनां प्राणवियोगो लक्ष्यते। सन्नेव परमेशः तेषां रक्षणोपायं विदध्यात्। अतो नाभविष्यदुपद्रववशात् जीवहानिः। तन्नास्तेषां परमेश्वरः। स्वभावेनैव प्राग्व्यापाराः घटन्ते।

সূত্রকার: — উপায়সর্জনমপি প্রদর্শয়তি।

উপায়স্রষ্টৃদর্শনাৎ ॥ ২৬ ॥

জীবানাম্ বিপদুদ্বারোপায়ানাং সৃষ্টিরপি দৃশ্যতে। তত্ উপায়কর্তুঃ পরমেশ্বরস্ত্যাস্তিত্বম্। বিচার্য্যতামত্, বুদ্ধিবল্লাভাবান্ধরাণাং বিচিত্রগৃহনির্মাণাদিকং ন সম্ভবম্। তদা শীতাতপবাতবর্ষাতস্করসর্পাদিভ্যো নানাঙ্কুশাঃ প্রাণবियोगश्च अघटिष्यन्। कृष्यभावात् देहरक्षा, वस्त्रराहित्याल्लज्जानिवृत्तिः,

নাস্তিক—ব্যাঘ্রের স্বভাব গো-মনুষ্য-মৃগাদিকে ভক্ষণ করা, সর্পের স্বভাব ভেক প্রভৃতিকে ভোজন করা, ঐরূপ স্বভাববশতঃ ভক্ষ্য ভক্ষক ভাব দেখা যাইতেছে। বৃষ্টির অভাবে ধাতাদির অনুৎপত্তিহতু মনুষ্যাদির প্রাণবियोग দেখা যায়। পরমেশ্বর থাকিলে অবশ্য এসকলের উপায় বিধান করিতেন। এইরূপ উপদ্রবাদিবশতঃ জীবের প্রাণনাশ হইত না। অতএব পরমেশ্বর নাই। স্বভাববশতঃ পূর্বোক্তব্যাপারসকল ঘটিয়া থাকে।

সূত্রকার—উপায়সৃষ্টিও প্রদর্শন করিতেছেন।

যে যে প্রকারে যে যে জীবের বিপত্তির সম্ভাবনা আছে, সেই সেই বিপদ হইতে নষ্ট পাইবার উপায়ের সৃষ্টিও দেখা যাইতেছে। অতএব উক্ত উপায়স্রষ্টারূপ পরমেশ্বর অবশ্য আছেন। হে মহোদয়! বিচার করিয়া দেখুন, যদি মনুষ্যে বুদ্ধিবল না থাকিত, তবে বিচিত্র প্রকারে গৃহনির্মাণ করিতে পারিত না। তাহা হইলে শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা, চোর-সর্পাদি হইতে বহু ক্লেশ ও প্রাণবियोग হইত। কৃষিকার্যের

সুবর্ণাদিভাবান্মানগুপ্তিঃ, নাভবিষ্যন্। तथा बोधहीनत्वात् पशुसादृश्यमजनिष्यत्। गवादीनां नराद्याश्रयाभावाच्छार्दूलादिभ्यो भयमस्थास्यत्। पलायनशक्तेस्तथा शृङ्गादीनामसङ्गाबान्मृगादीनां हिंस्रेभ्यः, प्लुत्यभावात् मण्डूकानां सरोसृपात्, विलखननाशकौ मूषिकानाम् मार्जारदिभ्यः, अनस्थावरणात् शङ्खादीनां प्राणिभ्यः नाभविष्यद्रक्षणम्। आकाशविचरणाशकौ विहगानां, वृक्षारोहणासामर्थ्ये वानराणां विपत्पातो दुर्निवार एव। एवं नखलोमशृङ्गदन्तपक्षादिभिर्वहुजीवा विपद्भ्यास्त्रायन्ते। अलं बाहुल्येन सर्वजीवानां विपत्तिषु प्रयोजनेषु च उपाया दृश्यन्ते। तर्हि उपायस्रष्टुः सर्वेश्वरस्त्यस्तित्वं नियतमेव। न तु प्रकृत्या विचित्रसृष्टिः ॥ २६ ॥

অভাবে দেহরক্ষা হইত না। বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ হইত না। সুবর্ণ, রৌপ্য রত্নাদির অভাবে মানভ্রংশ হইত। জ্ঞানের অভাবে পশুসাদৃশ্য হইত। গবাদি গৃহপালিত পশুদিগের মনুষ্য আশ্রয় না থাকিলে সর্বদা ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক মৃত্যুভয় থাকিত। ঐরূপ মৃগের পলায়ন শক্তি এবং শৃঙ্গ না থাকিলে ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা হইত না। ভেকের লক্ষণ শক্তি না থাকিলে সর্প হইতে রক্ষা কোথায়? ইন্দুরের গর্ভখনন শক্তির অভাবে মার্জার হইতে রক্ষা হইত না। শঙ্খ-শম্বুক প্রভৃতির মাংসভাগ অস্থিমধ্যে না থাকিলে বহুজীব কর্তৃক বিনাশ হইত। পক্ষিমূহের আকাশে উড্ডয়ন শক্তি না থাকিলে প্রাণরক্ষা হইত না। বানরের বৃক্ষারোহণাদি শক্তি না থাকিলে বিপত্তি হইত। এই প্রকার নখ, লোম, শৃঙ্গ, দণ্ড, পক্ষ প্রভৃতি দ্বারা বহু জীব বহু বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইতেছে। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যে কোন জীবের যে কোন প্রকার বিপত্তি বা অভাব উপস্থিত হইলেই তাহা হইতেই রক্ষা পাইবার উপায়ের সৃষ্টি দেখা যাইতেছে। অতএব উক্ত

নাস্তিকঃ— জীববৎ পরমেশস্যাপি অন্তঃকরণ-
বিচারশক্তোরস্তিত্বে কিং প্রমাণম্ ? অদৃষ্ট-
ভগবদেহে কুতোঃকরণসম্ভাবনা ?

সূত্রকারঃ— সংশয়ান্ ছিত্ত্বা সূত্রং স্থাপয়তি ।

তস্মাপ্রাপ্তঃকরণবত্ত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২০ ॥

ভগবতোঃকরণবত্ত্বং ভৌতিকদেহাभावेऽपि
অন্তঃকরণসত্তা চ পূর্ব্বং প্রমাণিতা সিদ্ধান্তিতা চ ।
প্রমাণান্তরেণ কিম্ ? প্রাগুক্তসূত্রৈর্ভগবানংশী,
জীবাৎস্বংশাঃ, চিত্ত্বস্বরূপত্বাদুভयोः সাদৃশ্যং চ
দর্শিতম্ । স্বপ্নমনোরথদৃষ্টান্তেনাপি জীবানাং
তদ্ব্যাপ্যত্বং তদধীনবৃত্তিকত্বং চ প্রদর্শ্য তস্য

সর্ব্বাশ্রয়ত্বং দৃঢ়ীকৃতম্ । এতেনৈব তদন্তঃকরণ-
বত্ত্বমপি সিদ্ধং ভবতি । দেহাদন্তঃকরণস্য পৃথক্,
জীবস্যান্তঃকরণাদ্ভিন্নত্বং, তস্য জীবশক্তিত্বং,
ভৌতিকদেহানপেক্ষিতা চ প্রদর্শিতা । তাদৃশজীবসদ্বাবে
কেবলান্তঃকরণবতঃ পরমেশ্বরস্য সত্তা নিঃসংশয়িতৈব ।
অতোऽঙ্গীকৃত্যিতাম্ পञ্চভূতময়দেহানপেক্ষিজগদীশ্ব-
রাস্তিত্বম্ ॥ ২০ ॥

নাস্তিকঃ— সান্তঃকরণো জগদীশো ভৌতিক-
শরীরমনপেক্ষা তিষ্ঠত্বেব, স তু বিশ্বসৃষ্টিত্বং ন
স্বীকার্য্যম্ ।

সূত্রকারঃ— তদপি সিদ্ধমিতি সূত্রয়তি ।

উপায়সকলের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর অবশ্য আছেন ।
স্বভাববশতঃ এই প্রকার বিচিত্রসৃষ্টির সম্ভব হইতে
পারে না ॥ ২১ ॥

নাস্তিকঃ— পরমেশ্বরেরও যে জীববৎ অন্তঃকরণ
এবং বিচারশক্তি আছে, সে বিষয়ে প্রমাণ কি ?
পরমেশ্বরের শরীর দেখা যাইতেছে না, অতএব
অন্তঃকরণ কি প্রকারে থাকিতে পারে ?

সূত্রকারঃ— উক্ত সংশয় ছেদন করিয়া সূত্র
করিতেছেন ।

পরমেশ্বরের যে অন্তঃকরণ আছে এবং ভৌতিক
দেহ না থাকিলেও যে অন্তঃকরণ থাকিতে পারে,
এসকল বিষয়ে প্রমাণ এবং সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করা
হইয়াছে । তাহা দ্বারাই উক্ত বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে ।
আর প্রমাণ প্রদর্শন করাইবার প্রয়োজন নাই । হে
মহোদয় ! পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে প্রদর্শন করা হইয়াছে,
পরমেশ্বর অংশী ও জীব অংশ । চিৎস্বরূপহেতু
উভয়ের সাদৃশ্য আছে । স্বপ্নমনোরথ-দৃষ্টান্ত দ্বারা
জীবসকলের পরমেশ্বর-ব্যাপ্যত্ব এবং পরমেশ্বর-
বৃত্তিকত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সর্ব্বাশ্রয়তা ব্যক্ত
করা হইয়াছে । জীবসকলের অস্বাভাব্য প্রদর্শন

দ্বারা উক্ত সর্ব্বাশ্রয়তার দৃঢ়ীকরণ হইয়াছে । ইহা
দ্বারাই পরমেশ্বরের অন্তঃকরণবত্তা সিদ্ধ হইয়াছে ;
দেহ হইতে অন্তঃকরণ ভিন্ন, অন্তঃকরণ জীবের শক্তি,
ভৌতিক দেহের অপেক্ষা না করিয়াও কেবল
অন্তঃকরণ সহ জীব থাকিতে পারে—ইহাও দেখান
হইয়াছে । যদি ভৌতিক দেহের অপেক্ষা না করিয়া
কেবল অন্তঃকরণ সহ জীব থাকিতে পারিল, তবে
পরমেশ্বর যে ভৌতিক দেহের অপেক্ষা না করিয়া
কেবল অন্তঃকরণ সহ থাকিতে পারিবেন, সে বিষয়ে
আর সংশয় কি ? অতএব স্বীকার করুন, পরমেশ্বরেরও
অন্তঃকরণ আছে । ভৌতিক দেহের অপেক্ষা না
করিয়া কেবল অন্তঃকরণ-শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরমেশ্বর
বিद्यমান আছেন ॥ ৩০ ॥

নাস্তিকঃ— ভৌতিক দেহের বিনা সাহায্যে
অন্তঃকরণ-শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরমেশ্বর থাকিতে পারেন,
কিন্তু উক্ত পরমেশ্বর যে জগৎসৃষ্টিকর্তা তাহা আমরা
স্বীকার করি না ।

সূত্রকারঃ— তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া সূত্র
করিতেছেন ।

জগত্‌সৃষ্টিঃ ॥ ২১ ॥

দৃশ্যমানানাং মতীন্দ্রিয়াণাং চ বিশ্বানাং সৃষ্টি-
মগবতৈব সম্পাদিতৈতি পূর্বসূত্রৈ: সিদ্ধম্ । মহোদয় !
স্বপ্নমনোরথ-দৃষ্টান্তেন তস্য সর্বাশ্রয়তা ব্যকীকৃতা ।
জীবানাং ন স্বাতন্ত্র্যং ন সুখলাভো, ন দু:খপরিহারো,
ন বা সংঘটনপ্রবাহরোধ: । তेषাং বিপত্‌প্রতীকা-
রোপায়াশ্চ সৃষ্টাশ্চ লক্ষিতা ইতি প্রমাণৈর্যুক্তিমিশ্র
বোধিতম্ । অতো ন জীব:, পরমেশ্বরস্তু সৃষ্টা
এব ॥ ২১ ॥

নাট্টিক:—কেচিৎ দ্বৈতিকা একাত্মবাদং স্বীকুর্বন্তি ।
আত্মনিত্যত্বং প্রাক্ নাস্মামিরঙ্গীকৃতম্ । অধুনা
ভগবত্‌সিদ্ধান্তেন তু তন্নিশ্চিতম্ । অতো ন জীবাत्मনো
বহুত্বং ন বা তদতিরিক্ত: পরমেশ্বর: ।

সূত্রকার:—জীবাत्मনো বহুত্বং প্রদর্শয়তি ।

এই দৃশ্যমান এবং আগাদের ইন্দ্রিয়াভীত বিশ্বের
সৃষ্টিও যে পরমেশ্বর কর্তৃক হইয়াছে, তাহাও পূর্ব-
সূত্রসকল দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে । হে মহোদয় ! ঐ-স্বপ্ন
মনোবৎ-দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমেশ্বরের সর্বাশ্রয়তা ব্যক্ত-
পূর্বক দেখান হইয়াছে । জীবের কোন বিষয়ে
স্বাধীনতা নাই । জীব স্ব-ইচ্ছায় সুখলাভ করিতে
পারে না । দুঃখের ত্যাগও করিতে পারে না ;
সংঘটন-প্রবাহের রোধও করিতে পারে না । জীবের
বিপত্তি হইতে রক্ষার জন্য উপায়সকল সৃষ্টি-মধ্যেই
দেখা যাইতেছে । এ সকল প্রমাণও যুক্তি দ্বারা
দেখান হইয়াছে । অতএব স্বীকার করুন, জীব
সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না । পরমেশ্বরই জগৎসৃষ্টি-
কর্ত্তা হইতেছেন ॥ ৩১ ॥

নাট্টিক :—আপনাদিগের বৈদিক সমাজান্তর্গত
কোনও ব্যক্তিগণ একমাত্র আত্মা স্বীকার করিয়া
থাকেন । আমরা আত্মার নিত্য স্বীকার করিতাম
না ; আপনাদের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া জীবাত্মার
নিত্যত্বের স্বীকার করিয়াছি । অতএব জীবাত্মার
বহুত্বও নাই এবং তদতিরিক্ত পরমেশ্বরও নাই ।

জীবানাং বহুত্বম্ ॥ ২২ ॥

পূর্বৈ: সূত্রৈর্জীবানাং বহুত্বমপি সিদ্ধম্ । 'ব'
শব্দে ন তদতিরিক্ত: পরমেশ্বরে'পি সিদ্ধ: । দেহাদন্ত:-
করণস্য ততো'পি জীবস্য ভিন্নত্বং প্রদর্শিতম্ ।
দেহাণ্যন্তথ্যন্ত:করণানাং বহুত্বে জীবানাংপি তথাৎ
সিদ্ধম্ । দেহাপায়ে কেষাঞ্চিৎ স্বর্গবাস:, নিরয়পতনং
বা, কেষামপি বা কেবলজন্মান্তরলাভ: প্রাদর্শিত: ।
অবিদ্যমানে বহুত্বে বৈচিত্র্যপ্রাভাব: । তদেকত্বে
সমকালং দেহত্যাগস্বর্গনিরয়বাসদেহান্তরলাভা: রূপ-
দেহান্তি:, একস্যৈব বা দেহত্যাগাদানম্ অবশ্যম্ভাবি ।
অতো জীবানাং একত্বং ন সম্ভবেৎ । বহুত্বমেব ।
তদাশ্রয়ত্বাৎ তদতিরিক্তপরমেশ্বরে'বশ্যমেব বিদ্যতে ।
পারমার্থিকদৃষ্ট্যা জীবা: দৃশ্যাদৃশ্যবিশ্বানি চ
ইশাত্মকানীতি অত:পরং ব্যকীভবিস্যতি । ব্যবহারেণ

সূত্রকার:—জীবাত্মার একত্ব হইতে পারে না ।
বহুত্বই হইয়া থাকে,—এই বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

জীবসকলের বহুত্বও পূর্বসূত্রসকল দ্বারা সিদ্ধ
হইয়াছে । 'ব' শব্দ দ্বারা তদতিরিক্ত পরমেশ্বরও
সিদ্ধ হইয়াছেন । হে মহোদয় ! দেহ হইতে অন্তঃ-
করণের ভিন্নত্ব এবং অন্তঃকরণ হইতে জীবেরও ভিন্নত্ব
প্রদর্শন করা হইয়াছে । দেহসকলের বহুত্ব-হেতু
অন্তঃকরণের বহুত্ব এবং তদাশ্রয় জীবের বহুত্বও সিদ্ধ
হইয়াছে । দেহত্যাগের পব কোন জীবের স্বর্গলাভ,
কোন জীবের নরকলাভ, কোন জীবের স্বর্গনরকভোগ
ব্যতিরেকে জন্মান্তর লাভ—এ সকলও দেখান হইয়াছে ।
জীবের বহুত্ব না হইলে একরূপ বৈচিত্র্য হইতে পারে
না । জীবের একত্ব হইলে এককালে দেহত্যাগ,
এককালে স্বর্গপ্রাপ্তি, এককালে নরকপ্রাপ্তি, এক-
কালে সকলের জন্মান্তর লাভ, একাকার দেহ লাভ
বা এক দেহ লাভ ইত্যাদি অবশ্যই হইত । অতএব
জীবের একত্ব হইতে পারে না । বহুত্বই হইয়া থাকে ।
তদাশ্রয়হেতু তদতিরিক্ত পরমেশ্বরও অবশ্য আছেন ।
পারমার্থিক দৃষ্টিদ্বারা জীবসকল এবং দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব

প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষবিশেষ্যো নীবেভ্যশ্চ বিলক্ষণঃ পরমেশঃ
অবশ্যমেবাस्ति । व्यवहारिकैकात्मवादिनो वैदिक-
ब्रुवा भवद्रणाः ॥ ३२ ॥

নাস্তিকঃ — জীববহুত্বস্য প্রমাণানি ন
ব্যক্তানি দৃশ্যানি বা । वयन्तु तत्प्रत्यक्षं दिदृक्षवः ।

সূত্রকৃত—তদপি পশ্যেতি সূত্রয়তি ।

तज्जनस्वभाववैसादृश्यात् ॥ ३३ ॥

প্রাগুক্তসূত্রেণ স্বপ্রাধান্যদৃশ্যমানবিশ্বানামুল্লিখিত-
জনানাং স্বভাববৈসাদৃশ্যং দৃশ্যতে । एतेनापि जीवानां
नैकत्व, बहुत्वमेव । महोदय ! भवान् स्वप्ने,
ध्याने, सभायां, हृष्टे, उत्सवे, युद्धे वा दृष्टजनानां
स्वभावान् समान् पश्यति उत नानाविधान् ?
स्वीकार्यम् । नानाविधत्वम् । केचिच्छान्ताः,

পরমেশ্বরাত্মক হইয়া থাকে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে ।
ব্যবহার দ্বারা দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব হইতে এবং জীবসকল
হইতে ভিন্নরূপে অবস্থা পরমেশ্বর আছেন । যাহারা
ব্যবহার দ্বারাও একমাত্র আত্মার স্বীকার করিয়া
থাকেন, তাহারা বৈদিক সমাজভুক্ত হইলেও আপনা-
দেরই গণভুক্ত হন ॥ ৩২ ॥

নাস্তিক :—জীব বহুত্ববিষয়ে যে প্রমাণ প্রদর্শিত
হইয়াছে, তাহা অব্যক্ত এবং দৃশ্য নয় । অতএব
আমরা ব্যক্ত ও দৃশ্যরূপে প্রমাণ দেখিতে ইচ্ছা করি ।

সূত্রকার—তাহাও দেখুন বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

পূর্ববসূত্রসকলে স্বপ্ন ধ্যান এবং দৃশ্যমান বিশ্বের
উল্লেখ করা হইয়াছে । সেই স্বপ্নগত, ধ্যানগত,
দৃশ্যমান বিশ্বগত জনসকলের স্বভাবের সাদৃশ্য দেখা
যাইতেছে না । অতএব ইহা দ্বারাও জীবের একত্ব
হইতে পারে না । বহুত্বই সিক্ত হইতেছে । হে
মহোদয় ! আপনি স্বপ্নে ধ্যানে অথবা দৃশ্যরূপে সভা,
হট্ট, উৎসব এবং যুদ্ধ প্রভৃতি স্থলে বহু ব্যক্তিকে
দেখিয়া থাকেন । এই সকল ব্যক্তির স্বভাব একরূপ
দেখেন, কি নানারূপ দেখিয়া থাকেন ? স্বীকার করুন,

केचनोग्राः, कश्चिद्वा भीरुधार्मिकः, कामार्त्तः,
क्रोधवान्, लोभी वा । तर्हि जीवानां बहुत्वं
सिद्धम् । जीवानामेकत्वे समकालमेव सर्वेषामै-
कध्यं सिध्येत । यशुपक्षिकीटपतङ्गादिभेदा नाभवन् ।
अतोऽनन्तकोटिसंख्यकानां जीवानां नैकत्वम् ॥ ३३ ॥

নাস্তিকঃ — প্রতিদেহে তদুগুণজান্যনিত্যচৈতন্যানি
স্বীকৃতানি প্রাক্ । अयुना चैतन्यस्य नित्यत्वमङ्गी-
कृतम् । जीवानां बहुत्वेऽपि नापत्तिः । जीवा एव
जगत्कर्त्तार इत्यपि नास्माकमभिमतमासीत् । न
भवन्तु तद्वत् नास्माकं विरोधः । अस्मत् सिद्धान्तस्तु
जगत्सृष्टिः स्वत एव भवति । विश्वं नित्यं
नास्योत्पत्तिर्नाशो वा यतो न दृश्यते, स्वकीय-
शक्त्या रूपान्तरपरिणतिमात्रं घटते । यथा
वृक्षाद्वीजानि ततोऽङ्कुरास्तस्मादपि पुनर्वृक्षाः ।

নানারূপ দেখিয়া থাকেন । কোন ব্যক্তি দ্রিগ্, কোন
ব্যক্তি ভীরু, কোন ব্যক্তির ধর্মভয় আছে, কোন-
ব্যক্তি ধর্ম স্বীকার করেন না এবং কেহ কেহ
কামাসক্ত, ক্রোধাসক্ত, লোভী ইত্যাদিরূপে দেখিয়া
থাকেন । যদি জীবের একত্ব হইত, তাহা হইলে
সকলেই এককালে পূর্বোক্ত কোনপ্রকারে একপ্রকার
হইয়া থাকিতেন । পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং
স্বাবর প্রভৃতি ভেদও হইত না । অতএব জীব এক
নহে । অনন্তকোটিসংখ্যক হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

নাস্তিক :—আমরা প্রত্যেক শরীরে দেহের গুণে
সমুৎপন্ন অনিত্যচৈতন্যের স্বীকার করিতাম । বর্তমানে
উক্ত চৈতন্যের বা জীবের নিত্য স্বীকার করিয়াছি ।
অতএব আপনাদের জীবের বহুত্ব স্বীকারে বিশেষ
আপত্তি নাই । জীব যে জগৎকর্তা তাহাও আমাদের
নিজমত নহে । অতএব জীব জগৎকর্তা হইতে না
পারেন ; সে বিষয়েও আমাদের আপত্তি নাই । কিন্তু
আমাদের সিদ্ধান্তমতে জগৎসৃষ্টি নিজশক্তিবলেই
হইতেছে । এই দৃশ্যমান স্থলজগৎ নিত্যরূপেই
আছে । ইহার উৎপত্তি নাই, প্রলয়ও নাই । যেহেতু

দেহেভ্যঃ শুকশোণিতম্ ততো পুনঃ শরীরোৎপত্তিঃ ।
 স্থাবরজঙ্গমাत्मকানি শরীরাণি ক্রমেণ দূষিতানি
 প্রাচীনানি বা রূপান্তরিতানি পঞ্চভূতাকারেণ
 পরিণমন্তে । তান্যেব সর্ব্বেষাং মূলোপাদানানি
 নিত্যানি চ । শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ভূতগুণা एव ।
 ভূতান্যেব স্থূলবিশ্বমুচ্যন্তে । পঞ্চভূতানি হি
 স্বশক্ত্যা চিত্রিতানি সৌরজগদ্রূপেণ দৃশ্যন্তে । জীব-
 চৈতন্যানাং নিত্যত্বেऽস্মিন্ বিশ্বে ভূতেषু বা মিলিতৈঃ
 স্থানত্বম্ । নাस्त্যেব কোऽপি স্থূলবিশ্বকৃত্ ।
 ন যঃ ভগবত্কল্যণাবকাশঃ ।

সূত্রকারঃ — সৃষ্টেঃ স্বতোऽসম্ভাবিতাং প্রদর্শ্য
 সন্নয়তি ।

ন স্বতঃ সৃষ্টিঃ ॥ ২৪ ॥

কেবলস্বশক্ত্যা বিশ্বসৃষ্টির্ন ভবেৎ । যতস্তত্-
 প্রত্যক্ষবিরুদ্ধম্ । মহোদয় ! নিত্যমেব নিরূপিতং,
 কুম্ভকারমৃতে মৃন্ময়ভাজনানাং, তন্নির্ণয়ং বিনা
 বস্ত্রাণাং, সূত্রধারমন্তরেণ দারুময়ানাং বা নোত্-
 পাদনম্ । তথা কর্ত্তারি বিনা গৃহালঙ্কারপাল-
 পরিচ্ছদ-শিল্পদ্রব্যাদীনাং ন সমাধানম্ । অতো
 জগৎকর্ত্তুর্ভাবাত্ কুতো বিশ্বনির্মাণপালনে ? তর্হি
 কর্ত্ত্বরূপঃ পরমেশঃ স্বীকার্য্যঃ ॥ ২৪ ॥

নাস্তিকঃ — কেষাচ্ছিদ্ভস্তূনাং কর্ম্মণাং বা কর্ত্তারিঃ
 পরিদৃশ্যন্তে, নতু সর্ব্বেষাম্ । গগনস্থসূর্য্যচন্দ্র-
 তারকাণাং গিরিনদীহ্রদাদীনাং কর্ত্তা তু ন দৃশ্যতে ।

স্থূল জগতের উৎপত্তি বা প্রলয় দেখা যায় না । এই
 স্থূলজগতের স্বকীয়শক্তিবলে কেবল স্বকীয় অবয়ব-
 সকলের রূপান্তরমাত্র হইয়া থাকে । যথা বৃক্ষসকল
 হইতে বীজসকল হয়, ঐ বীজসকল হইতে পুনরায়
 অঙ্কুরাদিক্রমে পুনর্ব্বার বৃক্ষসকল হইয়া থাকে ।
 ঐরূপ দেহসকল হইতে শুক্রশোণিত, তাহা হইতে
 পুনর্ব্বার দেহ হইয়া থাকে । উক্ত স্থাবর-জঙ্গম-শরীর-
 সকল পুরাতন বা কোনরূপে দূষিত হইয়া রূপান্তর
 লাভ করিয়া পঞ্চভূতাকারেই পরিণত হইয়া থাকে ।
 অতএব ঐ পঞ্চভূতই মূল পদার্থ, স্থাবর-জঙ্গম-
 শরীরের বীজস্বরূপ নিত্যবস্তু । শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
 রস, গন্ধ এই সকল পঞ্চভূতের গুণমাত্র । এই পঞ্চ-
 ভূতকেই স্থূলজগৎ বলা হইয়া থাকে । এই পঞ্চভূতই
 স্বশক্তিবলে চিত্রিত হইয়া সৌরজগৎকারে দৃশ্যমান
 হইতেছে । জীবচৈতন্য যদি নিত্য হয়, তবে এই
 সৌরজগতে বা পঞ্চভূতে মিশ্রিতরূপে থাকিতে পারে ।
 এই স্থূলজগতের কর্ত্তা কেহ নাই । অতএব পরমেশ্বর-
 কল্পনার প্রয়োজন নাই ।

সূত্রকার—স্বশক্তিবলে জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে
 না—এই বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

কেবল নিজশক্তিবলে কদাচ জগৎসৃষ্টি হইতেই
 পারে না । যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষবিরোধ হইতেছে ।
 হে মহোদয় ! আপনি নিতাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন—
 কুম্ভকার ব্যতিরেকে মৃৎপাত্রাদি সকলের নির্মাণ হয়
 না । তদ্রূপে ব্যতীত বস্ত্রসকলের বয়ন হয় না ।
 সূত্রধার ব্যতীত কাষ্ঠময় বস্ত্রসকলের নির্মাণ হয় না ।
 ঐরূপ এক-একজন কর্ত্তা না থাকিলে গৃহাদিসকল,
 অলঙ্কার, ধাতুপাত্রাদি, পরিচ্ছদ, উছানাди এবং
 বহুবিধ শিল্প, এই সকলের কোন দ্রব্যই নির্ম্মিত বা
 কোন কার্য্যই সমাপ্ত হইতে পারে না । অতএব
 একজন কর্ত্তা না থাকিলে এই পরিদৃশ্যমান জগতের
 সৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে ? তাহা কদাচ হইতে
 পারে না ; অতএব স্বীকার করুন, এই দৃশ্যজগতের
 কর্ত্তারূপ পরমেশ্বর অবশ্য আছেন ॥ ৩৪ ॥

নাস্তিকঃ — কোন কোন বস্তুর এবং কোন কোন
 কার্য্যের একজন কর্ত্তা আছেন, সত্য ; কিন্তু সকল
 বস্তুর ও কার্য্যের কর্ত্তা দেখা যায় না । এই যে
 আকাশমণ্ডলে সূর্য্যচন্দ্রতারকাগণ দৃশ্য হইতেছেন,
 ইহার কর্ত্তা দেখা যায় না ; পর্ব্বতসকলের, নদী-
 গুলির, সমুদ্র এবং বৃহৎ হ্রদসকলেরও কর্ত্তাকে

বিশ্বস্বভাবাদেধামবস্থান, তথা বীজাদ্বৃক্ষোদ্ভবঃ, শুকশোণিতমিলনাদেহজন্ম, গর্ভোদয়ে স্তন্যসঞ্চারঃ, অহোরাত্রায়নর্ত্তুভেদঃ भवन्ति । নৈশাং জনকঃ প্রত্যক্ষী-
ক্রিয়তে । অতো জগতঃ স্বতঃশক্তিবলেনাস্তিত্ব-
রূপান্তরাণি কার্য্যাণি চ भवन्ति । নাবকাশঃ
পরমেশকল্যণায়াঃ ।

সূত্রকৃত — চিচ্ছক্তিসাহাযক' বিনা কুতাপি
জড়শক্তিন্ কার্য্যকারিণী । অতো জগচ্ছক্তিরপি
চিদ্রূপস্য পরমেশ্বরস্য শক্ত্যা পরিচালিতেতি
সূত্রয়তি ।

শক্তিশ্চিদ্গুণত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

ইয়ং পরিদৃশ্যমানা বিশ্বশক্তিরপি জ্ঞানঘন-
বিগ্রহস্য ভগবতো গুণঃ । অতো নিখিলশক্ত্যা-
দেখা যাইতেছে না । জগতের স্বভাব দ্বারা এই-
সকল বিদ্যমান আছে এবং বীজ হইতে বৃক্ষ, শুক-
শোণিত হইতে দেহ হইতেছে, জন্মকালের গর্ভোদয়
হইলে স্তনে দুগ্ধ হইয়া থাকে । স্বভাব দ্বারাই
দিবারাত্রি, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, ঋতুভেদ প্রভৃতি
হয় । এই সকলের কর্তা দেখা যায় না । অতএব
এই জগতের স্বতঃসিদ্ধশক্তিবলেই স্বয়ং জগৎ
বিদ্যমান আছে এবং তৎসম্বন্ধীয় রূপান্তর ও কার্য্য-
সকল হইতেছে । ঐ সকলের কর্তা কেহ নাই ।
পরমেশ্বর-কল্লনারও প্রয়োজন নাই ।

সূত্রকার—কোন জ্ঞানশক্তিয়ুক্ত ব্যক্তির সাহায্য
বাতিরেকে কোনস্থলেই জড়রূপা শক্তি কার্য্যকারিণী
হয় না । অতএব এই জগন্মধ্যগতশক্তিও সেই
চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তিবলে পরিচালিত
হইতেছে । এই অভিপ্রায়ে সূত্র করিতেছেন ।

এই যে জগন্মধ্যগত জড়রূপা শক্তি পরিদৃশ্যমান
হইতেছে, ইহাও সেই জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানঘন-
স্বরূপ পরমেশ্বরের গুণমাত্র । এই হেতু সকল
শক্তির আশ্রয় পরমেশ্বর অবশ্য আছেন । হে

শ্রয়স্য পরমেশস্য সত্তা নিয়তা । মহোদয় !
বৃহতস্তত্ত্বনির্ণয়াৎ প্রাক্ তদংশতত্ত্বনিশ্চয়ঃ কর্তব্যঃ ।
যথাস্থালীগতান্নানাং সুপকত্বজ্ঞানায় একমেব
পরীক্ষাম্ । জীবনিত্যত্বসাধনে 'অস্মাকং' দেহস্য
স্বাতন্ত্র্যং, জীবশক্ত্যন্তঃকরণাধীনত্বং চ
প্রমাণিতম্ । অন্তঃকরণেঃ মিল্যমানদুদয়ে দেহতদন্ত-
র্যন্তরাণাং ন পরিচালনম্ । প্রাগমিলাষঃ পশ্চাদ্গমন-
গ্রহণাদীনি কার্য্যাণি । সুপ্তমাদৌ ইচ্ছাবিরহে
দর্শনাदीনাং নিবৃত্তিঃ । দেহাৎ সান্তঃকরণজীবস্য
বহির্গমনে দেহস্য তদন্তর্যন্ত্রাবয়বানাং চ অকর্মাণ্যত্বং
বিনাশ এব দেহোঃপি বিশ্বাংশঃ । একাংশদেহস্য
চৈতন্যসাহায্যক্রমন্তরেণ চলনাসামর্থ্যেঃ শসমষ্টি-
রূপস্য বিশ্বস্য ক স্বয়ং পরিচালনম্ । স্থাবর-
জঙ্গমদেহানামিব সমগ্রবিশ্বস্য স্বর্গলয়ৌ অদন-

মহোদয় ! কোন বৃহৎস্তর তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে
অগ্রে তদীয় অংশের তত্ত্বনির্ণয় করিতে হয় । যেরূপ
স্থানীগত অন্নসকল সুপক হইয়াছে কিনা, ইহা
জানিবার জন্য একটা মাত্র অন্নের পরীক্ষা করা হইয়া
থাকে । পূর্বে জীবের নিত্য স্বাপনকালে প্রমাণিত
করা হইয়াছে যে, আমাদের এই দেহ স্বাধীন নয় ।
এই দেহ জীবশক্তি-রূপ অন্তঃকরণের অধীন ।
যেহেতু অগ্রে অন্তঃকরণমধ্যে পরামর্শ বা ইচ্ছার
উদয় না হইলে দেহরূপ যন্ত্র বা তদন্তর্গত যন্ত্র এবং
অবয়বসকল পরিচালিত হয় না । অগ্রে ইচ্ছার
উদয় হয়, পরে গমন, গ্রহণাদি দেহসম্বন্ধীয় কার্য্যসকল
হইয়া থাকে । সুষুপ্ত প্রভৃতি কালে জীবের ইচ্ছার
নিবৃত্তি হয়, তৎকালে শ্রবণ, দর্শন, বচন, আদান
গমনাদি কার্য্যসকলেরও নিবৃত্তি হইয়া যায় । দেহ
হইতে অন্তঃকরণ সহিত জীব বহির্গত হইলে দেহরূপ
যন্ত্র এবং তদন্তর্গত যন্ত্র অবয়ব প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ও
বিনষ্ট হইয়া যায় । দেহ বিশ্বের অংশ হইতেছে ।
দেহ যদি চৈতন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রচলিত
হইতে না পারিল, তবে অগ্ৰাং অংশ-সমষ্টিরূপ বিশ্বও

পরীক্ষণন্যায়েন প্রতিপাদিতৌ । ভবত্কলিতা বিশ্বস্য
স্বতঃসিদ্ধশক্তিরপি চিত্তস্বরূপপরমেশ্বরস্য শক্তিরেব ।
অতো নিখিলশক্তিশ্রয়ো ভগবান্ অস্ত্যেব ॥ ২৫ ॥

নাস্তিকঃ — দেহগতশক্তিচিত্তস্বরূপজীবাধী
নেতি প্রত্যক্ষম্ । চেদ্বিশ্বশক্তেস্তথাৎ তর্হি প্রত্যক্ষং
পরিদৃশ্যেত । যতস্তথা ন দৃশ্যতেতৌ ন প্রয়োজনং
ভগবত্কল্যনেন ।

সূত্রকৃত — অথ তদপি দৃশ্যতে ইতি সূত্রম্ ।

চিত্তযোগিত্বেন চিদধীনতা-
দর্শনাৎ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বেঃসিন্ দৃশ্যমানাঃ পদার্থাচিত্তস্বরূপাণাং
জীবানাং প্রয়োজনসিদ্ধয়ে সৃষ্টা ইব । তথৈব বিশ্ব-

বস্তুন্যপি চিদ্রূপজীবাশ্রয়েণ পূর্ণচিত্ত্রূপভগবতা
সৃষ্টানি পালিতানি চেত্যপি প্রতিপাদিতম্ । অনেন
বিশ্বগতশক্তিানাং ভগবদধীনত্বং লক্ষ্যতে । অতো
বিশ্বকৃত্ পরমেশ্বর ইতি স্বীকৃত্যতাম্ । মহোদয় !
বিচার্য্যেতাং ক্ষিত্যপ্তেজোগরুদ্রোমানি, সূর্য্যচন্দ্রমসৌ,
তারকাগণাঃ, অহোরাত্রাঃ, ষড়্ভূতবঃ, অয়নৈ, সাগরসরিত-
পর্ব্বততরুদীপশুবিহগফলপুষ্পাদীনি, এষাং পরি-
ণতয়শ্চ জীবানাং প্রয়োজনসাধনানীতি সৃজ্যন্তে ।
কচিজীবানাংন্যোন্যসাহায্যমপি দৃশ্যতে । জীবোচ্চ-
মানাং মানবানাং সাহায্যকমেব সর্ব্বৈরেব ক্রিয়তে ।
তদ্বস্তুনাং কস্যাপ্যভাবশ্চেদভিষ্মত্ তর্হি কস্যাপি
জীবস্য তদভাবোঃপ্রতিপদ্যত । চেদ্বিশ্বকর্ত্তা চিচ্ছক্তি-
মান্ ন, তদা জীবপ্রয়োজনসাধকানামেব সৃষ্টি-

চৈতন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে পরিচালিত হইতে
পারে না এবং স্থাবরজঙ্গম-দেহসকলের যেসকল
উৎপত্তি-বিনাশ হইতেছে, সেই প্রকার সমস্ত বিশ্বের
উৎপত্তি-বিনাশও অবশ্য আছে । পূর্বেবাক্ত ভিন্ন
পরীক্ষা ন্যায়দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে । আপনার
কল্পিতবিশ্বের স্বতঃসিদ্ধ শক্তিও সেই চিত্তস্বরূপ
পরমেশ্বরের শক্তিমাত্র । অতএব সর্ব্বশক্তির আশ্রয়
পরমেশ্বর অবশ্য আছেন ॥ ৩৫ ॥

নাস্তিক—দেহগতশক্তি যে চৈতন্যরূপ জীবের
অধীন তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । ঐরূপ
বিশ্বগত শক্তি যদি চৈতন্যরূপ পরমেশ্বরের অধীন
হইত তবে তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইত । কিন্তু
সেইরূপ দেখা যায় না । অতএব পরমেশ্বরের কল্পনার
প্রয়োজন নাই ।

সূত্রকার—তাহাও দেখা যাইতেছে, বলিয়া সূত্র
করিতেছেন ।

এই বিশ্বমধ্যে যে কোন পদার্থ দেখা যাইতেছে,
সেই সকল পদার্থ যেন চৈতন্যরূপ জীবের প্রয়োজন-
সিদ্ধির উদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে । এইরূপেই দেখা

যাইতেছে বিশ্বগত সকল পদার্থ যে চৈতন্যরূপ
জীবসকলের আশ্রয় পূর্ণ চৈতন্যরূপ পরমেশ্বর
কর্ত্তক সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত, ইহাও প্রতিপাদিত
হইতেছে । ইহাদ্বারা বিশ্বগতশক্তিসকলের পরমেশ্বরা-
ধীনতাও দেখা যাইতেছে । অতএব স্বীকার করুন,
পরমেশ্বরই বিশ্বকর্ত্তা হইতেছেন । হে মহোদয় !
বিচার করিয়া দেখুন, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু,
আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাগণ, দিবা-রাত্রি, হিম,
শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এই ছয় ঋতু,
উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা,
পশু, পক্ষী, ফল, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি এবং এই সকল
পদার্থের সাহায্যে আর যে সকল পদার্থ সৃষ্ট বা
পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাবৎ পদার্থই জীবসকলের
প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে । কোন স্থলে
জীবসকলের মধ্যে পরস্পর সাহায্যও দেখা যাইতেছে ।
সর্ব্ব জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের সাহায্য প্রায় সকলেই
করিতেছে । দৃশ্যমান বস্তুসকলের মধ্যে যদি কোন
বস্তুর অভাব হইত তবে কোন জীবের কোন এক-
প্রকার অভাব অবশ্যই হইত । জগৎকর্ত্তা যদি জ্ঞান-

কৌশলানাং কুতঃ সম্ভবঃ । অতো বিশ্বমিদং
পরমেশাধীনং তত্‌সৃষ্টং তত্পালিতম্ভেতি অঙ্কী-
কার্যম্ ॥ ৩৬ ॥

নাস্তিকঃ—অপি জগতঃ স্বতঃসিদ্ধশক্ত্যা
জীৱমঙ্গল্যান্যেতানি সর্জনপাটধানি ন ভবিতু-
মর্হন্তি ? তদ্বশ্যমেব । তত্পরমেশকল্যণ-
নিরর্থকম্ ।

সূত্রকারঃ—‘তন্ম’ ইতি সূত্রয়তি ।

বিকারবত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বস্যৈতস্য বিকারো দৃশ্যতে । স্বয়মেব
বিকারি জীৱহিতসৃষ্টিনৈপুণ্যস্য ন কারণম্ ।
অথাত্ পরমেশকর্তৃত্বং স্বীক্ৰিয়তাম্ । মহোদয় !
বিশ্বাবয়ৱানাং স্থাবরজঙ্গমদেহানামুৎপত্তির্দৃশ্যতে ।
তথা বৈশিষ্ট্যৈনাৱস্থানং বৃদ্ধিক্ষয়রূপান্তরবিনাশাশ্চ

শক্তি বিশিষ্ট না হইতে, তবে জীৱের প্রয়োজন-
সাধক এরূপ সৃষ্টিকৌশল হইতে পারিত না । অতএব
এই বিশ্ব যে পরমেশ্বরের অধীন এবং তদ্বারাই সৃষ্ট ও
প্রতিপালিত, তাহা স্বীকার করুন ॥ ৩৬ ॥

নাস্তিকঃ—বিশ্বের স্বতঃসিদ্ধ শক্তিবলে কি
জীৱের হিতকর এরূপ সৃষ্টিকৌশল হইতে পারে
না ? তাহা অবশ্য হইতে পারে । অতএব
পরমেশ্বরকল্পনায় প্রয়োজন নাই ।

সূত্রকার—‘তাহা হইতে পারে না’ বলিয়া সূত্র
করিতেছেন ।

এই বিশ্বের বিকার দেখা যাইতেছে । যে বস্তু
স্বয়ং বিকারযুক্ত সে বস্তু এপ্রকার সর্ব্বজীৱহিতকর
সৃষ্টিকৌশলের হেতু হইতে পারে না । অতএব
এ বিষয়ে পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করুন । হে
মহোদয় ! এই বিশ্বের অবয়বসকলের স্থাবরজঙ্গম-
দেহসকলের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে । জন্মের
পর প্রকারবিশেষে অবস্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, রূপান্তর
এবং বিনাশও দেখা যাইতেছে । অনপরীক্ষণ-

দৃশ্যন্তে । অনপরীক্ষান্যায়েন অবয়বধর্মা অখিল-
বিশ্বেষু প্রতীয়ন্তে । তস্মাদ্বিশ্বমিদং প্রাগুক্তষড়-
বিকারবত্ । বিকারবতো ন নিত্যত্বম্ ন বা
সৃষ্টিকারণতা । অতএব বিশ্বস্য স্বতঃসিদ্ধশক্তি-
র্নাস্তি । মাহেশ্বর্যাশেষত্বৈৱ জগদিদং ষড়-
বিকারবত্ ॥ ৩৭

নাস্তিকঃ—ভৱতাং বেদানুগতসাংখ্যে জড়শক্তিৱেৱ
বিশ্বস্য সর্গস্থিতিলয়হেতুঃ । পরমেশঃ সাঙ্কিমাাত্রম্ ।
তজ্জড়শক্তির্হি সর্গাদিঃ কারণম্ ।

সূত্রকারঃ—ন জড়রূপাণাং বিশ্বকারণত্ব-
মিত্যুক্তা সূত্রয়তি ।

সর্ব্বত্র শোভাদেৱসম্ভৱাৎ ॥ ৩৮ ॥

দৃগ্মোচগণাং বস্তুনামেৱ শোভাকৌশলাদীনাং
প্রত্যক্ষীকরণে নাসম্ভৱাৱিতা । অবিৱেকানাং জড়ানাং

গ্ৰাহ্যানুসারে অবয়বসকলের ধর্ম্ম সমগ্রবিশ্বেও প্রতীত
হইতেছে । এই হেতু এই দৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বোক্ত
ষড়বিকারযুক্ত, হইতেছে । যে বস্তু স্বয়ং এরূপ
বিকারযুক্ত সে বস্তুর শক্তির নিত্য হইতে পারে না ।
যাহার নিত্য নাই, সে কোন প্রকার সৃষ্টিকৌশলের
কারণ হইতে পারে না । অতএব স্বীকার করুন,
বিশ্বের কোনপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ শক্তি নাই । পরমেশ্বর-
শক্তিবলেই এই বিশ্ব ষড়বিকারযুক্ত হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

নাস্তিকঃ—আপনাদের বেদানুগত সাংখ্যশাস্ত্র-
মতে জড়রূপা শক্তিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন,
সংহারের হেতু হইয়া থাকে । পরমেশ্বর কেৱল
সাক্ষিমাাত্র । অতএব জড়রূপা শক্তিই বিশ্বসৃষ্টিাদির
কারণ হইতেছে ।

সূত্রকার—জড়রূপা শক্তি বিশ্বসৃষ্টিাদির কারণ
হইতে পারে না—এই বলিয়া সূত্র করিতেছেন ।

যে বস্তুতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই বস্তুতেই
শোভা এবং সৃষ্টিকৌশল প্রভৃতি দেখিবার অভাব

জগৎকারণত্বে সর্ব্বত্র শোভাদৈরসম্ভাবিতা স্যাৎ দেব ।
 অতশ্চিচ্ছক্তিশালিনো জগদীশ্বরস্য সৃষ্টাদৌ
 প্রাধান্যম্ । মহোদয় ! আদৌ মানুষদেহান্ কেশ-
 ললাটনেত্রনাভাস্রূকর্ণমুখগণ্ডকণ্ঠস্কন্ধবক্ষোনাভা-
 দরকটিবাহুহস্তাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠানুজঙ্ঘাগুল্ফপাদান্ প্রতি
 দৃষ্টিং পাতয়িত্বা পশ্য কুতাপি শোভানাং সৃষ্টিপাটবানাং
 বা অপ্রাচুর্য্যং ন লক্ষ্যতে । পশুপক্ষীকীটপতঙ্গভৃঙ্গাদীন
 তথা তेषামবয়বান্ দন্তশৃঙ্গনখপুচ্ছং চ প্রতি
 অলোক্যেনেদ্যপি সর্ব্বত্র শোভাদেবোপলব্ধঃ পরিদৃশ্যতে ।
 তদ্যেব প্রসার্য্যতাং নয়নশক্তির্দৃশ্যবীরুতৃণশুল্ম-
 মূলশাখাপত্রপুষ্পফলনদীগিরিসাগরাदीন্ প্রতি, সর্ব্ব-
 স্থান এব শোভাসর্গকৌশলানি চ দৃশ্যন্তে ।
 সৃষ্টরি অজ্ঞাতরি অবিচারবতি চ জড়স্য সর্গাদি-
 থাকে না । যদি বিচারশক্তিবহীন কেবল জড়রূপা
 শক্তি বিশ্বস্রষ্টাদির কারণ হইত, তবে এ প্রকার
 সর্ববস্তুগত শোভাদি সম্ভব হইত না । অতএব
 জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের বিশ্বস্রষ্টাদিতে প্রাধান্য
 হইতেছে । হে মহোদয় ! আপনি অগ্রে মানুষদেহের
 প্রতি এবং তদীয় অবয়ব কেশ, ললাট, নেত্র, নাভিকা,
 ক্রলতা, কর্ণ, মুখ, গণ্ড, কণ্ঠ, স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, উদর,
 নাভি, কটি, বাহু, হস্ত, অঙ্গুলি, ঊরু, জাম্বু, জঙ্ঘা,
 গুল্ফ, পাদদেশের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন । কোন
 স্থানে শোভা এবং সৃষ্টিকৌশলের অভাব দেখিবেন না ।
 পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ প্রভৃতির প্রতি এবং
 ইহাদের অবয়ব দন্ত, শৃঙ্গ, নখ, পুচ্ছ প্রভৃতির প্রতি
 দৃষ্টিপাত করুন, কোনস্থলেই শোভাদির অভাব নাই ।
 ঐ প্রকারে যে কোন বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম, মূল, শাখা,
 পত্র, পুষ্প, ফল এবং নদী, পর্ব্বত, সাগর প্রভৃতি
 যে কোন বস্তুর প্রতি নেত্রনিগত শক্তির প্রসারণ
 করুন, সর্ব্বত্রই শোভা এবং সৃষ্টিকৌশল প্রভৃতি
 দেখিতে পাইবেন । যদি সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানবিচার-
 শক্তিগম্পন্ন না হন এবং কেবল জড়রূপা শক্তিই
 এইসকল সৃষ্টির হেতু হয়, তবে কদাচ এই সর্ব্ব

হেতুত্বে স্থাবরজঙ্গমাदिदेहेषु शोभायाः सृष्टिनैपुण्यस्य
 च सम्भवो नास्ति । अतो ज्ञानविचारवान्
 जगदीश्वरो विश्वहेतुर्न जडशक्तिः । सांख्योक्ता
 विश्वहेतुरूपा शक्तिरपि पारमेश्वरी न जडा ।
 तद्विपरोतवादिनो भवद्वणा एव न वैदिकाः । मुख्य-
 गौणपरिणमयितृभेदात् कर्तारस्त्रिधा । प्रयोजको
 मुख्यकर्त्ता, प्रयोज्य एव गौणः, कर्माणि परिणतानां
 स्थानेषु परिणमनकर्तृत्वम् । यथा लोकोक्तिः—
 यद्वेमकुण्डलं निर्माति, अपि न तत् शलाकागठने
 शक्तम् इति । देहादन्तःकरणस्य अन्तःकरणात्
 जीवस्य पृथक्, सान्तःकरणजीवानां देहनैरपेक्षणा-
 वस्थितिः, जीवशक्तेरन्तःकरणस्य कदाचित्
 आविर्भावः अन्यदा च जीवस्वरूपे लयः इत्यादयः

স্থাবরজঙ্গমদেহে প্রভৃতিতে নিহিত শোভা ও সৃষ্টি-
 কৌশলাদির সম্ভব হইতে পারে না । অতএব
 জ্ঞানবিচারশক্তিযুক্ত পরমেশ্বরই এই বিশ্বস্রষ্টাদির
 কারণ হইতেছেন । কেবল জড়রূপা শক্তি তাহা
 হইতে পারে না । সাংখ্যদর্শনে বিশ্বস্রষ্টি প্রভৃতির
 হেতুরূপা যে শক্তি তাহাও পারমেশ্বরী শক্তি ।
 তাহা কেবল জড়রূপা শক্তি নহে । যে সকল ব্যক্তি
 উক্ত সাংখ্যোক্তশক্তিকে পারমেশ্বরী শক্তিরূপে
 স্বীকার না করিয়া কেবল জড়রূপা বলিয়া থাকেন,
 তাঁহারা আপনাদেরই গণভুক্ত । বৈদিক সমাজান্তর্গত
 নন । কর্ত্তা ত্রিবিধ হইয়া থাকেন, যথা মুখ্যকর্ত্তা,
 গৌণকর্ত্তা এবং পরিণমন-কর্ত্তা । যিনি আদেশ
 প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি মুখ্যকর্ত্তা নামে খ্যাত
 হন । যিনি উক্ত আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া
 থাকেন, তাঁহাকে গৌণকর্ত্তা বলা যায় । যে বস্তু
 কার্য্যাকারে পরিণত হয়, স্থানবিশেষে তাহাকে
 পরিণমনকর্ত্তা বলা হইয়া থাকে । যেরূপ কেহ
 বলিয়া থাকেন, যে সুবর্ণকুণ্ডল নির্মাণ করিতে পারে,
 সে কি শলাকা নির্মাণ করিতে পারে না ?—ইত্যাদি ।
 দেহ হইতে অন্তঃকরণ ভিন্ন, অন্তঃকরণ হইতে

প্রাক্ প্রতিপাদিতাঃ । জীবেষু এতেষাং সম্ভাবনায়াং
সান্তঃকরণজগদীশ্বরস্য দেহানুপেক্ষণঃ অবস্থানং
কথং ন সংগच्छেত । সরূপাদন্তঃকরণাবির্ভাবলয়ৌ
অপি নিঃসংশয়ং কर्तুং শক্যুযাৎ । প্রলয়ে পরমেশ-
্বররূপে তচ্ছক্যন্তঃকরণস্য লয়ো ভবতি । সৃষ্টাদৌ
তদিচ্ছাজ্ঞানধ্যানরূপেণ অন্তঃকরণাবির্ভাবো ভবতি ।
তদ্ব্যবধানমেব বিশ্বাকারং সত্ জীবগোচরং ভবতি ।
অতএবাল পরমেশ্বরো মুখ্যকর্তা । তচ্ছক্যন্তঃ-
করণস্য গৌণকর্তৃত্বং পরিণাময়িত্বং চ । যে
চাজ্ঞা গৌণপরিণামনকর্তৃত্বদ্বয়ং জগদীশ্বররূপে
আরোপয়ন্তি তेषাং সিদ্ধান্তান্নিরসনর্থং সাংখ্যকৃত-
তত্কর্তৃত্বং তচ্ছক্যন্তঃকরণে আরোপয়তি ।
নৈতন্মুখ্যকর্তৃত্বম্ । □ সাংখ্যোক্তসর্গশক্তিরাপি ন

জীব ভিন্ন, দেহের অপেক্ষা না করিয়া কেবল
অন্তঃকরণ-সহ জীব থাকিতে পারে । জীবশক্তিরূপ
অন্তঃকরণের কোনকালে আবির্ভাব এবং কোনকালে
জীবস্বরূপে লয় হইতে পারে ইত্যাদি প্রতিপাদন
করা হইয়াছে । যদি জীবপক্ষে এরূপ হইতে পারিল,
তবে পরমেশ্বর যে দেহের অপেক্ষা না করিয়া
কেবল অন্তঃকরণ-সহ থাকিতে পারেন এবং স্বরূপ
হইতে অন্তঃকরণের আবির্ভাব স্বরূপে বিলয় করিতে
পারিবেন, সে বিষয়ে আর সংশয় কি আছে ?
প্রলয়কালে পরমেশ্বর-স্বরূপে তৎশক্তিরূপ অন্তঃ-
করণ বিলীন থাকে । সৃষ্টিকালের আরম্ভে বিশ্বসৃষ্টি-
সম্বন্ধীয় ইচ্ছা, বিশ্বসৃষ্টিকৌশলরূপ জ্ঞান এবং
বিশ্বাকার-ধ্যানরূপে উক্ত অন্তঃকরণের আবির্ভাব
হয় । উক্ত ধ্যানই বিশ্বাকারে পরিণত হইয়া জীব-
সকলের গোচর হইতেছে । অতএব এস্থলে
পরমেশ্বরস্বরূপ মুখ্যকর্তা হইতেছেন । তৎশক্তিরূপ
অন্তঃকরণ গৌণকর্তা ও পরিণমন-কর্তা হইয়া
থাকেন । যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত গৌণকর্তৃত্ব ও
পরিণমন-কর্তৃত্বকে পরমেশ্বরস্বরূপে আরোপিত
করিয়া থাকেন, সেই সকল অজ্ঞ-ব্যক্তির সিদ্ধান্ত-

জড়া । অতিদুর্ভেদ্যত্বাঙ্গবচ্ছক্তিজ্ঞানস্য একেনৈব
দর্শনশাস্ত্রেণ ন সর্ব্বাংশাঃ প্রতিপাद्यन्ते । একাংশ
এব সুব্যক্তঃ । বেদান্ত এব মুখ্যকর্তৃত্বং প্রতি-
পাদিতম্ ॥ ২৮ ॥

নাস্তিকঃ — বৈশেষিকে ন্যায়ে চ পার্থিবান্নৈ-
বায়বীয়জলীয়পরমাণুনাং স্বশক্ত্যা বিশ্বসৃষ্টি-
রুচ্যতি । অতো জড়শক্তিरेव विश्वसर्गादेर्हेतुः ।

সূত্রকারঃ — তন্ম ভবতীতি কারণান্তরং
প্রদর্শयति ।

अतद्भूतक्रियाकारित्वस्य च ॥ २९ ॥

বিশ্বে স্তিস্নত্যাশ্চর্যক্রিয়াসমূহাঃ দৃश्यन्ते ।
জড়শক্তিানাং তত্কর্তৃত্বনির্ব্বাহো সসম্ভবঃ । অতো জ্ঞান-

নিরসনাভিপ্রায়ে সাংখ্যদর্শনকর্তা উক্ত কর্তৃত্ব তৎ
শক্তিরূপ অন্তঃকরণে আরোপ করেন । অতএব
এই কর্তৃত্ব মুখ্য কর্তৃত্ব নয় । সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি-
শক্তিও কেবল জড়রূপা নয় । পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান
অতি দুর্ভেদ্য । এইহেতু এক দর্শনশাস্ত্রে উক্ত
তত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্বাংশ প্রতিপাদিত হয় নাই । এক
এক দর্শনশাস্ত্রে এক এক অংশ সুব্যক্ত হইয়াছে ।
অতএব বেদান্তদর্শনেই পরমেশ্বরের মুখ্য কর্তৃত্ব
প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

নাস্তিকঃ — আপনাদের বৈশেষিক ও ন্যায়-
দর্শনমতে পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয়, বায়বীয় পরমাণু-
সকল স্বশক্তিবলে বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন ।
অতএব কেবল জড়রূপা শক্তিই এই বিশ্বসৃষ্ট্যাতির
কারণ হইতেছে ।

সূত্রকারঃ—জড়রূপা শক্তি বিশ্বসৃষ্ট্যাতির কারণ
হইতে পারে না ; এই বিষয়ে অজ্ঞ হেতু প্রদর্শন-
পূর্ব্বক সূত্র করিতেছেন ।

এই বিশ্বমধ্যে অতিশয় আশ্চর্য্য ক্রিয়াসকল দেখা
বাইতেছে । সেরূপ ক্রিয়াসকলের কর্তৃত্ব-নির্ব্বাহ
কেবল জড়রূপা শক্তির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না ।

শক্তিমান্ জগদীশ্বর এব বিশ্বকারণম্ । মহোদয়ানাং প্রত্যক্ষীভূতমেতৎ — ক্ষোদিষ্টবরাদিবীজাত্ প্রকাণ্ড-শাখাপত্রফলাদিমান্ ন্যগ্রোশ্রপাদপো জায়তে । বিমিন্নাकाराणां मानवपश्वादीनां प्रतिदेहे श्वास-शोणितामपाकमलमूत्रशुक्राशययन्त्राणां निधान-मस्ति । श्रवणदर्शनाघ्राणस्पर्शभाषणग्रहणगमना-कुञ्चनप्रसारणमलमूत्रशुक्रत्यागादयः निर्वाह्यन्ते । क्षोदिष्टदेहेऽपि एतेषां तथा क्रियाशक्तीनां च सद्भानः । अणुवीक्षणमन्तरेण अदृश्यानां जलान्त-र्जीवानामपि देहेषु प्रागुक्तयन्त्राणां नासद्भायः । शुक्रशोणितमात्रेण बह्वयवाः सौन्दर्यवन्तो देहा उत्पद्यन्ते । एकस्मिन्नेव देहे वात्ययौवनवार्द्धका-वस्था भवन्ति । एकतोऽतिविशालस्थलतुङ्गगिरि-ग्रामनगरादयो मनोहरन्ति, अपरतश्च गभीरविस्तीर्ण-

जलराशिर्ग्राहमकरादिसङ्कुलत्वात् भीतिं जनयति । जगत्स्थस्मिन् स्थलजलखचरजङ्गमानां रचनाप्रकारान् संस्थातीतत्वं च तथैव स्थावरजीवानामपि निरियत्तवैशिष्ट्यानि नानাবৈचित्र्याणि च दर्शं दर्शं सुनिপুণবিজ্ঞা অপি মুহ্যন্তি । एतेभ्योऽन्यान् द्रव्यगुणान् प्रत्यपि दृष्टिर्निपात्यताम् । केवल-वाष्पतडित्प्रभावाद्ब्रह्माश्चर्य्यकराणि समाधीयन्ते । वस्तुगुणादेव यूनोर्वार्द्धक्यं, स्थविरस्य तादृण्यं ज्ञायते । कस्याप्यशनात् अविलम्बेनैव प्राणहानिः, इतरप्रयोगादीर्घायुष्कत्वम् इत्याकाराः कोटिसंख्याका अद्भुतव्यापारा द्वगोचरा भवन्ति । जडस्य हेतुत्वे एतेषां संसाधनमसम्भवम् । यथाकथञ्चिद्देयत्वेन सृष्टादीनि निर्वाह्येन । अतो निपुणविज्ञानाद्भूत-शक्तिमान् परमेश एव सर्गादीनां हेतुः ।

অতএব জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টাদির হেতু হইতেছেন । হে মহোদয় ! আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অতি ক্ষুদ্র বটা-দি-বীজ হইতে অতি বৃহৎ শাখাপ্রাশাপত্রফলাদিসমৃদ্ধ বৃক্ষ হইতেছে । মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জঙ্গমজীব-শরীরসকল ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত হইলেও প্রতি দেহে শ্বাসযন্ত্র, শোণিতপ্রবাহযন্ত্র, আমাশয়, পাকশয়, মলাশয়, মূত্রাশয়, শুক্রাশয় প্রভৃতি বহুব্রহ্ম নিহিত আছে । শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আশ্রাণ, পরিভাষণ, গ্রহণ, গমন, মলমূত্রশুক্রত্যাগ, আকুঞ্জন, প্রসারণ ইত্যাদি বহুবিধ ক্রিয়া নির্বাহিত হইতেছে । অতি ক্ষুদ্র শরীরেও এই সকল যন্ত্র এবং এই সকল ক্রিয়ানির্বাহিকাশক্তির বিद्यমানতা আছে । যে সকল জল-মধ্যগত জীবশরীর অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে নেত্রগোচরও হইতে পারে না, সে সকল দেহেও উক্ত যন্ত্র, শক্তি প্রভৃতির অভাব নাই । শুক্রশোণিতমাত্র হইতে নানাবয়বসম্পন্ন সৌন্দর্যাদি-গুণযুক্ত শরীরের উৎপত্তি হইতেছে । একমাত্র শরীরে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দিক্য প্রভৃতি

অবস্থাসকল হইতেছে । একদিকে অতি বিস্তৃত স্থলভাগ অত্যাচ্চ পর্বতমালা এবং গ্রাম ও অরণ্য প্রভৃতি মনোহর করিতেছে । অগুনিকে অতিগভীর অতিবিস্তৃত জলরাশি গ্রাহমকরাদিসঙ্কুল হইয়া ভীতি-প্রদর্শন করিতেছে । এই বিশ্বমধ্যে স্থল, জল, আকাশে বিচরণশীল জঙ্গমজীবশরীরের ভিন্ন ভিন্ন রচনা-কৌশল এবং সংখ্যার অতীততা দর্শন করিয়া ঐরূপ স্থাবর জীবশরীরসকলেরও ইয়ত্তারহিত প্রকারভেদ এবং নানাবিধ বৈচিত্র্য অবলোকন করিয়া সুনিপুণ ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে আশ্চর্য্যভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকেন । এতদ্ভিন্ন দ্রব্যগুণ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন । একমাত্র বায়ু ও বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে বহুবিধ আশ্চর্য্যকর ব্যাপারসকল সাধিত হইতেছে । কোন বস্তুর গুণে যুবা বৃদ্ধ হইয়া থাকে এবং কোন বস্তুর গুণে বৃদ্ধও যৌবনপ্রাপ্ত হয় । কোন দ্রব্য ভক্ষণে অবিলম্বে প্রাণনাশ হয়, কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া মুমূর্ষু দীর্ঘজীবন লাভ করে । ইত্যাদি কোটি কোটি অদ্ভুত ব্যাপারসকল নয়নগোচর হইয়া থাকে । যদি কেবল জড়রূপা

বেদাদিশাস্ত্রোক্তসৃষ্টিপ্রলয়ৌ দ্বিধা নৈমিত্তিকপ্রাকৃতিক-
মেদাত্ । মানবানাং ত্রাংশদধিকচতুঃশতকোট-
সংবৎসরৈঃ স্রষ্টুর্দিনম্ । তথৈব রজনীভাগঃ । एवं
ত্রিংশদ্বিংশহোরাষ্ট্রমাসঃ । দ্বাদশমির্মাসৈর্বর্ষম্ । ইদৃক্
শতবর্ষান্তে বিশ্বামাষ্যং তদন্তর্ধানম্ । তদপি
শতবর্ষাণি । তদৈব মহাপ্রলয়ঃ । অয়মেব প্রাকৃতিক-
লয় উচ্যতে । প্রতিরাত্রং বিশ্বামাষ্যং প্রলয়ং নৈমিত্তিকং
বদন্তি । প্রাকৃতিকলয়ে ইশ্বরেচ্ছয়া পার্থিবান্নৈ-
ষাধবীয়জলীয়ধরমাণ্বাদিপ্রকৃতয়ো জগদীশ্বরে
লীয়ন্তে, প্রলয়ান্তে পুনরুৎপদ্যন্তে । নৈমিত্তিকে तु
নৈশাং প্রলয়ো বিয়োগ এব । তদন্তে पुनः संयोगः ।

শক্তিই এই বিশ্বের সৃষ্টিাদির হেতু হইতে, তবে এই
আশ্চর্য্য-ব্যাপারসকল কদাচ সংসাধিত হইতে
পারিত না । যে কোন প্রকারে হেয়ভাবে সৃষ্টিাদি
কার্য্য নির্বাহিত হইত । অতএব অতি নিপুণ জ্ঞানাদি
অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর এই বিশ্বসৃষ্টিাদির হেতু
হইতেছেন । বেদাদি-শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি-প্রলয় দুইপ্রকার
হইয়া থাকে । একপ্রকার নৈমিত্তিক, অপরপ্রকার
প্রাকৃতিক নামে খ্যাত হয় । আমাদের ব্যবহার-
যোগ্য ত্রাংশদধিক-চতুঃশতকোটি সংবৎসর তুল্য
কালে সৃষ্টিকর্তার একদিবস হয় ; তদুল্য ত্রাশিও
হইয়া থাকে । এইরূপ ত্রিংশৎ অহোরাত্রে মাস,
দ্বাদশ মাসে বৎসর হয় । শত-বৎসর পরে বিশ্রাম-
জগৎ সৃষ্টিকর্তা অন্তর্হিত হইয়া থাকেন । বিশ্রাম-
কালও এই শতবৎসর তুল্য হয় । এই বিশ্রামকালেই
মহাপ্রলয় হয় । ইহাকেই প্রাকৃতিক প্রলয় বলা
যায় । প্রতিরাত্রের বিশ্রামজগৎ প্রলয়কে নৈমিত্তিক
প্রলয় বলা হইয়া থাকে । প্রাকৃতিকপ্রলয়ে
পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয়,
বায়বীয় পরমাণু প্রভৃতি প্রকৃতিসকল পরমেশ্বর-
স্বরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয় । প্রাকৃতিক প্রলয়ান্তে উক্ত
প্রকৃতিসকলের পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে ।
নৈমিত্তিকপ্রলয়ে উক্ত প্রকৃতিসকলের পরমেশ্বরে-

ততো নৈমিত্তিকবিয়োগসংযোগাবপি পরমেশামিলাষেণৈব ।
পরমাণুনাং স্বাতন্ত্র্যেণ সংযোগবিয়োগাভ্যাম্ ন
সর্গসংহারৌ । বৈশেষিকন্যায়য়োরেবমभिप्रायमज्ञात्वा
परमाण्वादौ सर्गादिहेतुत्वरोपका अपि भवद्वणा
एव नतु वैदिकाः ॥ ३६ ॥

নাস্তিকঃ — भवतां केचिद्वैदान्तिकाः 'विश्वं
भ्रमात्मकं, भ्रमोहि अज्ञानात्मको जड़शक्तिप्रसूतश्च'
वदन्ति । तर्हि जड़शक्तिरेव विश्वसृष्टादेर्हेतुः ।
परमेशकल्पना निष्फला ।

সূত্রকারঃ — केवलजड़शक्तिर्न विश्वं जन्मादि-
हेतुः । न वा भ्रमात्मकं सर्वम् इति प्रदर्श्य सूत्रयति ।

ছানুসারে প্রলয় হয় না, বিয়োগমাত্র হইয়া থাকে ।
নৈমিত্তিকপ্রলয়ান্তে তদিচ্ছানুসারে উক্ত প্রকৃতি
সকলের পুনঃ সংযোগ হয় । অতএব নৈমিত্তিক
সৃষ্টিতে পরমাণুসকলের সংযোগহেতু যে সৃষ্টি হয়
এবং নৈমিত্তিক প্রলয়ে পরমাণুসকলের বিয়োগহেতু
যে প্রলয় হয়, তাহাও পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে
পারমেশ্বরী শক্তিবলে হইয়া থাকে । পরমাণুসকল
স্বতন্ত্রভাবে সংযোগ-বিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিসংহার-
হেতু হয় না । বৈশেষিক-দর্শনের এবং ন্যায়-দর্শনের
এবংবিধ অভিপ্রায় না জানিতে পারিয়া যে সকল
ব্যক্তি পরমাণুসকলে বিশ্বসৃষ্টিাদিবিষয়ক স্বাতন্ত্র্য-
প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপনাদেরই
গণান্তবর্তী, কদাচ বৈদিক সমাজভুক্ত হইতে
পারেন না ॥ ৩৬ ॥

নাস্তিকঃ — आपनादयः वैदान्तिकः सम्प्रदाय-
विशेषेण मते एहं विश्वं भ्रमात्मकं । भ्रम, अज्ञानात्मिका
जड़रूपा शक्तिरप्रसूतः । अतएव केवल जड़रूपा
शक्तिरैहं विश्वसृष्ट्यादिरहेतुः हईयां थाके ।
परमेश्वर-कल्पनार कोन प्रयोजन नाई ।

সূত্রকারঃ — केवल जड़रूपा शक्ति विश्वसृष्ट्यादिर-
हेतुः हईते পারে ना, विश्वो भ्रमात्मकः नय एहं
बलिमा सूत्र करितेছেন ।

নিয়মদর্শনাচ্চ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বেঽস্মিন্ সৰ্ব্বাণ্যেব বস্তূনি স্বতন্ত্ৰনিয়মৈঃ
প্রতিষ্ঠিতানি পরিচালিতানি চ দৃশ্যন্তে। জড়শক্তি
শ্বেদেপাং হেতুৰভিষ্যৎ তদা ন এতদ্বিনিয়মানাং
নির্ধারণমস্থাস্যত্। তর্হি সুবিচারপরঃ কশ্চি-
ন্নিপুণঃ পরমেশ্বর এব এষাং নিতিন্তম্। মহোদয়!
দৃশ্যমান দৈনন্দিনোদয়াস্তাদিকং সবিতুর্নিয়মে নৈব
চলতি। দিনানাং নিশানাং চ পরিমাণং যথানিয়মং
ঘটতে। যথারীতি সূর্য্যাদিগ্রহাণাং ভ্রমণং চলতি।
নিয়মানুলঙ্ঘ্য মাসচর্য্যনবর্ষাণি কালাবয়বাঃ
পরিবর্তন্তে। তথৈব সূর্য্যচন্দ্রমসৌগ্রহণং গ্রহ-
নশ্বতাदिभेदा अपि दृश्यन्ते। नियमविशिषाद्
यथाकालं पलाणि पतन्ति, नवानि च जायन्ते,

पुष्पाणि विकसन्ति फलानि च प्रकाश्य सुपक्वानि
भवन्ति। वृक्षवीरुत्तृणगुल्मादीनामाकारस्वभावस-
गन्धादीनां नान्यथात्वम्। यथापूर्वं द्रव्यगुणा
विद्यन्ते। वस्तूनां मिश्रणेन यथারীति सर्वदैव
वस्तूनि जायन्ते। तथैव नियमाननतिक्रम्य भेषजानि
प्रस्तूयन्ते। यथावत् औषधप्रयोगाद् रोगशान्तिरपि
भवति। बलवृद्धिर्भवति, वृद्धानां युवत्वं च
उत्पद्यते। नियमेनैव स्थलजलनभश्चाराणां मनुज-
पशुपक्षिकीटानां देहा आकृतिप्रकृत्यादिकं गृह्णन्ति।
नियमानुगता एव बालयौवनवार्द्धक्यानि लभन्ते,
कालमनुप्राप्य गर्भधारणप्रसवौ देहत्यागं च
कुर्वन्ति। जीवाः केचिद् यथारীति अण्डानि
प्रसूयन्ते, केचन वा जीवान्तरशरीराणि धारयित्वा
निजवंशं वर्द्धयन्ति। धरित्रीनद्यर्णवतारकादयो यथा-

এই বিশ্বমধ্যে প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়ম
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হইতে দেখা
যাইতেছে। জড়রূপা শক্তি যদি বিশ্বস্রষ্টাদির হেতু
হইত, তাহা হইলে একরূপ নিয়মসকল নির্ধারিত
থাকিতে পারিত না। অতএব সুবিচারক নিপুণ
পরমেশ্বরই এই বিশ্বস্রষ্টাদির কারণ হইতেছেন।
হে মহোদয়! এই যে প্রতিদিন সূর্যের উদয় ও
অস্ত দেখিতেছেন, তাহা যথানিয়মেই হইতেছে।
যথানিয়মে দিনমান রাত্রিমান প্রভৃতি হইতেছে।
সূর্য-চন্দ্র-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণের গতি যথারীতি
হইতেছে। নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া মাস, ঋতু,
অয়ন, বর্ষ প্রভৃতি কালাবয়বসকল পরিবর্তিত
হইতেছে। যথানিয়মে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ ও গ্রহ-নক্ষত্র-
ভেদাদি দেখা যাইতেছে। নিয়মবিশেষদ্বারা আবদ্ধ
হইয়া যথাকালে বৃক্ষের পত্রসকল নিপতিত হইতেছে,
যথাকালে বৃক্ষসকলের নূতন পত্র হইতেছে, পুষ্প-
সকল বিকসিত হইতেছে এবং যথাসময়ে ফলসকল

প্রকাশ লাভ করিয়া সুপক্ব হইতেছে। যে বৃক্ষের,
যে লতার, যে তৃণাদি উদ্ভিদের যে আকার, যে
প্রকৃতি, যে রসগন্ধাদি হইবার নিয়ম, তাহার অন্যথা
হইতেছে না। দ্রব্যসকলের গুণ যথানিয়মেই
বিद्यমান আছে। যে যে দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া যাহা
হইবার উপযুক্ত, সেই সেই দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া
সর্বদা তাহাই হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে
যথানিয়মে ঔষধসকল প্রস্তুত হইতেছে। যথাবৎ
ঔষধপ্রয়োগদ্বারা রোগসকলের শান্তি হইতেছে,
বলাদির বৃদ্ধি হইতেছে, বৃদ্ধ পুনর্ববার যৌবনোচিত
শক্তিলাভ করিতেছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট,
পতঙ্গ, স্থলচর, জলচর, আকাশচর জীবসকলের
শরীরসকল নিয়মানুসারে আকৃতি-প্রকৃতি লাভ
করিতেছে। নিয়মানুগত হইয়া বালা, যৌবন ও
বার্দ্ধক্য লাভ করিতেছে। যথাকালে গর্ভধারণ,
প্রসব ও দেহত্যাগ করিতেছে। যথানিয়মে জীব-
বিশেষ ডিম্ব প্রসব করিতেছে। কেহ বা অণু

বিধি বিঘ্নতে। মহোদয়! জড়ানাং বিশ্ব-
 কারণত্বে নৈতাদৃশী সুরীতিঃ সম্ভবতি।
 অনিয়মে নৈব যদ্বা তদ্ব্যবস্থিতম্। সতি নিয়মে
 সুবিচারস্য নৈপুণ্যস্য চ প্রয়োজনমসি। কেবল-
 জড়শক্তিানাং ন তথাবলম্। তর্হি সুনিপুণো
 বিচারকো জগদীশ্বরো হি সর্গাদিঃ কারণম্।
 নাপিৎ বিশ্বং ভ্রমাৎমকম্। ভ্রমো নাম অজ্ঞানাৎমক-
 জড়শক্তিপ্রসূতঃ। তথাপ্যেতাদৃশাং সুনিয়মানামুপ-
 স্থিতিরযুক্তা। নিয়মং বিনা যত্নত্ অভবিষ্যত্।
 আদর্শপিত্তী ভ্রমঃ, আদর্শদ্রব্যলাভে কথং ভ্রম-
 সম্ভবঃ? আদর্শবস্তু তৎসাধারণ্যানাং প্রয়োজনম্।
 স্থাণুনাং পুরুষসাধারণ্যাত্ স্থাণৌ পুরুষভ্রমঃ। তথা
 শুকৈঃ রজতসাধারণ্যাত্ শুকৌ রজতভ্রমঃ। যদি
 বিশ্বাকাং বস্তু স্বতন্ত্রাদর্শরূপমস্থাস্যত্ ততুল্যং

চ অপরম্ তদা সদৃশবস্তুনি বিশ্বভ্রমোঽঘটিষ্যত্।
 অত্র নাদর্শবস্তু ততুল্যবস্তু বা, কথং বা ভ্রমঃ
 সম্ভবেত্? বদেদেবং পিত্তাদিদোষাত্ সাধারণ্যভাবোঽপি
 কলিতব্যাদ্রাদিভ্রমো ভবতি। তত্ সত্যম্;
 তত্রাপি ব্যাঘ্রাঘনুভবস্তিষ্টি নোচেত্ তাদৃশভ্রমস্য
 সম্ভাবনা নাসি। অতঃ পিত্তাধিক্যাদিহেতুকো
 ভ্রমো ন। অপরন্তু পশ্য, একদা কস্যাপি তাদৃশভ্রমো
 ঘটেত ন তু সর্ব্বেষাং যুগপত্ তুল্যভ্রান্তিঃ। অধিকন্তু
 আশ্চর্য্যমেতৎ—যেবামেব বৈদান্তিকব্যর্থ্যাণাং সিদ্ধান্তা
 ভবতা বর্ণ্যন্তে তেঽপি ব্যবহারেষু একাৎম-
 বাদিনঃ। এক এবাত্মা ভ্রাময়তি, স্বয়ং চ
 ভ্রম্যতে। অতস্তং সম্প্রদায়ং ভবদ্রণভুক্তং শঙ্কে।
 ভবদ্বিরপি তে বর্ষরা উন্মত্তা বেতি কৃৎবা স্বগণাত্
 বহিষ্কার্যাঃ। অয়মেব যথার্থ বৈদান্তিসিদ্ধান্তঃ,—

জীবদেহ গ্রহণপূর্ব্বক স্ববংশ বৃদ্ধি করিতেছে।
 পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি ও তারকাগণ
 যথানিয়মে বিচরমান আছে। হে মহোদয়! অতএব
 কেবল জড়রূপা শক্তি এই বিশ্বের কারণ হইতে
 পারে না। তাহা হইলে এইরূপ সুনিয়ম থাকিতে
 পারিত না। বিনা নিয়মে যাহা তাহা হইয়া যাইত।
 যেস্থলে নিয়মস্থাপন, সেস্থলে অবশ্য সুবিচার এবং
 নিপুণতার প্রয়োজন আছে। কেবল জড়রূপা
 শক্তিতে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। এই হেতু
 সুবিচারক সুনিপুণ পরমেশ্বরই এই বিশ্বের স্রষ্টাদি-
 কর্ত্তা হইতেছেন। এই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ব ভ্রমাত্মকও
 হইতে পারে না। ভ্রমও অজ্ঞানাত্মিক জড়শক্তি-
 প্রসূত। তাহা হইলেও এরূপ সুনিয়ম থাকিত না।
 বিনা নিয়মে যাহা তাহা দৃশ্য হইয়া পড়িত। ভ্রম
 আদর্শবস্তুর অপেক্ষা করিয়া থাকে। কোন এক
 আদর্শ বস্তুর না থাকিলে তদাকার ভ্রম হইতে পারে
 না। ভ্রমস্থলে আদর্শ বস্তুরও তৎসদৃশ বস্তুরও
 প্রয়োজন। তাহা না হইলে ভ্রম হইবে কি প্রকারে?

পুরুষের সহিত স্বাধীন সাদৃশ্য আছে, অতএব
 স্বাধীন ভ্রমে পুরুষজ্ঞান হইয়া থাকে। এই প্রকার
 রজতের সহিত শুভ্রের সাদৃশ্য আছে, এইহেতু
 শুভ্রিতে রজতভ্রম হয়। যদি স্বতন্ত্র আদর্শরূপ
 বিশ্বাকার কোন বস্তু থাকিত এবং তৎসদৃশ আরও
 একবস্তু থাকিত, তবে এই সদৃশ বস্তুতে বিশ্বাকার-ভ্রম
 হইত। এস্থলে আদর্শ বস্তু নাই, তৎসদৃশ বস্তুও
 নাই, তবে ভ্রম কি প্রকারে হইতে পারে? বলিতে
 পারেন পিত্তাধিক্যাদি-দোষে কলিত ব্যাঘ্রাদি দৃশ্য
 হইয়া থাকে। সেস্থলে তৎসদৃশ বস্তু থাকে না।
 কিন্তু তৎপূর্ব্বক ব্যাঘ্রাদির অনুভব অবশ্য থাকে।
 তদ্বিন্ন সেরূপ ভ্রমও হইতে পারে না। এস্থলে
 সেরূপ সম্ভাবনা নাই। অতএব পিত্তাধিক্যাদি-ভ্রমও
 হইতে পারে না। আরও দেখুন, কোন একব্যক্তির
 কোন-একপ্রকার এরূপ ভ্রম হইতে পারে, এককালে
 সকল ব্যক্তির এরূপ একাকার-ভ্রম কদাচ হইতে
 পারে না। আরও আশ্চর্য্য এই যে, যে বৈদান্তিক-
 সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত আপনি বলিতেছেন, তাঁহারা

পরমেশো বিমলান্তঃকরণদ্বারা বিশ্বসর্গাদিকমভিলষন্ তজ্ঞানমাধিকুর্ষ্বন্ বিশ্বাকাংখ্যানে নিবিশতে। তদ্ব্যানং বিশ্বাকাংখ্যে পরিণমত্ জীবগোচরীভূতং ভবতি। ন যাবদ্ব্যানবিরতিস্তাবদেব বিশ্বস্য জীবগোচরত্বম্। বিরতিবেব ধ্যানস্য তদগোচরীভূতং সত্ পরমেশ্বরূপে ঘিলয়ং গচ্ছতি। ততো যথাকালং ভূয়ঃ সৃষ্টাদিকং ভবতি। তত্বেবিদ-স্তৈলধারাভবনবচ্ছিন্নোনাংপ্রজ্ঞাতসমাধিনা জগদীশ-স্বরূপসুপাসতে। গগনে মেঘহিমতৃণতুলধূল্যাদিবত্ ইশ্বরস্বরূপে আগন্তুকরূপাণি অনিত্যসর্গাদীনি পরিপশ্যন্তি। বিশ্বসর্গাদিপ্রতিপাদকং পরমেশ-ধ্যানরূপং বিমলান্তঃকরণব্যাপারং মায়াশক্তি-কার্য্যমাहुः। মায়াকার্য্যস্যানিত্যত্বম্ আগন্তুকত্বাৎ

শুকৌ রজতবত্, রজ্জাং সর্পবত্, স্থাণৌ পুরুষবত্, হেয়মবলোকয়ন্তি। যতো বিপর্য্যয়জ্ঞানানি তানি क्षणिकानि याथार्थ्यं यथा कर्मासम्पादकानि न सर्वकालिकानि। तथा अनित्यागन्तुकानि न सर्वकालकार्यकारकानि। एवं विवेकेन तत्त्वज्ञानित्यानि भ्रमोपमानि भ्रमवद्ভেদত্বাৎ ভ্রমশব্দ-বাচ্যানি চ বিদধতি। যতো রামচন্দ্রাদিষু শব্দেষু তত্তুল্যেষু তচ্ছব্দপ্রয়োগো লক্ষ্যতে। তত্বেবিদস্তু প্রোক্তজ্ঞানেষু মায়াশক্তিঃ স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানম্, বৈশ্ব-স্বাতন্ত্র্যমেব প্রকৃতভ্রমং স্বীকুর্ষ্বন্তি। তত্বেজ্ঞানা-মেকাत्मदर्शनं हि पारमार्थिकदृष्ट्या जगदीश्वरस्वरूपात् तच्छक्तिजीवानाम् अभिन्नताज्ञानमात्रम् न तु व्यवहारदर्शनेन। तथैव पारमार्थिकदृष्ट्या मायाशक्ति-

ব্যবহারেও একাত্মবাদী। তাঁহাদের মতে একমাত্র আত্মা স্বয়ং ভ্রম করাইতেছেন—স্বয়ং ভ্রান্তও হইতেছেন। অতএব উক্ত সম্প্রদায় আপনাদেরই গণভুক্ত। বোধ হয়, আপনারাও উক্ত সম্প্রদায়কে বর্ব্বর বা বাতুলজ্ঞানে স্বগণ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। বেদান্তদর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত এইরূপঃ—পরমেশ্বর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছা করেন। তদনন্তর বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানের আবিষ্কারপূর্ব্বক বিশ্বাকাংখ্যানে নিবিশ্ট হন। উক্ত ধ্যানই বিশ্বাকাংখ্যে পরিণত হইয়া জীবসকলের গোচর হয়। যেকাল পর্য্যন্ত উক্ত ধ্যানের বিরাম না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত এই বিশ্ব জীবসকলের গোচর থাকে। ধ্যানের বিরাম হইলেই বিশ্ব জীবসকলের অগোচর হইয়া পরমেশ্বর-স্বরূপেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। পরে যথাকালে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিশ্বসৃষ্ট্যাং হয়। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল তৈলধারাভবনবচ্ছিন্নরূপে অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধি দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। আকাশে মেঘ, হিম, তৃণ, তুল, রজ আদিবৎ সেই পরমেশ্বর-স্বরূপে আগন্তুকরূপ এই অনিত্য বিশ্ব-

সৃষ্টাদির পরিদর্শন করিয়া থাকেন। বিশ্বসৃষ্ট্যাং-প্রতিপাদক সেই পরমেশ্বরের ধ্যানরূপ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-ব্যাপারকে মায়াশক্তিকার্য্য নামে অভিহিত করেন। এই মায়াশক্তি-কার্য্যকে অনিত্য এবং আগন্তুক হেতু শক্তিতে রজতবৎ, রজ্জুতে সর্পতুল্য, স্থাণুতে পুরুষবৎ যে জ্ঞান, তৎসদৃশ হেয়রূপে দেখিয়া থাকেন। যেহেতু উক্ত বিপর্য্যয়জ্ঞানসকল যথার্থ জ্ঞানাকারে যেরূপ ক্রিয়াকালের জন্য কার্য্যকারী হয়, সর্ব্বকালের জন্য হয় না; সেইরূপ অনিত্য আগন্তুক বস্তুসকলও সর্ব্বকালের জন্য কার্য্যকারী হইতে পারে না। এবংবিধ বিবেকদ্বারা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনিত্য বস্তুসকলকে ভ্রমোপম ভ্রমবৎ হেয়হেতু ভ্রমশব্দবাচ্যও করিয়া থাকেন। যেহেতু রামচন্দ্রাদিশব্দে তত্ত্বতুল্য স্থলে তৎশব্দপ্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু উক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্তরূপ জ্ঞানস্থলে মায়াশক্তির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান এবং বিশ্বসম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানকেই প্রকৃত ভ্রমরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের যে একাত্মদর্শন তাহা পারমার্থিক দৃষ্টি দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপ হইতে তৎশক্তিহেতু জীব-

স্তত্কার্য্যানাঞ্চ পরমেশ্বরস্বরূপাভিন্নত্বং দৃশ্যতে ।
অতো মহাশয় ! বিশ্বমিদং ন কেবলয়া জড়শক্ত্যা
প্রসূতম্ ন বা ভ্রূমাत्मকম্ । পরমেশ্বর এব বিশ্ব-
সৃষ্টাদিকৃত্ । জড়মাত্রম্ ন বিশ্বকারণম্ ভবেত্ ।
অত্র প্রদর্শিতা হেতবো বিশ্বস্যভ্রূমাत्मকত্বেऽপি
কর্ম্মক্ষমাঃ । মন্যেऽহং ভবতাং পরমেশ্বরাস্তিত্বে
তদীয়সর্জনাদিকর্তৃত্বে চ পুনঃ ন কশ্চিত্
সন্দেহাবকাশঃ ॥ ৪০ ॥

আস্তিক্যদর্শনাধ্যপাদে চত্বারিংশতা সূত্রৈরন্তঃ-
করণস্য দেহাতিরিক্তত্বং তদাশ্রয়ত্বং, জীবানাং
চান্তঃকরণান্ধেদঃ, তদাশ্রয়ত্বং, দেহত্যাগগ্রহণে, স্বর্গ-
নির্যমোগৌ, পুণ্যপাপানাং সহগামিত্বং, জন্মান্ত-
রাস্তিত্বং, পরমেশ্বরস্য নিখিলাশ্রয়ত্বং বিমলান্তঃ-
করণবস্তুং, জগন্নির্মাণাদিকর্তৃত্বং, জীবানাং বহুত্বং,
স্বতঃসর্গাসম্মাবিত্বঞ্চ এতানি সর্বাণি বর্ণিতানি
সিদ্ধান্ত-বাক্যৈঃ প্রতিষ্ঠিতানি চ ।

ইতি আস্তিক্যদর্শনস্য সুদর্শনভাষ্যে

প্রথমপাদঃ ।

সকলের অভিন্নতাজ্ঞানমাত্র, তাহা ব্যবহারদৃষ্টি দ্বারা
নহে । উক্ত পারমার্থিকদৃষ্টি দ্বারা মায়ীশক্তির এবং
তৎকার্য্য বিশ্বেরও পরমেশ্বর স্বরূপ হইতে অভিন্নতা
দর্শন হইয়া থাকে । অতএব হে মহোদয় ! এই
বিশ্ব কেবল জড়রূপা শক্তি হইতে প্রসূত নয় এবং
ভ্রমাত্মকও নয় । পরমেশ্বরই এই বিশ্বের স্রষ্টাদি
কর্ত্তা হইতেছেন, কেবল জড়রূপা শক্তি বিশ্বের
কারণ হইতে পারে না । এ সম্বন্ধে যে সকল
হেতু প্রদর্শন করা হইয়াছে, বিশ্ব ভ্রমাত্মক নয়
এই সম্বন্ধেও সেই সকল হেতু অবশ্য কার্য্যকর

হইবে । বোধ হয় আপনার পরমেশ্বরের অস্তিত্বে
এবং তদীয় স্রষ্টাদি কর্তৃত্বে আর সংশয় নাই ॥ ৪০ ॥

আস্তিক্য দর্শনের প্রথম পাদে চত্বারিংশৎ সূত্র
দ্বারা অন্তঃকরণের দেহ হইতে ভিন্নত্ব এবং তদাশ্রয়ত্ব,
জীবের অন্তঃকরণ হইতে ভিন্নত্ব এবং তদাশ্রয়ত্ব,
দেহত্যাগগ্রহণপ্রকার, স্বর্গনরকভোগপ্রকার, পুণ্য ও
পাপের সহগামিত্ব, জন্মান্তরের অস্তিত্ব, পরমেশ্বরের
সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, বিশুদ্ধান্তঃকরণবহুত্ব, জগৎস্রষ্টাদিকর্ত্তৃত্ব,
জীবসকলের বহুত্ব এবং স্বতঃসৃষ্টির নিবারণ, এই
সকল বর্ণিত হইল এবং সিদ্ধান্তদ্বারা সংস্থাপিত হইল ।

ইতি আস্তিক্যদর্শন-প্রথমপাদ-ভাষ্যাবাদঃ ॥

প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ ।

শুদ্ধিপত্র

সংস্কৃতশিঃ					বঙ্গভাষাংশ				
পৃষ্ঠা	স্তম্ভঃ	পংক্তিঃ	যদস্তি	যদ্ববেত্	পৃঃ	স্তঃ	পং	আছে	হইবে
২	১	৬	নিত্যং	নিত্যং মূলত্	২	১	৩	বাক্যরূপে	বাক্যরূপে—
৩	১	৪	ভবদস্থান	ভবদস্থান					পরমমুখ্যপ্রমাণরূপে
৪	১	৪	বহি	বহি	৩	২	১	হরিভক্তিসর্বস্ব	“হরিভক্তিসর্বস্ব”
১৬	১	৬	বিপরিনতেঃ	বিপরিনতেঃ	১১	২	১৪	কালে সংযত	কালে সাবধানতা- হেতু সংযত
৫	২	১১	রাজপ্রিয়েণ	রাজপ্রিয়স্য					
৬	২	১২	ভবতা	ভবতো	১৩	১	২২	বিস্মৃতি হয়	বিস্মৃতি ও স্বপ্নগত দেহে আত্মাভিমান হয়
১৭	১	৫	গৃহাসি	গৃহাতি					
১৮	২	২	পাপাসাহচর্য্য	পাপাসাহচর্য্য' বিনা	২	২	২	জীবাশ্রায়	জীবাশ্রায়
১৯	১	১	সুপ্ত	সুপ্ত	২	২	২২	দুই দুইটিকে	এই দুইটিকে
২০	১	১৪	পৃথক্	পৃথক্	১৫	১	১৩	স্বর্গের	স্বপ্নের
২১	২	১	মেদহেতুরিতি	মেদহেতুরিতি	১৬	২	১৫	চৌর্য্যে	সামান্য চৌর্য্যে
২২	১	৪	সম্পাদ্যতে	সম্পাদ্যতে	২০	১	৭	করিতে	বা আকর্ষণ করিতে
২৩	১	৩	তদৈবাপ্য	তদৈবান্য	২২	১	১৪	থাকে	থাকে। ঐ প্রকার জরায়ুজ, অণুজ প্রভৃতি শরীরে মুখপাদাদি- ভেদও অন্তঃকরণগত ভাব দ্বারা হইয়া থাকে।
২৪	১	১১	পর্য্যায়ান্যথা	পর্য্যায়ান্যথা					
২৫	২	২	নিঃশক্তিকত্ব- মিতি	নিঃশক্তিক- মিতি					
২৬	২	৬	স্বতন্ত্রানি	স্বতন্ত্রাণি	২৪	২	২০	দেহগ্রহণ	দেহগ্রহণ ও স্বর্গ ও নরকভোগ
২৮	১	৪	পরিণাম'	পরিণামঃ					
২৯	২	৪	সম্ভবনাত্	সম্ভাবনাত্	২৯	১	৮	পার না	পারেন না
৩০	১	৬	ইतरানি	ইतरাণি	৩৩	২	১৪	দণ্ড	দণ্ড
৩১	২	৬	মূষিকানাং	মূষিকাণাম্	৩৪	২	৩	ভিন্ন	ভিন্ন, অন্তঃকরণ হইতে জীব ভিন্ন,
৩২	১	৬	করণবচ্চ'	করণবচ্চম্					

সংস্কৃতাংশ:				বঙ্গভাষাংশ					
পৃষ্ঠা	স্তম্ভ:	পংক্তি:	যদস্তি	যজ্ঞবেত্	পৃঃ	স্তঃ	পং	আছে	হইবে
”	২	২	পৃথক্	পৃথক্	৩৬	২	১	থাকেন।	থাকেন। কোন
৩৬	১	৫	ব্যক্তানি	ব্যক্তানি					ব্যক্তি শাস্ত
৩৬	১	১২	সূর্যয়তি	সূর্যয়তি	”	২	৫	থাকেন	থাকেন। ইহা দ্বারা
”	২	৫	দারুময়ানাং	দারুময়ানাং					জীবের বহুত্ব সিদ্ধ
৪১	১	৫	পাদান্	পাদান্					হইতেছে
৪২	২	১২	নাভুত	নাভুত	”	২	১৩	আপনাদের	আমাদের
৪৬	১	১৪	স্বতন্ত্রা	স্বতন্ত্রা	৩৭	১	৪	পুনরায়	X
৪৭	১	৫	তদগোচরী	তদগোচরী	৪২	১	৮	আবির্ভাব	আবির্ভাবও
”	২	৫	কারকানি	কারকাণি	৪৬	২	১০	থাকে না	থাকে না। তাহা সত্য